ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-37 ■ 11 November, 2025 ■ আগরতলা ১১ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৪ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিস্ফোরণে কাঁপল দিল্লি, মৃত ৮, আহত ২০

তদন্তে সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর ।। দেশের রাজধানী দিল্লি সোমবার সন্ধ্যায় তীব্র বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে। লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের গেট নম্বর ১-এর কাছে পার্ক করা একটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে, যাতে এখন পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু ও ২০ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে। বিস্ফোরণের পর দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে উচ্চ সতর্কতা (হাই অ্যালার্ট) জারি করা হয়েছে। দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে সোমবার সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, তদন্তে সব সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিল্লি ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, গেট নম্বর ১—এর কাছে পার্ক করা একটি গাড়িতে প্রথম বিস্ফোরণটি হয়, যার পরপরই আশেপাশের আরও ৩-৪টি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় দোকানপাটের কাচ ভেঙে যায় এবং এলাকায় ভয় ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আহতদের এলএনজেপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ও ক্রাইম ব্রাঞ্চ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে।

বিস্ফোরণের পর উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মুম্বই ও গুজরাটে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। মুম্বই পুলিশ শহর জুড়ে নাকাবন্দি ও তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। গুজরাট পুলিশ রাজ্যজুড়ে নোটিশ জারি করে সীমান্ত ও প্রবেশপথে অতিরিক্ত নজরদারি চালাচ্ছে। ভারত-নেপাল সীমান্তেও লাল সতর্কতা (রেড অ্যালার্ট) ঘোষণা

করা হয়েছে।

১৫টি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিস্ফোরণের পর পুরো এলাকা কর্ডন অফ করে দিয়েছে পুলিশ এবং সাধারণ যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। লালকেল্লা, চাঁদনি চক, দিল্লি মেট্রো, সরকারি ভবন এবং আইজিআই বিমানবন্দরসহ সিআইএসএফ-রক্ষিত সব স্থাপনা উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। চাঁদনি চক বাজার আগামীকাল (মঙ্গলবার) বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মোমো খেতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ প্রবল শব্দ শুনি। দেখি, একটা গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে। চারপাশের গাড়িগুলোও আগুনে পুড়তে শুরু করে। আমরা কয়েকজন মিলে আহতদের উদ্ধার করি। অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বিস্ফোরণের পর আশেপাশের স্ট্রিটলাইট নিভে যায় এবং গাড়ির টুকরো ১০০ মিটার দূর পর্যন্ত ছিটকে পড়ে।

লালকেল্লা অঞ্চল দিল্লির অন্যতম ব্যস্ত ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। সন্ধ্যার সময় চাঁদনি চক বাজারে প্রচুর ভিড় থাকে। এ কারণে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রাহুল গান্ধী এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে কার বিস্ফোরণের খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও উদ্বেগজনক। বহু নিরপরাধ মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

এনআইএ, এনএসজি, এফএসএল ও দিল্লি পুলিশের বিশেষ দল যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে। বিস্ফোরণের কারণ এখনও নিশ্চিত নয়, তবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি একে পরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে দেখছে। দিল্লি পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, আজ সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে বিস্ফোরণটি ঘটে। গাড়ির ভেতরেই বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। তদন্ত চলছে, আপাতত বিস্তারিত কিছু বলা যাচ্ছে না।

সোমবার রাতেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমিত শাহ বলেন, সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় লালকেল্লার কাছে একটি হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। কাছাকাছি পার্ক করা কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কিছু পথচারী আহত হয়েছেন। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। এদিন তিনি বিস্ফোরণস্থলে যাওয়ার আগে এলএনজেপি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিয়েছেন। এরপর তিনি বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান, বিস্ফোরণের মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও স্পেশাল সেল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। অমিত শাহ বলেন, ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড এবং ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, তিনি দিল্লি পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা এবং স্পেশাল সেলের প্রধান কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছেন, যারা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। সব দিক বিবেচনা করে তদন্ত এগোবে। যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিত প্রমাণ হাতে পাচ্ছি, কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে না। তদন্তের চূড়ান্ত ফলাফল জনগণের সামনে প্রকাশ করা হবে, বলেন অমিত শাহ। তিনি আরও জানান, আশেপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা এবং ঘটনাস্থলের বিস্তারিত ফরেনসিক বিশ্লেষণ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ফরিদাবাদে ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক সহ অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার চিকিৎসক

ফরিদাবাদ, ১০ নভেম্বর ।। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথ অভিযানে এক বড় সন্ত্রাসবিরোধী সাফল্য মিলেছে। 'জইশ-ই-মোহাম্মদ' ও 'আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ'-এর সঙ্গে যুক্ত একটি আন্তঃরাজ্য সন্ত্রাস চক্রের হদিস মিলেছে। এ অভিযানে ২,৯০০ কেজিরও বেশি সন্দেহজনক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, একটি অ্যাসল্ট রাইফেল এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার হওয়ার পর আরও ২,৫০০ কেজি একই রাসায়নিক জব্দ করা হয়। তদন্তে প্রকাশ, উদ্ধার হওয়া এই রাসায়নিক ব্যবহার করে শতাধিক শক্তিশালী আইইডি (বিস্ফোরক যন্ত্র) তৈরি করে দিল্লিতে বড়সড় নাশকতার ছক কষা হচ্ছিল।

অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছে ফরিদাবাদের এক মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ড. মুজাম্মিল শাকিল, যিনি আল ফালাহ হাসপাতালের কাছে ভাড়া নেওয়া এক বাড়িতে এই বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক মজুত করেছিলেন। ওই বাড়িতেই থেকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটভর্তি আটটি বড় ও চারটি ছোট স্যুটকেস উদ্ধার হয়। এছাড়া, একই হাসপাতালের কর্মী ড. শাহিন শাহিদ নামের এক মহিলা চিকিৎসকের গাড়ি থেকে একটি ক্রিনকভ অ্যাসল্ট রাইফেল ও ৮৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। শাহিন, যিনি উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের লালবাগের বাসিন্দা, তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে মহা আন্দোলনের ডাক কংগ্রেসের

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর ।। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চলমান ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দিল্লিতে মাসের শেষে এক মহা আন্দোলনের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পক্ষপাতমূলকভাবে বিরোধী ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে এবং বিজেপির স্বার্থ রক্ষার জন্য ভোটার তালিকা থেকে বিপুলসংখ্যক নাম মুছে দিচ্ছে।

সূত্র অনুযায়ী, বিহারে সম্প্রতি ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রায় ৪৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে, এবং একই ধরনের প্রক্রিয়া এখন আরও নয়টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হয়েছে। ইসি যদিও একে ভোটার তালিকার "শুদ্ধিকরণ" বলে ব্যাখ্যা করছে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট একে "বৃহৎ ভোটার বর্জন অভিযান" হিসেবে অভিহিত করেছে।

কংগ্রেসের রাজ্য শাখাগুলি ইতিমধ্যেই এই তথাকথিত অনিয়মের বিরুদ্ধে পাঁচ কোটিরও বেশি স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে, যা শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে জমা দেওয়া হবে। একইসঙ্গে দিল্লির ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য এক বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে এই বিষয়টি জাতীয়ভাবে তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছে কংগ্রেস।

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির নেতারা জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক নির্বাচনে "ভোট চুরি" সংক্রান্ত অভিযোগগুলি ভারতের নির্বাচন কমিশন গুরুত্ব সহকারে নেয়নি, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবারাহ নিশ্চিতে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। গ্যাস সংকটের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম রুখিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংযোজনের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকল্পের ভূমি পূজন আগামী ২৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এই তথ্য জানিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ। মন্ত্রী জানান, আগামী ২৬ নভেম্বর রুখিয়া পাওয়ার প্ল্যান্টে ১২০ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিহারে দ্বিতীয় দফায় আজ ১২২টি আসনে ভোট

পাটনা, ১০ নভেম্বর ।। আগামীকাল বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে ১২২টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন সব ধরনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে যাতে ভোটগ্রহণটি সুষ্ঠু, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হয়। এই পর্যায়ে ভোটগ্রহণ হবে ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছাকাছি এবং সীমাঞ্চল, মাগধ, শাহাবাদ, কোশী এবং মিথিলাঞ্চল অঞ্চলের বিভিন্ন আসনে।

ভোটগ্রহণ হবে পূর্ব ও পশ্চিম চম্পারণ, মধুবনী, সিতামরহি, শেহোয়ার, সুপৌল, আরারিয়া, কিশনগঞ্জ, পুর্নিয়া, কাটিহার, ভাগলপুর ও ব্যাংকা জেলা সহ গয়া, অরঙ্গাবাদ, জেহানাবাদ, আরওয়াল, জামুই, নবাদা, রোতোস এবং কৈমুর জেলায়। বিহারের পুলিশ মহাপরিচালক বিনয় কুমার জানান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নেপাল সীমান্ত এবং উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সিল করা হয়েছে এবং নিয়মিত পেট্রোলিং চলছে।

এদিকে, মধুবনী জেলার জাইনগড় ও নেপালের জানকপুরের মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রি এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা ভোটগ্রহণের শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে।ভোটগ্রহণ শুরু হবে সকাল ৭টা থেকে এবং চলবে বিকেল ৬টা পর্যন্ত। তবে নিরাপত্তার কারণে, সাতটি বিধানসভা আসনে — চেনপুর, গোবিন্দপুর, রাজাউলি, জামুই, সিকন্দরা, চকাই এবং ঝাঝা — ভোটগ্রহণ সকাল ৭টা থেকে ৫টা পর্যন্ত হবে। এছাড়াও, গয়া, অরঙ্গাবাদ, ব্যাংকা এবং রোতোস জেলার কিছু ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এসব ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ১,২০২টি।

ভোটগ্রহণে সহায়তার জন্য ৪৫,০০০টিরও বেশি ভোটকেন্দ্র স্থাপন ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। ২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করল ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সোমবার পর্ষদের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন পর্ষদ সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণচৌধুরী।

পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা, যা চলবে ৩০ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

গোলচক্কর

দুই মামলায় আটক ৪জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর ।। রবিবার বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় ঘটে যাওয়া উত্তেজনার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চারজনকে আটক করেছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। তবে তদন্তের স্বার্থে আটক ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করতে রাজি হয়নি পুলিশ প্রশাসন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যায় বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় দুই ব্যক্তির মধ্যে তুচ্ছ ঘটনা কেন্দ্র করে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। ক্রমেই সেই বাকবিতণ্ডা স্থানীয় এলাকায় ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কমিউনিস্টদের মার্কসবাদ বাংলায় ভাইপোবাদ ঃ বিপ্লব

কলকাতা, ১০ নভেম্বর।। পিসি ভাইপোকে রাজনীতি থেকে উৎখাত করে ফেলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের ময়নাগুড়িতে ৪ নম্বর মন্ডলে (দক্ষিন) জনসভায় অংশগ্রহণ করে একথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কারণে বাংলা আজ পিছিয়ে পড়েছে। যে বাংলায় দেশ বিদেশ থেকে মানুষ পড়াশোনা করতে বাণিজ্য করতে আসতেন। সেই বাংলার ছাত্র ছাত্রী যুবক-যুবতীরা বহিরাজ্যে ৫-১০ হাজার টাকার চাকরির জন্য চলে যাচ্ছে। বাংলার ঐতিহ্য ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরো বলেন, এসআইআর নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন, তিনি যতদিন জীবিত আছেন ততদিন বাংলায় এসআইআর হবে না। কিন্তু বর্তমানে বাংলায় এসআইআর হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর জীবিত অবস্থাতেই। প্রকৃত ভারতীয়দের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেয়ার ক্ষমতা কারণেই বলে দাবি করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি গোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতি, কৃষ্টি সংরক্ষণ করা সরকারের লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। ভারতের একতা ও অখন্ডতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সব সময় ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। এক ভারত ও শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য্য। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ উজ্জয়ন্ত ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিট্যুর সমাবেশ

কৌশলে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে বিজেপি ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার ফ্যাসিবাদী মানসিকতা নিয়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার কাজ করছে এবং কৌশলে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। তাই শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে জনগণকেন্দ্রিক রাজনৈতিক বিকল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ চলছে।আজ আগরতলার শ্রমিক সমাবেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিআই(এম)-এর প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

এদিনের সমাবেশে শ্রী সরকার বলেন, আরএসএস ও বিজেপি পরিকল্পিতভাবে গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল করছে, যাতে পুঁজিপতিরা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১১ নভেম্বর,২০২৫ ইং
২৪ কার্তিক, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্কে টানাপোড়েন

গত বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তাড়াইয়া সেই দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ শাসন করিতেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতে আশ্রিত রহিয়াছেন। বাংলাদেশে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবার পর হইতেই ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে শুরু করে। তাহা সত্ত্বেও

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন চায় ভারত। বাংলাদেশের সঙ্গে কোনও টানাপড়েন চায় না ভারত। তবে একই সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসকেও নিজের কথাবার্তার সময়ে 'সতর্ক' থাকা পরামর্শ দেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ।বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্দেশে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সাম্প্রতিক পরামর্শে অসন্তুষ্ট ঢাকা। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দাবি, রাজনাথের ওই মন্তব্য শিষ্টাচার এবং কূটনৈতিক সৌজন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মানজনক নয়।ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়া মন্তব্য করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ। সেখানে তিনি স্পষ্ট করিয়া দেন, বাংলাদেশের সঙ্গে কোনও দ্বন্দ্ব চায় না ভারত। বস্তুত, গত বছর বাংলাদেশ শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে এক কূটনৈতিক টানাপড়েন সৃষ্টি হইয়াছে নয়াদিল্লির। রাজনাথ জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে কোনও টানাপড়েন চায় না ভারত। তবে একই সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূসকেও নিজের কথাবার্তার সময়ে 'সতর্ক' থাকা পরামর্শ দেন তিনি ইউনূসের উদ্দেশে রাজনাথের ওই পরামর্শেই অসন্তোষ ঢাকা।বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র এসএম মাহবুবুল আলম জানান, ইউনূস প্রসঙ্গে রাজনাথের সাম্প্রতিক মন্তব্য 'অযথার্থ'। এই মন্তব্য 'শিষ্টাচার এবং কূটনৈতিক সৌজন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মানজনক নয়' বলিয়া দাবি করিয়াছে ঢাকা।

আলম বলেন, "ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আমাদের নজরে আসিয়াছে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা মনে করি রাজনাথ সিংহের মন্তব্য সঠিক এবং গঠনমূলক নয়। তাহা শিষ্টাচার এবং কূটনৈতিক সৌজন্যের প্রতি সম্মানজনকও নয়। বাংলাদেশ বিশ্বাস করে যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যগুলো গঠনমূলক এবং শ্রদ্ধাশীল আলোচনার মাধ্যমেই সবচেয়ে ভাল ভাবে সমাধান করা সম্ভব।"সাম্প্রতিক অতীতে ইউনূসের বেশ কিছু মন্তব্য ঘিরিয়া বিতর্ক দানা বাধিয়াছে। বাংলাদেশে চিনা বিনিয়োগ টানিতে গিয়া উত্তরপূর্ব ভারতের প্রসঙ্গ টানিয়াছেন ইউনূস। আবার কখনও নেপালের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় উত্তরপূর্ব ভারতের প্রসঙ্গ টানিয়াছেন তিনি। অতি সম্প্রতি পাকিস্তানের এক সেনাকর্তাকে উপহার হিসাবে একটি বই দেন ইউনূস। ওই বইয়ের প্রচ্ছদে বাংলাদেশের মানচিত্রের আদলে নকশা ঘিরিয়াও বিতর্ক দানা বাধিয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে রাজনাথের মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়াই মনে করা হইতেছে।

পশ্চিম পিলাক সাহা পাথর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে স্কুলবসতি নষ্ট করার চেষ্টা, দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চায় স্থানীয়রা

আগরতলা, ১০ নভেম্বর : শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর পশ্চিম পিলাক সাহা পাথর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে রাত্রিকালে কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতিকারীরা গোবর ছিটিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

পুণ্যের হিসাবে সোমবার সকালে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের দিদিমনি কেন্দ্রে এসে এ দৃশ্য দেখে বিষয়টি দেখতে পান। পরে তিনি ঘটনার বিবরণ তার উর্ধতর কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রধান ও স্থানীয় নেতাদের জানিয়ে দেন। খবর পেয়ে একে একে এলাকার গণ্যমান্য ও স্থানীয় নেতৃত্ব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং বিদ্যমান অবস্থা দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

জোলাইবাড়ী সি ডি পি ও অফিসের সুপারভাইজার বাপন কর সংবাদমাধ্যমকে জানান, সবাই মিলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পরিষ্কার ও সুন্দর রাখা হবে। তিনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুন্দর না থাকলে সন্তাননারা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারবে না। শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করা জরুরি'এবং এধরনের নষ্ট করার মানসিকতাকে তীব্র নিন্দা করেন।

স্থানীয়রা দাবী করেছেন, দুষ্কৃতিকারীদের দ্রুত চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ আবশ্যক। ঘটনার বিষয়ে প্রশাসনকে অবহিত করা হলেও, এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোন ধরনের আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না তা জানা যায়নি। এলাকাবাসী আশা করছেন দ্রুত তদন্ত করে দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে।

উত্তর জেলার ক্লাবফুট ক্লিনিকে দুই শিশুর ক্লাবফুট চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ নভেম্বর: শিশুদের জন্মগত ত্রুটিজনিত বাঁকা পায়ের (ক্লাবফুট) চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে উত্তর জেলার পদ্মপুর আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়োজিত সাপ্তাহিক ক্লাবফুট ক্লিনিকে গত ৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে সফলভাবে দু"জন নবজাতকের পায়ের প্লাস্টার (কাস্টিং) করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (আরবিএসকে)-এর অধীনে পরিচালিত এই ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন শিশু দুটির মধ্যে একজন উত্তর জেলার দামছড়া এলাকার ৩ মাস বয়সী নবজাতক এবং অন্যজন কদমতলার সরসপুর এলাকার মাত্র ১৬ দিন বয়সী নবজাতক। ক্লাবফুট চিকিৎসার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'পনসেটি পদ্ধতি' অনুসরণ করে শিশু দুটির পায়ে আলতোভাবে প্লাস্টার করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (আরবিএসকে) চিকিৎসক ডাঃ নীলাদ্রি শেখর চ্যাটার্জী, উত্তর জেলা হাসপাতালের অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাজা নাগ, এবং প্লাস্টার টেকনিশিয়ান নবেন্দু চন্দ। উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতি সপ্তাহে বুধবার জন্মগত ত্রুটিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের জন্য বিশেষত সিটিইভি (ক্লাবফুট) কাস্টিং ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। ক্লাবফুট চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিশুর পা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা, যাতে সে একটি সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে। 'চিকিৎসক দল আরও জানান, জন্মের প্রথম ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যেই চিকিৎসা শুরু করা আদর্শ সময়। প্লাস্টারের পর ৪ বছর বয়স পর্যন্ত ব্রেসিং ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি; নাহলে পা পুনরায় বাঁকা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সময়মতো চিকিৎসা না করলে শিশুর পা বিকৃত থেকে যেতে পারে এবং স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে সমস্যা হতে পারে। উল্লেখ্য সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা প্রদান করা হলে জন্মগত ত্রুটি জয় করা সম্ভব। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অফুরন্ত রৌদ্রের তিমির

তখনও কীর্তিনাশা পদ্মার গর্ভে নিজেকে বিসর্জন দেয়নি বিক্রমপুরের গাউপারা গ্রাম। তখনও সে সবুজ, ডগমগ। সেই গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবার মুনশি বাড়ি। মুনশি বাড়ির এক জনকে নিয়ে গাঁয়ের বড়ই কৌতূহল। তিনি এক পরি-পাওয়া লোক! যাঁকে জোছনা রাতে মাঠের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেত জিন! ভোরের আলোয় তাঁকে আবার পাওয়া যেত শিশির-ঝলমল ধানখেতের পাশের ঘাসে।

দিব্যি আরামে শুয়ে আছেন। ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি আধফোটা হয়ে ঝুলে রয়েছে। যেন তিনি কিছু দেখে ফেলেছেন, যা অজ্ঞেয়, যা তিনি কাউকে বলে বুঝিয়ে উঠতে পারেননি রাতে। নিজেই তাই মজে রয়েছেন। তাঁর সেই ঘাসবিছানায় ছড়ানো থাকত কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি। এক অলৌকিক নির্জন স্বর্গ থেকে তিনি জেগে উঠতেন, আচমকা অতর্কিত অট্টহাস্য করে উঠতেন কখনও! তাঁর সেই হাসির মর্ম কেউ বুঝতে পারত না। আড়ালে ফিসফিস করে আলোচনা চলত। তিনি কিন্তু নির্বিকার। অপেক্ষা করতেন, আবার কখন চাঁদে ভাসবে চরাচর। অথবা বুড়ি হয়ে যাওয়া চাঁদ বেনোজলে ভেসে যাওয়ার পর গভীর নিশুতিতে তিনি বেরোবেন চুপি চুপি। কোনও জিনপরি এসে ডেকে নেবে তাঁকে। সেই সব রাতে চাঁদের আলোর নীচে নাকি অদ্ভুত প্রহরীরা ঘিরে থাকত মুনশি বাড়ির এই পরি-পাওয়া পূর্বপুরুষটিকে।

এই পরি-পাওয়া মানুষটির এক উত্তরপুরুষ, গাউপারা গ্রামের মুনশি বাড়ির দাশগুপ্ত পরিবারের সর্বানন্দ দাশগুপ্ত কার্যোপলক্ষে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এলেন বরিশাল। অনেক পরে যাঁর বড় নাতির দৌলতে ধানসিড়ি নদীর দেশ বলে যে বরিশালকে চিনবে কবিতাভুবন। সর্বানন্দ সেখানেই বিবাহ করে থিতু হন। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। হয়ে ওঠেন বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম যুগের নেতৃস্থানীয়। কালক্রমে তাঁর পৈতৃক গাউপারা গ্রাম জলে ভেসে যায়। কিন্তু সেই পরি-পাওয়া মানুষটির স্মৃতি জলে ভেসে গিয়েও যেন ফিরে ফিরে আসে। সর্বানন্দের দ্বিতীয় সন্তান সত্যানন্দ। যিনি শিশিরে স্নান করতে করতে অতি ভোরে ঔপনিষদিক শ্লোক শোনাতেন তাঁর ছেলেমেয়েদের। বিছানায় শুয়ে শুয়ে যা শুনতেন তাঁর বালক পুত্র জীবনানন্দ।

জীবনানন্দের বোন সুচরিতা দাশের জবানিতে, "সেই শিশির ঝরা ধানের গন্ধে ভরা হেমন্তের রাতে গাছের পাতারা যখন হলুদ হয়ে এসেছে, জোনাকির আলোয় দূরের মাঠ বন যখন ঝিলমিল, তখন নতুন করে সেই পুরনো গল্পের পাণ্ডুলিপির আয়োজন চলছে আজ। আজ আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই গল্পের নায়ক নন, তাঁরা জোছনা মোছা রাতে শিশিরে ধানের দুধে ভিজে ভিজে হাওয়ায় শরীরে স্বপ্নময় পরীদের হস্তগত, আজ যিনি, তিনি পৃথিবীর ভালবাসায় চিরতরে যতি টেনে স্বপ্নের পরীদের হাতে নিঃশেষে তুলে দিলেন নিজেকে, তাঁর শয্যায় কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি থাকবে না ছড়ানো, থাকবে তাঁর কাব্যে দূরতর সায়াহ্নের সমীপবর্তী সবুজার্দ দ্বীপের দারুচিনি লবঙ্গ এলাচের বনের রহস্যময় ধূসর ইশারা।"

সেই রহস্যময় ধূসর ইশারা, জীবনানন্দ এক অনন্ত কার্পেটের মতো আজও প্রসারিত করে যাচ্ছেন দিগন্ত ছাড়িয়ে আরও নতুন নতুন দিগন্তের দিকে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বব্যাপী ব্যবহারের যে যুগলক্ষণ আমরা টের পাচ্ছি প্রায় এক দশক ধরে, তারও বেশ কিছু আগে থেকেই একটি কথা খুবই কানে কানে ঘুরত প্রবীণ কবিতা-পাঠকদের মধ্যে। বাংলা কবিতা নাকি পাঠক হারাচ্ছে। ক্রমশ সে নির্জন ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ছে। এমনটাও মনে করা হয়েছিল, ক্রমশ মনোযোগ সঙ্কোচনশীল আজকের এই মনোভূমিতে, কবিতাশিল্পের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। কবিতা পাঠ, তা যে কোনও ভাষারই হোক না কেন, তা যে দীর্ঘ মনোযোগ এবং একাগ্রতা দাবি করে, তা দেওয়ার পাঠক-পাঠিকা কমে আসছে। সে বেছে নিচ্ছে অন্যান্য চটজলদি বিনোদন।

কিন্তু দেখা গেল, নতুন প্রযুক্তিমাধ্যমকে বাহন করে কবিতা লেখা হচ্ছে ভীমবেগে। সামাজিক মাধ্যম আসার ফলে কেউ কেউ নন, সকলেই আজ কবি! অজস্র নতুন বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশকরা কাগজের এই দুর্মূল্য সত্ত্বেও কবিতার বই ছাপছেন। বিভিন্ন বয়সের ক্রেতা তা কিনছেনও। অনলাইনে পড়ে ফেলা যাচ্ছে প্রাচীন কবির পঙ্‌ক্তি। এ সবের ভাল মন্দ দু'টি দিকই রয়েছে, কিন্তু সে আলোচনা আপাতত নিষ্প্রয়োজন।

উল্লেখ থাক এটুকুই যে, আজকের কৃত্রিম মেধার দিকে ক্রমশ হাত বাড়ানো সময়েও জীবনানন্দ দাশ খুবই প্রয়োজনীয় এবং অত্যাগসহন হয়েই রয়ে গিয়েছেন। তাঁর কবিতা এবং দীর্ঘ দিন ট্রাঙ্কবন্দি থাকা উপন্যাস-গল্প নিয়ে নতুন নতুন জানলা খোলার শব্দ কিছু কম শোনা যাচ্ছে না এই হেমন্তেও। নতুন সহস্রাব্দে যে সব কবি লিখতে এলেন, তাঁরাও কখনও না কখনও, এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা" অস্তিত্বের এই অনির্ণেয়তার দিকে সম্ভ্রম এবং বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়েছেন। কারণ জীবনানন্দ আজকের যুবক বা যুবতীটির অস্তিত্বের থেকেও, একেবারে বিচ্ছিন্ন কোনও মুহূর্ত তৈরি করেন না। বরং বিদ্যুতের মতো আহিত করেন অস্তিত্বের এমন প্রদেশ, যা সব সময় যুক্তির শাসন মানে না। যুক্তির ফাঁকের মধ্যে সে ঝাঁপ দেয়। শুধু নির্জনতাই তাঁর কবিতার ভূষণ, এই অতিকথাটি এ বার সরিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে বলে মনে হয়। তিনি আজকের যুক্তিপরম্পরার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুচকি হাসি হেসে যান পাঠকের দিকে চেয়ে... আহা, ঠোঁটচাপা সেই রহস্যময় হাসিটি! তাঁকে ঘিরে তৈরি নির্জনতার মিথকে খানখান করে দেয় তাঁরই বর্ণিত মোটরকার গাড়লের মতো কেশে। অস্থির, জটিল, যুদ্ধের মুখে দাঁড়ানো সন্ত্রাসী সময়ের সামনে দাঁড়ানো সে যেন ক্যাকোফনি এক। তথ্যপ্রযুক্তির পরম বিস্ফোরণের পর প্রতি অণুমুহূর্তে আমাদের উপর কামানের গোলার মতো তথ্য, ছবি, টেক্সট এসে খুঁড়ে দেখার সময় ও প্রয়োজন দু'টিই কমিয়ে দিচ্ছে। তার থেকে বেরিয়ে এক উড়োনদীর দেশে নিয়ে যায় জীবনানন্দের কবিতা আজকের পাঠককেও। নিয়ে যাচ্ছে সেখানে, যেখানে "মহীনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায় কার্তিকের জোছনার প্রান্তরে।" সেইখানে "যেখানে হাড়হাভাতে ও হাড় এসে জলে/ মুখ দেখে যতদিন মুখ দেখা চলে।"

কিছু শেখার জন্য আর কবিতার কাছে যে যাওয়ার দরকার নেই, তার জন্য যে দুর্দমনীয় গণমাধ্যম এবং অজস্র ডিজিটাল মঞ্চ আঙুলের ডগায়, তা আমরা জেনে গিয়েছি। তবুও "ধূসর পাণ্ডুলিপি" অথবা "বনলতা সেন" বা "সাতটি তারার তিমির"-এর সামনে গিয়ে আজও আহিত হচ্ছে কেন যুবক বা যুবতী পাঠক? আসলে ওই কবিতাবাহিত একটি স্পেল তাকে নিজের অস্তিত্বের নগ্ন মুহূর্ত, অসহায়তা, ভয়ের সামনে সটান দাঁড় করাচ্ছে। যে কোনও তাতণিকতা, সমাজবিজ্ঞানের স্পর্শদূরত্বের গবেষণা, ক্রমশ রহস্য ঝরিয়ে ফেলা যৌনতার অবিশ্রান্ত উৎসবের থেকে বেরিয়ে আসা স্পেল। "অন্ধকারের উৎস হতে উতারিত আলো"তে তাঁর বাপ-দাদারা বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু আজকের পাঠকও জীবনানন্দে পৌঁছে দেখছেন, আলোর উত হতে অন্ধকারকে। যা তাঁর সমসাময়িক ক্ষত এবং স্বপ্নের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতোই। কোনও সার্চ এঞ্জিনে যাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যা আসলে পাঠকের চেতনারই সম্প্রসারণ। জীবনানন্দের রেখে যাওয়া অজস্র অক্ষর ইশারা থেকে পাঠকের নিজস্ব নির্মাণের এক সূচনাপর্ব।

আলোচনার এই পর্বে থমকে গিয়ে তাঁর "ইতিহাসযান" কবিতার অংশটি নিজের মনে এক বার পড়ে দেখি। "সময় কোথাও/ পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয়, তবু/ সে তার বর্হিমুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে বলে/ মনে হয়, এরপর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।"

মনে রাখতে হবে, আজকের উন্মুখ পাঠক বা পাঠিকাটির কাছে কোনও খেলাই আর অজানা নয়। ভুবনায়নের ছোট্ট বারান্দাটিতে বসে পাশে কফির কাপ আর হাতে স্মার্টফোন নিয়ে পা দোলাচ্ছেন তিনি। তিনি ঘুরে এসেছেন দু'টি বিশ্বযুদ্ধ। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাফল্য ও ব্যর্থতা, বিপ্লব ও বোহেমিয়ানা, দিনবদলের আশা ও আশাভঙ্গ, দেশভাগ ও আজ পর্যন্ত গড়িয়ে চলা ধর্মীয় ঘৃণার আলকাতরা, কার্বনক্লান্ত বুড়ি পৃথিবীর মায়া। তিনি পেরিয়ে এসেছেন গুলাগ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন, কেজিবি-সিয়া-র ঠান্ডা যুদ্ধ। হাজার বছর ধরে পথে হেঁটেছে সেই আগ্রহী পাঠক বা পাঠিকাটিও আজকের অনন্য প্রযুক্তির প্রসাদে। এ বার তার সময় এসেছে নিজের দিকে তাকানোর। ধ্বংস এবং সৃষ্টির বীজ ও দ্বন্দ্বকে নিজের ভিতর থেকে বুঝে নেওয়ার। অর্থাৎ "অন্তর্দীপ্ত" হওয়ার। যাকে শঙ্খ ঘোষ জীবনানন্দ প্রসঙ্গেই "অন্তর্যানী" নামে ডেকেছেন। আত্মার লেজুড় হয়ে থাকা হর্ষ ও বিষাদ, ধ্বংসের বীজ, কাম ও নিষ্ঠুরতা না জানলে আর বর্হির্বিশ্ব তাঁকে নতুন করে কী দিতে পারবে? জীবনানন্দের "মাল্যবান" উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনাসূত্রে তাঁর "দণ্ডিত জীবনের সাক্ষ্য" নিবন্ধে যে কথাগুলি বলছেন সাহিত্যিক রবিশংকর বল, "মানুষের জীবনের অনেক বড় বড় ঘটনা সূর্য, চাঁদ, অনেকানেক গ্রহ, চারপাশের প্রকৃতি, ইতিহাস সবই এসেছে বাংলা উপন্যাসে। কিন্তু মানব জীবনের একেবারে অণু-পরমাণু স্তরের তার আকাঙ্ক্ষা-কামনা-স্বপ্নের যে বাস্তবতা, যাকে খালি চোখে দেখা যায় না, এমনকী অণুবীক্ষণেও ধরা যায় না সম্পূর্ণত, তাকেই আমরা দেখলাম জীবনানন্দের এই উপন্যাসে।... জীবনানন্দের রচনা এ কারণেই আমার কাছে বাংলা সাহিত্যের কোয়ান্টাম বিপ্লব, সে আমাকে আমার কাছেই ফিরতে বলে, ফিরে ফিরে দেখতে বলে আমার নিজের ভিতরেই, আমার স্বপ্ন-কামনা-আকাঙ্ক্ষার ভিতরে, যার স্বরূপ না বুঝলে আমি নিজেকে বুঝতে পারব না, কোনও সমাজদর্শন, রাজনৈতিক তত্ত্ব আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। অথচ আমার অস্তিত্বের এই কোয়ান্টাম জগতএখনও কত ধোঁয়াশা, যার বেশিরভাগ প্রশ্নেরই উত্তর আমরা জানি না, তাই আমরা

> জীবনানন্দের শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে এক জন, কবি অরবিন্দ গুহ লিখেছিলেন, শ্মশানে যাওয়ার পথেই নাকি পড়েছিল সেই জায়গাটি, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ট্রামলাইনের সেই জায়গা জুড়ে ঘাস শান বাঁধানো কলকাতায় তাঁর মৃত্যুর মঞ্চ প্রস্তুত করেছিল। যে ঘাসের প্রতি তাঁর টান ছিল আমরণ।

দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই/ চারিদিকে মহাপুরুষের উক্তি কোলাহল করে।" এই সূত্রেই আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হচ্ছে নিবন্ধে। "এ সেই দণ্ড, যা আমাকে সবসময় মুখশ্রী থেকে মুখোশের কাছে নিয়ে যায়? নাকি এই দণ্ড একইসঙ্গে আমার সভ্যতাজাত, যে কেবলই আমাকে নিজের সব কথা লুকিয়ে রাখতে বলে, আমাকে জোসেফ কে বা রাসকলনিকভের নিয়তির দিকে ঠেলে দেয়।"

আজকের এই ছন্ন জটিল অনিশ্চিত সময়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মন্দা আর অসুখের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের মধ্যে বাস করে, অতীতের গ্রামজীবনের ছায়াঘেরা শহুরে কৌম জীবন থেকে নির্বাসিত একলা মানুষটির কানের কাছে এসে জীবনানন্দ ফিসফিস করে বলেন নিজের কথা বলো। বলো সেই সব শীতরাতের কথা, যখন "আলো-অন্ধকার, সূর্য শিকরে বাজ, গণিকাগণ, উতলার অট্টহাসি, সমুদ্রশব্দ, রক্তশব্দ, অফুরন্ত শীত রাতের প্রবাহের রোল" শোনা যায়। এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে সঙ্কেত করেছেন কবি ও প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ। জীবনানন্দের কবিতায়, উপন্যাসে গল্পে "সময়" শব্দটি ঘুরেফিরে আসে। কিন্তু এই সময় কোন সময়? শঙ্খের কথায়, "আমরা বেঁচে আছি আমাদের সমকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে, এও এক সময় কিন্তু এ হল এক ব্যক্তিকাল। জীবনানন্দের শব্দ ব্যবহার করে বলা যায়, আরো একটু অন্তর্যানী হয়ে ওঠে যখন আমাদের মন, তখন এই ব্যক্তিকালকে দেখি অন্য একটা সময়ের মধ্যে ভাসমান, তাকে বলা যায় মানবকাল... সে হল এক ইতিহাস। কিন্তু আরো একটু অন্তর্যানী হলে তবেই শুধু অনুভব করা যায়, অনুভব করতে হয় বিশ্বজাগতিক অনাদ্যন্ত কালপ্রবাহের মধ্যে আমাদের বিম্ব অবস্থান ভঙ্গুর, ভারাতুর, ভীতিময়, আবার একইসঙ্গে রঞ্জিত রহস্যাতুর রতিময় আবার তার ধারক সেই প্রবাহ হল এক বিশ্বকাল।"

জীবনানন্দ এই তিনটি সময়ের মধ্যেই বসবাস করেন স্বচ্ছন্দে। নিবিষ্ট পাঠককেও করান। এবং উল্লেখযোগ্য তাঁর নিজেরই কথায়, ওই তিন কালের মধ্যে কেউই কাউকে ছাপিয়ে বিশেষ মুখ্য হয়ে ওঠে না। মহাবিশ্বের ইশারার থেকে উৎসারিত সময় চেতনার সঙ্গেই থাকে থ্যাঁতলানো ইঁদুরের অথবা লাশকাটা ঘরে শুয়ে থাকার তাতণিকতা। এই তিন সময়ের মধ্যেই এই দণ্ডিত অস্তিত্বটির খেলা শেষ পর্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণও বটে। বড় ঘটনার কেন্দ্র থেকে তা কবিকে সরিয়ে নিয়ে যায় মার্জিনে। কারণ এই উন্মোচনের স্বর, ঘটনার কেন্দ্রে বসে বলা যায় না, কিনার থেকেই তা দেখতে ও বলতে হয়। এই কবির নবীন পাঠকও নিজের মতো করে জেনে যান, "আমরণ কেবলই বিপন্ন হয়ে চলে/ তার পর যে বিপদ আসে/ জানি/ হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস,/ এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।" সে ঘুমিয়ে পড়ার আগে জেগে ওঠে "অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।"

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে "পরিচয়" পত্রিকায় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের "আধুনিক বাংলা কবিতা" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ "আধুনিক কবিতা" শব্দদ্বয় যে এর পর হয়ে উঠবে শঙ্কর-জয়কিষাণ, বা লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালের মতোই অবিচ্ছেদ্য! বস্তুত সেই প্রবন্ধটিতেই নির্দেশ পাওয়া গেল যে, ঐতিহ্য এবং সমসময়ের সচেতনার মধ্যে সংযোগ বিরোধ দ্বন্দ্ব ও সংরাগে বাংলা কবিতার সিদ্ধি। এই সময়েই প্রকাশিত হল, "আধুনিক বাংলা কবিতা" সঙ্কলনগ্রন্থটি। সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই নাম থেকেই "আধুনিক কবিতা" নামটি পাকাপোক্ত হয়ে গেল। আজও যা বহমান, আধুনিকতার মাত্রা, স্তর এবং লক্ষণের পরিবর্তন সত্ত্বেও।

সম্পাদকদ্বয় আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ দু'টি পৃথক ভূমিকায় ততর হয়েছিলেন আধুনিকতার চরিত্র ও যুগলক্ষণ বোঝাতে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, ওই বইয়ে দুই সম্পাদকের আলোচনাতেই উল্লেখযোগ্য ভাবে বাইরে (মার্জিনের) থেকে গিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ, যাঁর কবিতা থেকেই কিনা স্বাধীনতা-পরবর্তী কাব্যস্বর নির্ণীত হয় আজ। জীবনানন্দের কবিতাকে কোনও ফ্রেমেই বাঁধানো সম্ভব হয়নি তখন। ওই বইয়ের প্রথম প্রকাশের চোদ্দো বছর পরে আধুনিক বাংলা কবিতার নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায়। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিতা তত ক্ষণে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক বিতর্ক, স্বাধীনতার স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গ, মননধর্মিতার মতো চিহ্নগুলি ক্রমশ ফুটে উঠছে কবিতার ত্বকে। সেখানে সগৌরবে জায়গা করে নিয়েছেন জীবনানন্দ।

জীবনানন্দের কাব্যজীবনের আঁতুড়ঘর, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন, পরিণত মননের বেলা অবেলা কালবেলাকে একটু দেখে নিতে হবে এখন। পৃথিবীব্যাপী মহাসমর করাল মুখ দেখাচ্ছে, ভারতের আকাশে নেমে এসেছে মন্বন্তরের ছায়া। এই মিশ্র অভিঘাত, এই সময়ের কবিতাকে কম বেশি প্রভাবিত করেছে। চল্লিশের দশকের কবিদের একটা বৃহৎ অংশকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে রাজনীতিতে। আবার এই বৃহৎ অংশের বৃহৎ অংশকে চুম্বকের মতো টেনেছে বামপন্থী রাজনীতি। ১৯৪০-এর গোড়ায় অর্থাৎ স্বাধীনতার সাত বছর আগে জগদীশ ভট্টাচার্যকে তাঁর পত্রিকা "বৈজয়ন্তী"র প্রাপ্তি জানিয়ে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, "আজকালকার হৃদয়হীন দলাদলির দিনে আপনারা নিজের বুকের উপর হাত রেখে সাহিত্যবিচার করতে সচেষ্ট দেখে আমি প্রীত হয়েছি।"

১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বালিগঞ্জমুখী একটি ট্রামের ধাক্কায় গুরুতর ভাবে আহত হওয়ার আগে পর্যন্ত জীবনকালে সাতখানি কাব্যগ্রন্থে সাকুল্যে ১৬২টি কবিতা জীবনানন্দ গ্রন্থবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। ১৯৬১-তে তাঁর নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে, "বেলা অবেলা কালবেলা"। যার মুখপাতে অশোকানন্দ লেখেন, ১৯৩৪ থেকে ১৯৫০-এর কবিতা নিয়ে কবি নিজেই পাণ্ডুলিপি তৈরি করে গিয়েছিলেন এবং গ্রন্থনামটিও নিজের দেওয়া। আগের বা মধ্যকালের লেখা থাকলেও "সাতটি তারার তিমির"-এর উত্তরপর্বের কাব্য পরিণাম রয়েছে এতে। আরও আট বছর পরে ১৯৬৯-এ সিগনেট প্রেস মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "মহাপৃথিবী"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই বইতে থাকে নতুন কবিতা। বাংলা কবিতার পঁচাত্তর বছরের যাত্রাপথের এই উতস্থল যে এখনও শুকিয়ে যায়নি, তা এই গ্রন্থের কবিতা থেকে বোঝা সম্ভব।

"পালক", "ধূসর পাণ্ডুলিপি", "বনলতা সেন", "মহাপৃথিবী" পার হয়ে "সাতটি তারার তিমির"-এ পৌঁছলেন জীবনানন্দ। স্বাধীনতার বয়স তখন এক। এক মহাঘোর সময়ের কবিতা সঙ্কলিত হল এই পরম আশ্চর্য গ্রন্থটিতে। অন্ধকার থেকে মানবচেতনার আলো খুঁজতে একটি নিষ্কম্প প্রদীপ হাতে লেখা হল এই বই। আধুনিক মানুষের নিজের অর্জন করা ব্যর্থতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালি থেকে উঠে দাঁড়াল অক্ষর "আমাদের হাড়ে এক নির্ধুম আনন্দ আছে জেনে/ পঙ্কিল সময়স্রোতে চলিতেছি ভেসে।" সময়-যন্ত্রণাকে শনাক্ত করে এঁকে ফেললেন জীবনানন্দ। মোটরকারের গাড়ল-কাশির কথা আগেই বলা হয়েছে। আমরা লিবিয়ার অরণ্যসদৃশ এক কলকাতার ছবি এ বার পাচ্ছি। "রাত্রি" কবিতায় হাইড্র্যান্ট এবং কুষ্ঠরোগী এই দুই প্রতীকের মাধ্যমে চিরপ্রশান্তির জগতে ভয়াবহ ধাক্কা দিলেন তিনি, যে প্রশান্তি বয়ে এসেছিল বিগত শতকের নবজাগরণ থেকে।

আর সেই "সাতটি তারার তিমির" কাব্যগ্রন্থে বাংলা কবিতার এমন এক শীর্ষবিন্দু রচনা করলেন এই কবি, যা তার আগে পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে এক পিরামিড গড়লেন যেন। হাহাকার থেকে ঠোঁট-টেপা এক নৈঃশব্দ্যে পৌঁছলেন যেন। সেই বহমান পঙ্কিল সময়ের গরল আর অমা ভিতরে নিয়ে, কলকাতা শহরের নিশি-চলচ্চিত্র অক্ষরবৃত্তে ঢালাই করলেন যেন। যেখানে সুস্থতা নেই, লাবণ্য নেই, বিকার আছে। মায়াবী গ্যাস-বালবের অস্পষ্ট আলোয় ফিয়ার্স লেন, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে পৌঁছল তাঁর কবিতা। বহু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং বাইরে থেকে আসা নারী, যারা গলিত হতে হতেও উর্বশী হয়ে থেকে যেত সেই কলকাতায়। শিকার ও শিকারীর পারস্পরিক উত্তেজনায়, শ্বাসাঘাতে ভরে উঠছে তখন বাংলা কবিতা তাঁর হাতে।

জীবনানন্দের চল্লিশ দশকের কলকাতার সঙ্গে উনিশ শতকীয় প্যারিসের হয়তো কিছু সাদৃশ্য ছিল। কলকাতা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে কসমোপলিটান। কিছু উজবুক ভাগ্যান্বেষী, কতিপয় সন্দেহভাজন অন্যদেশি, বেশ কিছু আমেরিকান সেনার গোলমেলে উপস্থিতিতে এই শহর জীবনানন্দকে অন্য রকম সন্দর্ভের সন্ধান দিল যা তাঁর পূর্ববঙ্গের মফস্সল বরিশাল অর্থাৎ "রূপসী বাংলা"-র নয়। বরিশালে তাঁর স্থায়ী আশ্রয় ও গৃহ ছিল, কিন্তু কলকাতায় তাঁর আশ্রয় কখনও উত্তরের মেসবাড়িতে কখনও দক্ষিণের ভাড়াবাড়িতে।

সত্যজিতরায় যে ভাবে লীলাকে কলকাতা শহর দিয়ে প্রতিস্থাপিত করেছেন "অপরাজিত"তে, জীবনানন্দের শহর সে রকম নয়। তা আলোকপ্রাপ্তির বহু দূরে; এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন ভীতিতরঙ্গ। উপনিষদ বলেছিল অমৃতময় প্রবাহের কথা। কিন্তু জীবননানন্দ বললেন, রণদর্পী অ্যাটিলা থেকে মুসোলিনি হিটলার তোজো-র যাত্রাপথের কথা। বললেন, সভ্যতার শত্রু এবং পণ্য হয়ে যাওয়া নারীদের কথা, ফিরিঙ্গি যুবক ও লোল নিগ্রোর কামকলা। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৫ সালের সার্বিক নগরপতনের সামনে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ রাত্রির আঁধারের জান্তবতাকে দেখলেন। "কবিতার কথা" গ্রন্থের "সত্য বিশ্বাস ও কবিতা" প্রবন্ধে বললেন, "সে রকম বিপ্লব পৃথিবীর কোনো জায়গায় এক আধটা ঘটে থাকলেও তারাও খুব ভালো করে শেষরক্ষা করতে পারে নি...আমরা এখনো কোনো বিপ্লবের যুগে বাস করছি না...।"

আর তাই শহর হয়ে উঠছে লিবিয়ার জঙ্গলের মতো, রাস্তা হয়ে উঠছে খোলা হাইড্র্যান্ট। এই বিপুল অন্ধকার পাঁজরে নিয়ে ভাষার এক অনন্য শতজল ঝরনার ধ্বনি শোনাতে লাগলেন তিনি। যে ভাষা নির্মমতার ভাষা, কখনও নৈঃশব্দ্যেরও। লোরকার যেমন নিউ ইয়র্ক, বোদল্যেয়রের প্যারিস, দান্তের ইনফার্নো তেমনই জীবনানন্দের কলকাতাকে আমরা মুখর হয়ে উঠতে দেখলাম এই বইয়ে। এমন এক শহর তিনি লিখলেন, যা তাঁর সমকালীন অ-পশ্চিমি দুনিয়ায় কেউই লেখেননি। "হৃদয়, অনেক বড়ো বড়ো শহর দেখছো তুমি" এই শহর এক উত্থিত ভীতিতরঙ্গ; কোনও নির্দিষ্ট ভূগোল নয়, বাস্তব-অতিরিক্ত এক পরিবেশ তিনি গড়ে তুললেন।

"সাতটি তারার তিমির" কাব্যগ্রন্থে "বিভিন্ন কোরাস" কবিতায় জীবনানন্দ বলছেন, "বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী/ চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে/ খণ্ডহীন মণ্ডলের মতো বেলোয়ারি।" জীবনানন্দ এই সব "জীর্ণ নরনারী"দের সূর্য এবং সূর্যোদয়-শাসিত জীবনের গল্প বলতে গিয়ে ক্রমশ বুঝতে পারলেন যে, প্রবাহিত অন্ধকারকে বাদ রেখে মানব গল্পের কোনও সার্থকতা নেই। কবি জহর সেনমজুমদার তাঁর "বাংলা কবিতা: মেজাজ ও মনোবীজ" গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন, এই অনিবার্য ঘুম এবং জাগরণ হয়ে উঠছে তাঁর সৃষ্টির দ্বন্দ্ব। অনুভবের প্রক্রিয়ায় বার বার পাশাপাশি এসে দাঁড়াচ্ছে তারা। আধুনিক সমাজের ভাঁড় বিদ্রোহ, নষ্ট শসা চালকুমড়োর পরিণতি যে জীবনের, সেখানে ঘুমকে তিনি বার বার ব্যবহার করেছেন অস্ত্র হিসাবে। তাঁর কবিতায় "রক্তিম গির্জার মুণ্ড" দেখতে পাই যার অন্তরালে রয়েছে লাশকাটা ঘরের সেই ভয়াবহ ঘুমের আমন্ত্রণ। থেকে যাচ্ছে পেঁচার জাগরণ, সতর্কতার উষ্ণ অনুরাগ। মৃতের গল্প শোনাতে শোনাতে জীবনানন্দ পেয়ে যাচ্ছেন জীবনের প্রচুর ভাঁড়ারের সন্ধান। চার পাশে আবছায়া নৃমুণ্ড, নরকের মেঘ, শাঁখচুন্নি ভিখারির তুড়ি। এই সবের মধ্যে আধো জাগরণের মতো তাঁকে দু'দণ্ড শান্তি দিচ্ছে নাটোরের বনলতা সেন! এই মহাপৃথিবীতে জীবনানন্দ নিজের সত্তার দিকে ফিরে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হন, "অনেক গহন ক্ষতি/ আমাদের ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে হারায়েছি আনন্দের গতি;/ ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যত বর্তমান এই বর্তমান/ হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের বেদনার আমরা সন্তান?"

সত্তর বছর আগের এক হেমন্তসন্ধ্যায় নিয়তিতাড়িত একটি ট্রাম রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ঘাস চিরে এগিয়ে এসেছিল। দেশপ্রিয় পার্ক পেরিয়ে হঠাত সে রূপান্তরিত হয় ইতিহাসযানে। প্রাবন্ধিক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লেখেন, ...এ ভাবে এক দিন দিনাবসানে এক রেস্তোরাঁয় জঁ ককতোর অরফিউস জিজ্ঞেস করেছিলেন "আমার কী করা উচিত? আমি কি মারপিট শুরু করব?" একজন ভক্ত সবিনয়ে অনুরোধ করে "বিস্মিত কর আমাদের।" জীবনানন্দ "শেলী কাফে"র সামনে কিয়স্কের পাশে থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠেঁটে পড়ে থেকে আমাদের বিস্মিত করে রেখে গেলেন চিরদিনের মতো। লেখক সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী নন। আমার মনে হয় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতোই স্বর্গাভিযান তাঁর। যখন যুধিষ্ঠির পাশা খেলায়, তখন তিনি মোহে আচ্ছন্ন। ভাষাশিল্পীও সে রকম শাপগ্রস্ত। সত্য আর নিয়তি, বলা ভাল, মৃত্যু আর স্বপ্নের মধ্যে ভূতগ্রস্ত তিনি সর্বনাশের আশায়
চেয়ে থাকেন।"

জীবনানন্দের শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে এক জন, কবি অরবিন্দ গুহ লিখেছিলেন, শ্মশানে যাওয়ার পথেই নাকি পড়েছিল সেই জায়গাটি, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ট্রামলাইনের সেই জায়গা জুড়ে ঘাস শান বাঁধানো কলকাতায় তাঁর মৃত্যুর মঞ্চ প্রস্তুত করেছিল। যে ঘাসের প্রতি তাঁর টান ছিল আমরণ। দমফাটা অট্টহাসি ঠোঁটে চেপে শুয়ে, পরি-পাওয়া তাঁর পূর্বপুরুষের মতো যেখানে তিনি শুয়ে ছিলেন হেমন্তের রাতে। যেখানে হাজার বছর খেলা করছে অন্ধকারে। জোনাকির মতো।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

9-11-20.pmd 1 11-11-2025, 01:03

সোমবার আগরতলা শিববাড়ি এলাকা পরিদর্শন করেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত।

বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে', অভিযোগ বিএনপির

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ১০ নভেম্বর: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন, দেশের ইতিহাস থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে।

সোমবার নিজ জেলা ঠাকুরগাঁও-তে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন, "মনে হচ্ছে আমরা যেন দেশের জন্য কিছুই করিনি, সব কৃতিত্ব দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ২০২৪ সালের আন্দোলনকে। ২০২৪ ভুলে যাওয়া যাবে না, কিন্তু ১৯৭১-এ নিহত হাজারো শহীদকেও আমরা ভুলতে পারি না।"ফখরুলের অভিযোগ, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী এক শ্রেণির মানুষ আবারও ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে দেশ দখলের চেষ্টায় নেমেছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "নির্বাচন বানচাল করার ষড়যন্ত্র চলছে। নির্বাচন বিলম্বিত হলে দেশ মারাত্মক সংকটে পড়বে।"এদিকে, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র প্রধান সমন্বয়ক নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারী বলেছেন, বিএনপির রাজনৈতিক পরিণতি শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের মতোই হবে। ঢাকার সুপ্রিম কোর্ট বারে "জুলাই চার্টার: বাস্তবায়নের পথরেখা" শীর্ষক আলোচনায় তিনি বলেন, "বিএনপির শেষের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে মৃত্যুঘণ্টা আরও জোরে বাজছে।" তিনি অভিযোগ করেন, "রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়ে গেছে। অবরোধ, অগ্নিসংযোগ চলছে। এই নির্বাচনে বড় খেলা হবে। দেখা যাক, মনোনয়ন বাণিজ্য কত দূর যায়।"অন্যদিকে, এনসিপি-র দক্ষিণাঞ্চল সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ কুমিল্লায় এক সভায় বলেন, "আমরা এমন একটি সংসদ চাই যা প্রো-বাংলাদেশ, অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ও "ভারতীয় আধিপত্যবিরোধী।" কুমিল্লার ১১টি আসনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হবে।"

মুম্বই থেকে কলকাতা যাওয়া স্পাইসজেট ফ্লাইটে জরুরি অবতরণ, যাত্রীরা সবাই নিরাপদ

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : রবিবার রাতের দিকে মুম্বই থেকে কলকাতা যাওয়া স্পাইসজেটের একটি ফ্লাইট জরুরি অবতরণ করেছে। ফ্লাইটের একটি ইঞ্জিনে প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেওয়ায় এটি অবতরণ করতে বাধ্য হয়, তবে সবাই নিরাপদে রয়েছে। স্পাইসজেটের ফ্লাইট এসজি ৬৭০ কলকাতা বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করে এবং রাত ১১:৩৮ নাগাদ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়। বিমানটির সকল যাত্রী ও ক্রু নিরাপদে বিমানের বাহিরে বেরিয়ে আসে এবং কোনো ধরনের হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফ্লাইটটির ক্রু কন্টোল রুমে সতর্ক করে জানিয়েছিল যে কলকাতার দিকে নামার সময় বিমানের এক ইঞ্জিনে ত্রুটি ঘটে। এর পরই বিমানবন্দরে জরুরি সেবা, যেমন অগ্নিনির্বাপক ও উদ্ধার টিম, প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। তবে, বিমানটি সুরক্ষিতভাবে অবতরণ করতে সক্ষম হয়।

একজন বিমানবন্দর কর্মকর্তা সংবাদ মাধ্যমকে-কে বলেন, 'ফ্লাইটটি নিরাপদে অবতরণ করেছে এবং রাত ১১:৩৮ নাগাদ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়।'

এদিকে, সোমবার সকালে স্পাইসজেট একটি বিবৃতিতে জানায়, ফ্লাইটটির একটি ইঞ্জিনে 'প্রযুক্তিগত সমস্যা' দেখা দেয় নামার সময়। তবে, কোনো সমস্যা ছাড়াই বিমানটি অবতরণ করেছে এবং যাত্রীদের সুরক্ষিতভাবে বিমানের বাহিরে নামানো হয়েছে।

স্পাইসজেটের একজন মুখপাত্র জানান, '৯ নভেম্বর, মুম্বই থেকে কলকাতা যাওয়া ফ্লাইট এসজি ৬৭০ নামার সময় কলকাতা বিমানবন্দরে একটি প্রযুক্তিগত সমস্যা সম্মুখীন হয়। তবে, বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করেছে এবং সব যাত্রী ও ক্রু নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে।' এয়ারলাইনটি ত্রুটির প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি, তবে তারা নিশ্চিত করেছে যে বিমানের ইঞ্জিনিয়ারিং টিম ত্রুটির তদন্ত শুরু করেছে।

Secondary Education Department

PNIET No. 109 and 110/EE/ENGG. CELL/DSE/2025-26 on 06/11/2025

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 13/11/2025.

Sl. No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

No.F.17 (13-226/SE/ENGG/2025-26/ Dated, Agartala the 06/11/2025.

ICA/C/2888/25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

PNIe-T NO:- 54/EE-1/2025-26, Dated 04/11/2025

The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 24-11-2025 for 02 (Two) Nos. hiring of Vehicle along with Driver and Fuel. For details visit The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala or contact at Mobile No: 7004317429 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C/2883/25

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I,
PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class& Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 2(Two) Unit Additional Classroom at Surendranagar English Medium HS School, Hezamara Block under West Tripura District for the year 2025-26, Samagra Shiksha under Secondary Level. DNIeT-130/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 PNIeT No- 162/EE/ENGGCELL/SAMAGRA/25-26	₹ 60,70,840.00	₹1,21,417.00	240 days	24/11/2025 at 3.00pm	25/11/2025 at 3.00pm	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 2(Two) Unit Additional Classrooms at Rajnagar Gandhigram High School, Bamutia Block under West Tripura District for the year 2025-26. Samagra Shiksha under Secondary Level. DNIeT-131/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 PNIeT No- 163/EE/ENGGCELL/SAMAGRA/25-26	₹ 60,70,840.00	₹1,21,417.00	240 days	24/11/2025 at 3.00pm	25/11/2025 at 3.00pm	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-2892/25

(Er.B Ch. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

উত্তর প্রদেশে সকল স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে "বন্দে মাতরম" গাওয়া বাধ্যতামূলক ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ

গোরখপুর, ১০ নভেম্বর : সোমবার "একতা যাত্রা" এবং "বন্দে মাতরম" গণগান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা করেছেন যে রাজ্যের সকল স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে "বন্দে মাতরম" গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'জাতীয় সঙ্গীত "বন্দে মাতরম" প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, উত্তর প্রদেশের প্রতিটি স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এটি গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে।'

এই ঘোষণাটি এমন সময়ে এসেছে, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লিতে "বন্দে মাতরম" এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য একটি বছরব্যাপী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানটি ৭ নভেম্বর, ২০২৪ থেকে ৭ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে, যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে "বন্দে মাতরম" এর অবদান এবং জাতীয় একতার প্রতীক হিসেবে এর গুরুত্ব তুলে ধরবে।

"বন্দে মাতরম" কবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত একটি অমর কাব্যগীতি, যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর, "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায়, এবং এটি কবির উপন্যাস "আনন্দমঠ" এর অংশ হিসেবে আসে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই গানের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় একতা ও দেশপ্রেমের এক বিশেষ আবহ তৈরি হয়েছিল।

প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের তীব্র মন্তব্য, বিচারকদের বিরুদ্ধে কেলেঙ্কারি অভিযোগের বিরুদ্ধে সতর্কতা

নয়া দিল্লি, ১০ নভেম্বর : বিচারকদের বিরুদ্ধে কেলেঙ্কারি অভিযোগ তোলার বাড়তে থাকা প্রবণতার প্রতি সোমবার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। তিনি বলেছিলেন, যখন একটি পক্ষ বা অন্য পক্ষের অনুকূলে আদেশ না দেয়া হয়, তখন বিচারকদের বিরুদ্ধে এই ধরনের কুৎসিত অভিযোগ তোলা একটি ক্ষতিকর অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধান বিচারপতি, যিনি ২৩ নভেম্বর পদত্যাগ করবেন, এ দিন সুপ্রিম কোর্টে একটি অবমাননার মামলার শুনানি করছিলেন, যার সাথে সম্পর্কিত ছিল এন পেড্ডি রাজু নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে টেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারক মাউশুমি ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য করা। সিনিয়র আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে আদালতে জানান যে, টেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারক রাজুর ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করেছেন, যার পর আদালত মামলাটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে, প্রধান বিচারপতি গাভাই স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তিনি এই বিষয়টি নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন, 'এমন অভ্যাসগুলি শক্তভাবে নিন্দা করা উচিত।' তিনি আরও বলেন, 'এই আদালত ১৯৫৪ সাল থেকেই লক্ষ্য করেছে যে, আইনজীবীরা, যারা আদালতের কর্মকর্তা, আদালতের প্রতি একটি দায়িত্ব পালন করেন। আইন বা বিচার ব্যবস্থার মর্যাদা শুধু শাস্তিতে নয়, ক্ষমা প্রদানে নিহিত থাকে। এবং যেহেতু টেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারক, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তিনি ক্ষমা গ্রহণ করেছেন, তাই আমরা আর কোনো পদক্ষেপ নেব না।' তবে, প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, 'তবে, আমরা এই বিষয়টিকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আদালতের কর্মকর্তা হিসেবে আইনজীবীদের বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।' জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্ট টেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারককে নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য করার জন্য রাজু এবং তার আইনজীবীদের

Directorate of Handloom, Handicrafts & Sericulture

Invitation

Distribution of Yarn under
Chief Minister's Tribal Women Weavers Development Programme
During the year 2025-26

A Distribution Programme of Yarn under Chief Minister's Tribal Women Weavers Development Programme will be held on 11th November, 2025 at 4.00 pm at Basundhara Banu Chetana Kendra, Manubazar, Sabroom, South Tripura District.

Inaugurator & Chief Guest
Prof. (Dr.) Manik Saha
Hon'ble Chief Minister, Tripura

Guest of Honour
Sri Bikash Debbarma
Hon'ble Minister, Tribal Welfare, HH&S etc. Deptts., Govt. of Tripura

Special Guest
Sri Dipak Datta
Hon'ble Sabhadhipati, South Tripura Zilla Parishad
Sri Mailafru Mog
Hon'ble Member of Tripura Legislative Assembly, Manu AC
Muhammad Sajad P., IAS
District Magistrate & Collector, South Tripura District

President
Sri Kangjaong Mog
Hon'ble Member of District Council, TTAADC

Your kind presence is earnestly solicited.

ICA/D-1305/25

Ajit Sukla Das, IAS
Director
HH&S, Govt. of Tripura

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে প্রথম প্রি-বাজেট পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

নয়া দিল্লি, ১০ নভেম্বর : আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রস্তুতির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে প্রথম প্রি-বাজেট পরামর্শ সভা চেয়ার করেছেন।

এ সভায় অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তরের সচিব, সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তরের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই পরামর্শ সভা দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে।

এ সভার পর, বিকেল ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত কৃষিবিদ ও কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এগুলো হল প্রতি বছরের মত বাজেট প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের তরফে আয়োজিত প্রি-বাজেট আলোচনার প্রথম দফা। প্রি-বাজেট মিটিং হচ্ছে একটি পরামর্শ ও আলোচনা প্রক্রিয়া, যেখানে সরকারী কর্মকর্তারা এবং অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বাজেটের খসড়া তৈরি করেন। এই পরামর্শ সভাগুলি বাজেট প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন পক্ষ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং বাজেটের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করা হয়, যা পরে সংসদে উপস্থাপন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভুটানে দুই দিনের সফর, পুনতসাংছু-২ হাইড্রোইলেকট্রিক প্রকল্প উদ্বোধন করবেন

থিম্পু, ১০ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল ভুটানে দুই দিনের সরকারি সফরে যাচ্ছেন। সফরের সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ভুটানের রাজা জিগমে খেসার ন্যামগ্যেল ওয়াংচুক একযোগে ১০২০ মেগাওয়াট পুণতসাংছু-২ হাইড্রোইলেকট্রিক প্রকল্প উদ্বোধন করবেন।

এই প্রকল্পটি ভারত ও ভুটান উভয়ের যৌথ উদ্যোগে বিকশিত হয়েছে এবং এটি দুটি দেশের শক্তি খাতের মধ্যে সহযোগিতার একটি বড় উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সফরের সময় ভুটানের চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুকের ৭০তম

ভারত ও সৌদি আরব ২০২৬ সালের জন্য দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তি স্বাক্ষর, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৫ জন ভারতীয় হাজী আসবেন

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : রবিবার ভারত এবং সৌদি আরব ২০২৬ সালের জন্য তাদের দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার মাধ্যমে ভারতীয় হাজীদের জন্য মোট ১, ৭৫,০২৫ জনের কোটা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ভারত সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী এবং সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সৌদি আরব সফরের সময়, যা ৭ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলেছিল।

চুক্তিটি সৌদি আরবের মক্কা শহরের জেদ্দায় কিরেন রিজিজু এবং সৌদি আরবের হজ ও উমরা মন্ত্রী ড. তাওফিক বিন ফাওজান আল-রাবিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর স্বাক্ষরিত হয়। উভয় পক্ষ ২০২৬ সালের হজের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করে এবং ভারতীয় হাজীদের জন্য আরও উন্নত সমন্বয়, লজিস্টিকস, এবং সুবিধা উন্নত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করে। একটি পোস্টে কিরেন রিজিজু বলেন, 'ভারত-সৌদি আরব সম্পর্ক আরও গভীর করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ড. তাওফিক বিন ফাওজান আল-রাবিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং হজ চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। ২০২৬ সালের জন্য ভারতীয় হাজীদের জন্য ১,৭৫, ০২৫ জনের কোটা নিশ্চিত হয়েছে। আমাদের আলোচনা উভয় দেশের মধ্যে একটি নিরাপদ, সহজ এবং আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ হজ যাত্রা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।' বৈঠকের সময়, পরিবহন, আবাসন এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা উন্নত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে হাজীদের জন্য একটি আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করা যা।

রিজিজু, তার সঙ্গে আসেম আর. মহাজন, অতিরিক্ত সচিব (গালফ) এবং রাম সিং, যুগ্ম সচিব (হজ) সহ, সৌদি আরবে ভারতীয় দূতাবাস এবং জেদ্দায় ভারতীয় কনস্যুলেটের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকও করেন। তিনি সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করার জন্য তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন, যাতে হাজীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। সফরের সময়, কিরেন রিজিজু জেদ্দা এবং তায়িফে অবস্থিত হজ ও উমরা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলি পরিদর্শন করেন, যার মধ্যে টার্মিনাল ১ এবং হারামাইন স্টেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ভারতীয় প্রবাসীদের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করেন।

এছাড়া, মন্ত্রী সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আরো উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন, যাতে আগামী বছরগুলিতে ভারতীয় হাজীদের জন্য নিরাপদ ও সুবিধাজনক হজ যাত্রা নিশ্চিত করা যায়।

৫৬তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব গোয়ায় ২০-২৮ নভেম্বর: প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি

গোয়া, ১০ নভেম্বর : ৫৬তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফআই) এই বছর ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত গোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই উৎসবে বিশ্বের নতুন, প্রতিভাবান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রতিভা তুলে ধরতে "বেস্ট ডেবিউট ফিচার ফিল্ম অফ এ ডিরেক্টর" প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে, যেখানে প্রথমবারের মতো সিনেমা পরিচালনা করা সাতজন নির্মাতা অংশগ্রহণ করবেনপাঁচজন আন্তর্জাতিক এবং দুইজন ভারতীয়।

এই বছর, উৎসবে ৮১টি দেশের ২৪০টিরও বেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে, যার মধ্যে ১৩টি বিশ্বপ্রিমিয়ার, ৪টি আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার এবং ৪৬টি এশিয়ান প্রিমিয়ার থাকবে। এবারের উৎসবে ১২৭টি দেশের ২, ৩১৪টি চলচ্চিত্র জমা পড়েছে, যা আইএফএফআই-এর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব হিসেবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে নির্দেশ করে।

বেস্ট ডেবিউট ফিচার ফিল্ম প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য হল নতুন প্রতিভাধর গল্পকারদের খুঁজে বের করা, যাদের প্রথম চলচ্চিত্রে একান্তভাবে নিজস্ব এবং বৈশিষ্ট্যময় সিনেমাটিক যাত্রা শুরু হয়। এই পুরস্কারটি অর্জনকারী পরিচালককে দেওয়া হবে একটি সিলভার পিককক, ১০ লক্ষ নগদ পুরস্কার এবং একটি সম্মাননা।

এ বছর, এই প্রতিযোগিতার বিচারক মণ্ডলী সভাপতিত্ব করবেন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরা, সহ-আছে অস্ট্রেলিয়ান সম্পাদক ও পরিচালক গ্রেইম ক্লিফোর্ড, জার্মান অভিনেত্রী ক্যাথরিনা শুটলার, শ্রীলঙ্কান চলচ্চিত্র নির্মাতা চন্দ্রন রুটনাম এবং ইংরেজ কাইনেম্যাটোগ্রাফার রেমি আদেফারাসিন।

এই বছর নির্বাচিত চলচ্চিত্রগুলির থিম এবং বিষয়বস্তু অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, যা বৈশ্বিক ও স্থানীয় গল্পের মেলবন্ধন ঘটায়। এদের মধ্যে রয়েছে কৈশোরের আবেগী দৃশ্যপট, সহনশীলতা এবং সামাজিক সংগ্রামের কাহিনিগুলি।

এস্তোনীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা টোনিস পিলের 'ফ্রাঙ্ক' একটি যুবক ছেলের গল্প, যে একাকীত্ব এবং হিংসার মধ্যে দিয়ে যায় এবং আঘাতের পর অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্ব খুঁজে পায়। স্প্যানিশ পরিচালক গেমা ব্লাসকোর 'ফিউরি' (লা ফুরিয়া) মেদেয়ার কাহিনির নতুন এক নারীবাদী দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করে, যেখানে এক জীবিত বেঁচে যাওয়া নারী তার স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধার করতে চায়।

জার্মান পরিচালক ক্রিস্টিনা টুরনাটজেসের 'কারলা' ১৯৬২ সালের একটি ঘটনা পুনরুদ্ধার করেছে, যেখানে এক ১২ বছরের মেয়ে তার বাবা বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে, যা গম্ভীর বাস্তববাদ এবং আবেগের নিখুঁত বিশ্লেষণ নিয়ে তৈরি।

ইরানি চলচ্চিত্র নির্মাতা হেসাম ফারাহম্যান্ডের 'রাহা' (মাই ডটারস হেয়ার) শ্রেণীভেদ এবং একজন পিতার চেষ্টা তুলে ধরে, যে তার শিশুর জন্য সুখ কেনার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৈতিক অসঙ্গতি এবং অবিচারের সম্মুখীন হয়।

মেক্সিকান পরিচালক এরনেস্টো মার্টিনেজ বুসিয়োর 'দ্য ডেভিল স্মোকস (এন্ড সেভস দ্য বার্নট ম্যাচেস ইন দ্য সেম বক্স)' একটি শৈশবের ভয় এবং কল্পনার অস্বাভাবিক অনুসন্ধান, যা চলচ্চিত্রের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করেছে।

ভারত থেকে দুইটি শক্তিশালী প্রথম চলচ্চিত্র উতবে অংশগ্রহণ করবে, যা মানবিক শক্তি এবং আত্ম-আবিষ্কারের কাহিনী তুলে ধরবে।

ত্রিবেণী রাইয়ের 'শেপ অফ মোমো', সিকিমে সেট করা এবং নেপালি ভাষায় নির্মিত, এটি একটি যুবতী মহিলার গল্প, যে তার পারিবারিক গণ্ডির বিরুদ্ধে নীরব প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই চলচ্চিত্রটি ক্যান, বুসান এবং সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে এবং এর কাব্যিক কাহিনী এবং অনুভূতিপূর্ণ চিত্রায়ণের জন্য প্রশংসিত হয়েছে।

শিবরাজ ওয়াইচালের মারাঠি ড্রামা 'আতা থাম্বায়চা নায়!' (এখন, থামানো যাবে না!) মুম্বাইয়ের স্যানিটেশন কর্মীদের জীবনের একটি বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে তৈরি, যারা আবার তাদের শিক্ষা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি শ্রমের মর্যাদা এবং জীবনের দীর্ঘদিনের শিক্ষা অনুসরণের গল্প, হাস্যরস এবং সহানুভূতির সঙ্গে।

আইএফএফআই দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র চলচ্চিত্র উৎসব, যা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি (এফআইএপিএফ) দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক ফিচার চলচ্চিত্র বিভাগে স্বীকৃত। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এটি বিশ্ব চলচ্চিত্রের একটি অন্যতম প্রধান মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে। ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর গোয়ায় অনুষ্ঠিত এই উৎসবটি ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং গোয়া সরকারের এনটারটেইনমেন্ট সোসাইটি অফ গোয়া (ইএসজি) এর সহযোগিতায় আয়োজিত হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তিরিশের আগেই পাকা চুল উঁকি মারছে?

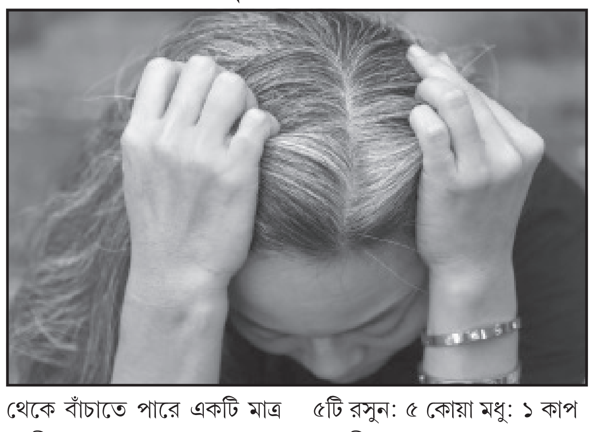

বয়সের তিরিশের কোঠা পেরোয়নি। অথচ এখনই চুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে সাদা চুল। বয়স বাড়লে চুলে পাক ধরবে। প্রকৃতির যা নিয়ম, তা হবেই। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই চুলের এই অকালপক্কতা সত্যি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। চুলে পাক ধরার বিষয়টি খানিকটা বংশগত। তবে পুরোটা নয়। কাজের অত্যধিক চাপ, মানসিক উদ্বেগ, চিন্তা, বাইরের খাবারের প্রতি অমোঘ টান কম বয়সে চুল পেকে যাওয়ার অন্যতম কারণ। অকালে চুলের পাক ধরা আটকাতে জীবন নিয়মে না বাঁধলে চলে না। কিন্তু সব সময় নিয়ম মেনেও তা আটকানো যায় না। তা হলে উপায়?

কম বয়সে চুল পেকে যাচ্ছে কেন, সেই কারণ খুঁজতে না বসে বরং সমাধানের পথ খুঁজুন। এই সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারে একটি মাত্র পানীয়। চুলের রং ফেরানোর পাশাপাশি যত্নও নেবে। পাকা চুলের সমস্যা অস্বস্তির কারণ হলে চুমুক দিতে পারেন এক বিশেষ পানীয়ে। কী সেই পানীয়? কী ভাবেই বা বানাবেন? এই পানীয় তৈরি করতে কী কী উপকরণ প্রয়োজন?

তিসির বীজ: ১ কাপ পাতিলেবু: ৫টি রসুন: ৫ কোয়া মধু: ১ কাপ

প্রণালী:

সব উপকরণ একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। মিশ্রণটি একটি কাচের বোতলে ভরে রাখুন। রোজ দু’বেলা খাওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে এক চামচ করে এই পানীয় খান। নিয়ম করে খেলে সুফল পাবেন। চুলে সহজে পাক ধরতে পারবে না।

কম বয়সেই কুঁচকে যাচ্ছে চামড়া?

একটা বয়সের পর চামড়া শিথিল হয়ে পড়ে। ত্বকের টানটান ভাবও চলে যায়। তার অন্যতম একটি কারণ হল ত্বকে কোলাজেনের পরিমাণ কমতে থাকা। ত্বক পরিচর্যায় কোলাজেন প্রোটিনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বয়স কোলাজেনের ঘাটতির একটি কারণ হলেও একমাত্র নয়। বাইরের খাবার দেদার খাওয়া, দূষণ, ধূমপান করার মতো কিছু অভ্যাস কোলাজেন উতাদনের হার অনেকটা কমিয়ে দেয়।

ফলে ত্বক শিথিলতা হারায়। ত্বকের জেল্লাও কমে যায় এর ফলে। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে তাই ভরসা রাখতে পারেন কয়েকটি খাবারের উপর।

মাছ

মাছে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি। তা ছাড়া জিঙ্ক ও কপারের মতো খনিজ পদার্থও থাকে। শরীরে কোলাজেন উতাদন করতে এই প্রকার খনিজের প্রয়োজন আছে। এগুলি কোলাজেন প্রোটিন ধ্বংস হতে বাধা দেয়। এর বাইরে মাছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটও থাকে, যা ত্বকের জেল্লা বাড়াতে যা দারুণ উপকারী। আনারস অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ আনারস যত্ন নেয় শরীরের। এতে জলের পরিমাণও অনেকটা বেশি। শরীরে জলের ঘাটতি মেটাতে আনারস দারুণ কার্যকর। ত্বকের প্রতিটি কোশ সচল রাখতেও আনারস কার্যকর। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আনারস, প্রত্যক্ষ ভাবে শরীরে কোলাজেন উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করে। শরীরে জমে থাকা টক্সিন বার করে দিয়ে ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে খেতে পারেন আনারস।

লেবুজাতীয় ফল

এই প্রকার ফলে ভাল মাত্রায় ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে, যা প্রত্যক্ষ ভাবে শরীরের কোলাজেন উৎসাদনের হার বৃদ্ধি করে। লেবুজাতীয় ফলে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড শরীরে জমে থাকা টক্সিন বার করে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে নিয়মিত পাতে রাখতেই হবে লেবুজাতীয় ফল।

সবুজ শাকসব্জি শরীরে কোলাজেন উতাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উতেচকগুলির কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে ম্যাঙ্গানিজ। সবুজ শাকসব্জিতে প্রচুর মাত্রায় ম্যাঙ্গানিজ থাকে। তাই ত্বক ভাল রাখতে রোজের খাদ্যতালিকায় রাখতেই হবে পালং, বাঁধাকপি, ব্রকোলির মতো শাকসব্জি।

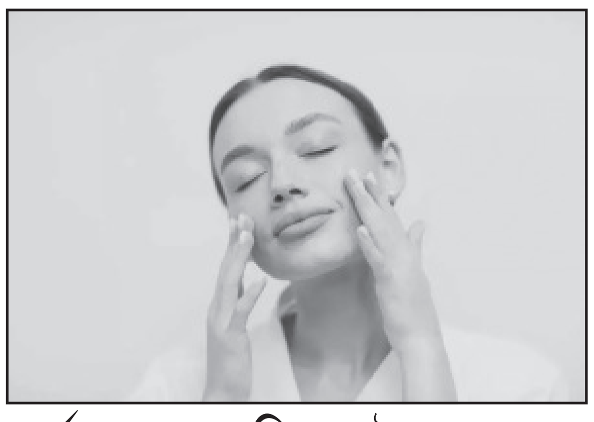

৫ নিয়ম মেনে চললে পরিশ্রম ছাড়াই ঝরবে ওজন

সুস্থ থাকতে হলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ভীষণ জরুরি। কেবল সুন্দর দেখাবে বলেই নয়, রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কমাতেও ওজন কমানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। হাঁটুর ব্যথা থেকে ডায়াবিটিস, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা থেকে লিভারের সমস্যা এড়াতে বাড়তি ওজন বশে রাখা জরুরি। ওজন ঝরাতে চাইলেও কেউ সময়ের অভাবে, কেউ আবার অনীহার কারণে শরীরচর্চা এড়িয়ে চলেন। ওজন ঝরানোর ইচ্ছে থাকলেও পরিশ্রম করতে নারাজ? জেনে নিন, কোন নিয়ম মেনে চললে পরিশ্রম ছাড়াই ঝরবে ওজন।

১) জল খাওয়া: পুষ্টিবিদেরা রোজ নিয়ম করে আড়াই থেকে তিন লিটার জল খাওয়ার পরামর্শ দিলেও অনেকেই সেই নিয়ম মানেন না। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘন ঘন জল খাওয়ার অভ্যাস করুন। ভাজাভুজি খাওয়ার ইচ্ছে হলেই জল খেয়ে নিন। এতে ভুলভাল খাওয়ার ইচ্ছে কমবে।

২) পরিমাণ বুঝে খাওয়া: ওজন ঝরাতে অনেকেই না খেয়ে থাকেন। এই অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নয়। সবই খান তবে পরিমাণ বুঝে। বড় থালা ও বাটির বদল ছোট থালা-বাটি ব্যবহার করন।

৩) ফাইবারজাতীয় খাবার: রোজের ডায়েটে বেশি করে ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার রাখুন। ফল, শাকসব্জি, ড্রাই ফ্রুট, গ্রিক ইয়োগার্ট বেশি করে খেতে হবে। এর ফলে পেটও ভরা থাকে আর হজমও ভাল হয়।

৪) পর্যাপ্ত ঘুম: ওজন কমিয়ে রোগা হওয়ার দ্রুততম উপায় হল পর্যাপ্ত ঘুম। অনেকের ধারণা, বেশি ঘুমলে মোটা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বিষয়টি আসলে সম্পূর্ণ উল্টো। কম ঘুম হলে বরং বাড়তে পারে ওজন। এক জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। ওজন কমাতে নিয়মিত শরীরচর্চা, পরিমাণ মতো খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি ঘুমোনোটাও কিন্তু অত্যন্ত জরুরি।

অন্যান্য শারীরির ক্রিয়াকলাপে নজর: ওজন কমাতে নিয়মিত শরীরচর্চা করা জরুরি। কিন্তু সেই সময় না পেলেও নিয়ম করে হাঁটাচলা করতে হবে। এই যেমন অফিসে লিফে না উঠে সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন, ঘরের টুকিটাকি জিনিস অনলাইনে না কিনে খানিক হেঁটে গিয়ে মোড়ের দোকান থেকে নিয়ে এলেন। জিমে যাওয়া শরীরচর্চা করার একমাত্র পথ নয়। তার বদলে নাচ করতে পারেন, সাঁতার কাটতে পারেন, সাইকেল চালাতে পারেন তাতেও ওজন কমে।

পায়ের পাতায় ব্যথা বশে রাখতে পারেন টেনিস বল দিয়ে

সারা দিন কাজের পর শারীরিক ক্লান্তি ঘিরে ধরা স্বাভাবিক। তবে দৈহিক কষ্টকে কখনও কখনও ছাপিয়ে যায় পায়ের ব্যথা। বাড়িতে থাকলে যে পায়ের উপর চাপ কম পড়ে, তা কিন্তু নয়। বিছানায় না শোয়া পর্যন্ত গোটা দেহের ভার বইতে হয়, পদযুলকে। তাই ছুটির দিন বাড়ি থাকলেও পায়ের বিশ্রাম হয় না। ঘুমের সময়ে পায়ের পেশি যতটুকু আরাম পায়, তা এই ধরনের ব্যথার জন্য যথেষ্ট নয়।

অনেকেই পায়ের এই অসহ্য ব্যথা থেকে রেহাই পেতে ঈষদুষ্ণ জলে, সামান্য নুন দিয়ে পা ডুবিয়ে রাখেন। ফলে পায়ের পেশি, হ্যামস্ট্রিংয়ের ব্যথা কমে। চিকিতকেরা বলছেন, এই ধরনের ব্যথা নিয়ময় করতে শুধু গরম জল যথেষ্ট নয়। তার জন্য সামান্য একটি ব্যায়াম অভ্যাস করা জরুরি। অফিসে কাজ করতে করতে বা বাড়ি ফিরে টিভি দেখতে দেখতে পায়ের তলায় একটি টেনিস বল রেখে ঘোরালেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। পায়ের তলায় বল রেখে ঘোরালে কী উপকার হয়? গোটা শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা অজস্র টিস্যু এসে জড় হয় পায়ের পাতায়। যা দেহটিকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। দেহের ভার বহন করতে করতে, চোট-আঘাত গেলে বা অতিরিক্ত চলাফেরা করলে এই টিস্যুগুলি নষ্ট হয়। পায়ের পেশি ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। ব্যথা, যন্ত্রণা, প্রদাহ শুরু হয়। পায়ের তলায় বল রেখে, চাপ দিয়ে ঘোরালে ওই নির্দিষ্ট অংশের প্রদাহ কমে। পেশির ব্যথাও বশে থাকে।

কী ধরনের বল ব্যবহার করা যায়? টেনিস বল ছাড়াও গোলাকার এমন অনেক কিছুই ব্যবহার করা যায়। বাড়িতে যদি ফোম রোলার থাকে, বলের বিকল্প হিসাবে তা-ও ব্যবহার করা যায়।

টেনিস বলের বদলে বেসবল, গল্ফ বল, ক্যামবিস বল ব্যবহার করা যায়। তবে কোন বলটি কার জন্য উপযোগী, তা ব্যথার ধরন এবং পায়ের পাতার জোরের উপর নির্ভর করে। ব্যথা খুব বেশি হলে বরফ জমা জলের বোতল পায়ের তলায় রাখতে পারেন। দ্রুত প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এই টোটকা। তবে বরফ ঠান্ডা জলের বোতল রাখতে যদি সমস্যা হয়, সে ক্ষেত্রে টেনিস বল খানিক ক্ষণ ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। একই রকম উপকার মিলবে।

কী ভাবে অভ্যাস করবেন এই ব্যায়াম?

টেনিস বল মাটিতে রেখে পায়ের পাতার চাপ দিয়ে ঘোরাতে থাকুন। একসঙ্গে দু’পা দিয়েই করতে পারেন। আবার আলাদা আলাদা ভাবেও করা যায় এই ব্যায়াম। পায়ে ব্যথা থাকলে প্রথমে মিনিট দুয়েক এই ব্যায়াম অভ্যাস করুন। তার পর ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে নিতে পারেন। তবে ব্যায়াম শেষে ঈষদুষ্ণ জলে মিনিটখানেক পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসতে পারলে ভাল হয়। জল থেকে পা তুলে ভাল করে মুছে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটাহাঁটি করা যাবে না। তাই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পায়ে গরম জল দেওয়াই ভাল।

কর্পূরের সুবাস কি আদৌ স্বাস্থ্যকর?

গৃহস্থ বাড়িতে পুজোপাঠ করতে কিংবা জামাকাপড়ে সুগন্ধ আনতেই মূলত কর্পূর ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় আবার বাড়িতে পোকামাকড়ের উপদ্রব শুরু হলেও এটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রোজের গার্হস্থ্য ব্যবহার ছাড়াও কর্পূরকে নানা ভাবে কাজে লাগানো যায়। কর্পূর গুঁড়ো বা তেলের ব্যবহার যেমন নানা অসুখ সারায়, তেমনই ত্বক পরিচর্যাতেও কাজে আসে এই কর্পূর।

জেনে নিন কর্পূর কেন এত উপকারী। ১) ত্বকের যত্নেও কর্পূরের জুড়ি মেলা ভার। ত্বকে চুলকানি বা র্যাশের সমস্যা দূর করে কর্পূর। এক টুকরো ভোজ্য কর্পূরকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ত্বকে লাগিয়ে কিছু ক্ষণ রাখার পর ধুয়ে দিন। ত্বকে প্রদাহ ও র্যাশের সমস্যা কমে যাবে। মুখে ব্যবহারের আগেই অবশ্যই হাতে-পায়ে ব্যবহার করে দেখুন কোনও রকম সমস্যা হচ্ছে কি না। তবে ভুলেও সরাসরি রক্তের সংস্পর্শে আনবেন না কর্পূরকে।

২) মরসুম বদলের সময় বুকে কফ জমা, শ্লেষ্মাজমিত সমস্যা নতুন নয়। ঠান্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়াও খুব স্বাভাবিক সমস্যা। এমন হলে গরম সর্ষের তেলের সঙ্গে সামান্য কর্পূর গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার রোগীর বুকে ও পিঠে এই তেল মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়। ৩) শীতে মাথার চুল পাতলা হয়ে যাওয়া বা খুশকির সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। নারকেল তেলের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে চুলে মাখুন। সারা রাত রাখার পর সকালে শ্যাম্পু করে নিন। এতে যেমন চুল ঝরার পরিমাণ কমবে, তেমনই এটি খুশকির সমস্যা কমাতেও সাহায্য করবে। ৪) পেশিতে টান লাগলে কিংবা পিঠে, কোমরে যন্ত্রণা হলে কর্পূর তেল দিয়ে মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায়। ৫) অনিদ্রার সমস্যা দূর করতেও কপূরের ভূমিকা রয়েছে। ঘরে কর্পূর জ্বালিয়ে রাখলে ঘরে সুবাস আসে। সেই সুবাস ঘুম আনতে সাহায্য করে।

হাতের স্মার্টওয়াচটাই বাঁচাল তরুণের প্রাণ

স্মার্টওয়াচের কারণেই বাঁচল প্রাণ! ৪২ বছর বয়সি লন্ডনের এক তরুণ জানিয়েছেন কী ভাবে স্মার্টওয়াচের কারণে তিনি হার্ট অ্যাটাক থেকে রক্ষা পেলেন। হকি ওয়েল নামক সংস্থার সিইও পল ওয়াফাম মর্নিং ওয়াক করার সময় বুকে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন। হাতে স্মার্টওয়াচ থাকার কারণেই প্রাণ বেঁচেছে তাঁর। সংবাদমাধ্যমকে পল বলেন, ‘‘প্রতি দিনের মতো সকাল ৭টার সময় আমি বাড়ির কাছেই একটি জায়গায় মর্নিং ওয়াক করতে যাই। মিনিট পাঁচেক দৌড়নোর পরেই আমার বুকে যন্ত্রণা শুরু হয়।’’ সংবাদমাধ্যমকে পল জানিয়েছেন কী ভাবে স্মার্টওয়াচের কারণে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছে। পল বলেন, “বুকে তীব্র যন্ত্রণার কারণে আমি মাটিতে লুটিয়ে পরেছিলাম। যন্ত্রণা সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। কোনও রকমে স্মার্টওয়াচের সাহায্যে স্ত্রী লরাকে ফোন করতে সক্ষম হই। আমার বাড়ি থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্বেই ছিলাম বলে লরা সময়মতো এসে আমায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে পেরেছে।” হাসপাতালে পরীক্ষার পরে জানা যায়, ধমনীতে ব্লকেজের কারণেই হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন পল। চিকিৎসদের ততরতায় সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। ছ’দিন পরে পলকে ছাড়া হয়। পল বলেন, “আমার হার্ট অ্যাটাকের খবর শুনে সকলেই বিস্মিত হন। আমি আমার ওজন সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখি, নিজেকে ফিট রাখতে সব রকম চেষ্টা করি। আমার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঘটনা তাই অবাক করেছে সকলকেই।”

পেট ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে লাউ

শরীর সুস্থ রাখতে লাউ এর জুড়ি খুবই কম রয়েছে। পেট ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে লাউ, হজম হতে সাহায্য করে আবার ওজনও ঠিক রাখে। রোজ নিয়ম করে লাউ খেলে ওজন কমবেই

লাউ এর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টিও। থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রয়োজনীয় খনিজ। গরম কালে তাই রোজ লাউ খাওয়ার কথা বলা হয়।

এখন সারাবছরই লাউ পাওয়া যায়। লাউ এর তরকারি, ডাল দুই ভাল লাগে

শনিবার অনেকেই নিরামিষ খান। রবিবার কালীপুজো, যাঁরা উপোস করেন তাঁরা শনিবারেও নিরামিষ খান। আর তাই শনিবারে লাউ দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন নিরামিষ এই সবজির তরকারি। এতে পেট ঠান্ডা থাকবে আর ভাত-রুটি দিয়ে ভাল লাগবে

লাউ বানাতে বিশেষ মশলার প্রয়োজন পড়ে না। একটা কড়াই বেশ কিছুটা জল আর বাফ চামচ নুন দিয়ে ফুটতে দিন। খোসা ছাড়ানো ডুমো ডুমো করে কাটা লাউ দিন জলে, দুটো আলুর খোসা ছাড়িয়েও জলে দিতে হবে ঢাকা দিয়ে এই দুই সবজি সেদ্ধ করে নিতে হবে। ৫-৭ মিনিট সেদ্ধ করে গরম জল থেকে তুলে নিন। অন্য একটি গ্যাসে কড়াই বসিয়ে তাতে ২ চামচ সরষের তেল গরম করে নিতে হবে। সোয়াবিন আগে থেকে গরম জলে ফুটিয়ে জল চিপে শকনো করে রাখতে হবে

তেলের গন্ধ চলে গেলে সোয়াবিন দিয়ে নুন দিয়ে ভেজে নিন। সোয়াবিন তুলে আবারও ২ চামচ তেল দিয়ে কড়াইতে গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে। ফোড়ন ভেজে অর্ধেক সেদ্ধ করে ডুমো করে কাটা আলু দিন

আলুতে নুন দিয়ে ভেজে নিন। এবার এক চামচ আদা গ্রেট করে দিন। আদার কাঁচা গন্ধ গেলে হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে-ধনে গুঁড়ো দিয়ে মশলা কষিয়ে নিতে হবে। মশলার বাটি ধোওয়া জল দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন

সোয়াবিন দিয়ে কষিয়ে সেদ্ধ করে রাখা লাউ দিন। স্বাদমতো নুন দিয়ে মশলার সঙ্গে লাউ মিশিয়ে দিন। কয়েকটা গোটা কাঁচালঙ্কা ফেলে দিন। মশলার সঙ্গে ভাল করে কষলে ছোট একবাটি জল দিন। ১ চামচ চিনি দিন, কড়াইতে ঢাকা দিয়ে রান্না করলেই তৈরি রান্না। একটু গরম মশলা, ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

তরল সাবান দিয়ে বাসন মেজেও আঁশটে গন্ধ যাচ্ছে না?

বাড়িতে বাহারি পদ রান্না হলে গন্ধে ম ম করে চারদিকে। গন্ধ শুঁকেই যেন অর্ধেক ভূরিভোজ হয়ে যায়। কিন্তু চেটেপুটে খাওয়ার পরেও যদি সেই গন্ধ থালায় থেকে যায়, তখনই আসে বিরক্তি। ডিটারজেন্ট অথবা লিক্যুইড সাবান দিয়ে বাসন মাজার পরেও অনেক সময় আঁশটে গন্ধ রয়ে যায়। থালায় খাবারের গন্ধ থাকলে খাওয়ার ইচ্ছা যেন চলে যায়। থালাবাসন থেকে খাবারের গন্ধ দূর করতে যদি ব্যর্থ হয় ডিটারজেন্ট, তা হলে ভরসা রাখতে পারেন ঘরোয়া কিছু টোটকায়।

কফি- কফি পাউডারের গন্ধ খুবই কড়া। অন্য অনেক গন্ধ ঢেকে দেয়। যে বাসনে গন্ধ লেগে রয়েছে, তাতে এক চামচ কফি জলে মিশিয়ে নিন। কিছু ক্ষণ গ্যাসে ফুটিয়ে নিন। তার পর ১৫-২০ মিনিট রেখে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন গন্ধ একেবারে চলে গিয়েছে।

লেবু থালাবাসন থেকে খাবারের গন্ধ তাড়াতে লেবু দু’ভাবে কাজে লাগাতে পারেন। লেবু কেটে তাতে নুন মাখিয়ে বাসনে ঘষে নিন। ১৫ মিনিট রেখে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। অথবা এক কাপ জলে লেবুর খোসা ফুটিয়ে নিন ১০ মিনিট মতো। তার পর সেই জলটি থালায় ঢেলে দিলে নিমেষে গন্ধ উধাও হয়ে যাবে।

বেকিং সোডা

ঘরোয়া টোটকা হিসাবে বেকিং সোডা দারুণ উপকারী। ২ টেবিল চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে ৪-৫ টেবিল চামচ ভিনিগার মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণে চাইলে লেবুর রসও দিতে পারেন। তবে মিশ্রণটি ঘন হতে হবে। তরল হলে চলবে না। তার পর এটি দিয়েই বাসন মেজে নিন।

আলু

আলু যে কোনও গন্ধ খুব দ্রুত শোষণ করে নিতে পারে। বড় বড় টুকরো করে কেটে আলুতে নুন মাখিয়ে রাখুন। তার পর বাসনে সেই টুকরোগুলি রেখে চাপা দিয়ে রেখে দিন ১৫ মিনিট। তাতেই গন্ধ উধাও হয়ে যাবে। তার পর ভাল করে মেজে নিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

শত চেষ্টাতেও ব্রণর সমস্যা কমছে না?

মনের মানুষ ছেড়ে গেলেও ব্রণ সহজে সঙ্গ ছাড়ে না। অথচ ব্রণর হাত থেকে মুক্তি পেতে কত কিছুই না করেন অনেকে। কিন্তু সুফল মেলে না কিছুতেই। বাজারচলতি প্রসাধনী ব্যবহার করা থেকে ঘরোয়া টোটকা কোনও কিছুই বাদ যায় না। অথচ তার পরেও ত্বক ভর্তি ব্রণ নিয়ে নাজেহাল হতে হয়। একটা সময়ের পর হাল ছেড়ে দেন অনেকেই।

সেটা না করে বরং প্রতি দিন কয়েকটি ব্যায়াম করতে পারেন। সত্যিই উপকার পাবেন।

মতাসন

প্রথমে একটি মাদুরের উপর টানটান করে শুয়ে পড়ুন। দু’পাশে টান টান করে রাখতে হবে দুই হাত। তার পরে চোখ বুজে ফেলতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। এ বার ধীরে ধীরে ধনুকের মতো করে পিঠ বেঁকিয়ে নিন। শরীরের ভার হাতের উপর রাখুন। বুক উপরের দিকে উঠে আসবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। এই ভঙ্গিতে দু’-তিন মিনিট থাকতে পারলে মিলবে সুফল।

সর্বাঙ্গসন এই আসনটি করতে প্রথমে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। পা দু’টি জোড়া করে উপরে তুলুন। এ বার দু’হাতের তালু দিয়ে পিঠ এমন ভাবে ঠেলে ধরুন, যেন ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত এক সরলরেখায় থাকে। থুতনিটি বুকের সঙ্গে লেগে থাকবে। দৃষ্টি থাকবে পায়ের আঙুলের দিকে। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। প্রতি দিন ৩-৪ বার এই আসনটি করুন। দেখবেন ব্রণর সমস্যা কমে গিয়েছে।

বালাসন হাঁটু মুড়ে গোড়ালির উপর বসুন। এ বার দুই হাত প্রসারিত করে পেট মুড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যান। বুক যেন উরু স্পর্শ করে। মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে রাখুন। শ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করুন। নিয়মিত এই আসনগুলি করলে সত্যিই উপকার পাবেন।

আধুনিক শহর কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলিকে যুব সমাজ ও পিছিয়ে পড়া জনগণের ক্ষমতায়ন করতে এগিয়ে আসার আহ্বান অমিত শাহ''র

নয়া দিল্লি, ১০ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ আজ শহর কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলিকে যুব সমাজ ও পিছিয়ে পড়া জনগণের ক্ষমতায়ন করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আজ দিল্লিতে কো-অপারেটিভ কুম্ভ ২০২৫, একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন, উদ্বোধনকালে বলেন, 'জাতীয় শহর কো-অপারেটিভ ব্যাংকস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড এবং শহুরে সংগঠনগুলিকে নৈতিক নির্দেশিকা জারি করতে হবে, যার ভিত্তিতে প্রতিটি শহর কো-অপারেটিভ ব্যাংক তাদের আর্থিক কাঠামো পুনঃডিজাইন করবে।'

অমিত শাহ বলেন, শহর কো-অপারেটিভ ব্যাংকগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে উন্নত করা এবং তাদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দুই লাখের বেশি জনসংখ্যা রয়েছে এমন প্রতিটি শহরে একটি শহর কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।'

তিনি জানান, 'ত্রিভূবন কো-অপারেটিভ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা যুবকদের কো-অপারেটিভ সেক্টরের সাথে যুক্ত করবে এবং সেক্টরে পেশাদার তৈরি করবে। এটি এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করবে, যা ২০৪৭ সালের মধ্যে কো-অপারেটিভ সেক্টরকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।'

অমিত শাহ আরও বলেন, ভারত সরকার প্রাথমিক কৃষি ক্রেডিট সোসাইটির জন্য মডেল আইন প্রণয়ন করেছে এবং এটি সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করেছে।

'আজ, দেশের সব প্যাকস এই মডেল আইনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে প্যাকস গুলির নিষ্ক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে, এবং যদি কোনো প্যাকস নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তবে তা পুনরায় সক্রিয় করা এখন অনেক সহজ,' তিনি বলেন।

মন্ত্রীর মতে, সহকার ডিজিপে এবং সহকার ডিজিলোন অ্যাপস চালু করা হয়েছে, যা ছোট শহর কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে ডিজিটাল পেমেন্টের নতুন যুগে প্রবেশ করতে সক্ষম করবে।

অমিত শাহ এমুল এবং আইএফএফকোকে আন্তর্জাতিক কো-অপারেটিভ অ্যালায়েন্সের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দুইতে স্থান পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানান। 'এমুল জাতীয় দুধ বিপণন বিপ্লবের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী ৩০ মিলিয়ন লিটার দুধ সংগ্রহ করছে। আইএফএফকো দেশের সবুজ বিপ্লবের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ৯.৩ মিলিয়ন টন ইউরিয়া এবং ডিএপি উৎপাদন করছে। আজ, আইএফএফকোর নানো ডিএপি এবং ইউরিয়া ৪০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে, যার মধ্যে ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র, ওমান এবং জর্ডান রয়েছে।'

এই দুই দিনের সম্মেলনটি জাতীয় শহর কো-অপারেটিভ ব্যাংকস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ এবং সহযোগিতা মন্ত্রক যৌথভাবে আয়োজন করছে। সম্মেলনের থিম হচ্ছে 'ডিজিটালাইজিং ড্রিমস — এমপাওয়ারিং কমিউনিটিস'। এটি দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কো-অপারেটিভ ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য সংলাপ, উদ্ভাবন এবং একটি সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবে। সম্মেলনে নীতিনির্ধারক, কো-অপারেটিভ নেতৃবৃন্দ এবং বিশ্ব ক্রেডিট ইউনিয়ন কাউন্সিল ও গ্রীনস্টোন ফার্ম ক্রেডিট সার্ভিসেসের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া, সম্মেলনটি ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক কো-অপারেটিভ বছরের উদযাপনও করছে।

লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা কোহিমায় কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন ভারতের ২২তম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করলেন

কোহিমা, ১০ নভেম্বর : লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা আজ নাগাল্যান্ড বিধানসভায় কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন, ভারত অঞ্চল জোন-জ্জজ্জজ্জ-এর ২২তম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী ভাষণে স্পিকার বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল তার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, বৈচিত্র্য এবং শক্তিশালী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য পরিচিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই অঞ্চলটি একটি প্রাণবন্ত গণতন্ত্র হিসেবে উন্নতি করছে, যেখানে যোগাযোগ, পরিকাঠামো এবং উদীয়মান সুযোগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

স্পিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিধানসভাগুলোর একতার প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, তারা তাদের আঞ্চলিক চাহিদা অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রগতি এবং সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছে। তিনি আরও বলেন, 'প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহি এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং শিল্পের প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়।'

তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই অঞ্চলের অধিকাংশ বিধানসভাই এখন কাগজবিহীন হয়ে উঠেছে, ভালো অনুশীলন ভাগ করে নেয় এবং অধিবেশনে ন্যূনতম বিঘ্ন ঘটছে, যা খুবই উৎসাহজনক। স্পিকার আরও যোগ করেন, 'আমরা উচিত আঞ্চলিক উন্নয়নশীল সুযোগ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করতে, কারণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং সম্ভাবনাময়।'

স্পিকার মনে করেন, সম্মিলিত সংলাপ এবং জনগণের অংশগ্রহণই হল অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থায়ী উন্নয়ন অর্জনের চাবিকাঠি।

নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেপিহু রিও তার ভাষণে বলেন, 'বিধানসভাগুলির জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি যে তারা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র এবং সমবায় ফেডারালিজমের আদর্শে তাদের শেয়ার করা প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।' তিনি আরও বলেন, 'সিপিএ জোন-জ্জজ্জজ্জ-কে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে তারা এমন নীতিমালা গঠন করতে পারে যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশ ও বিদেশের সাথে আরও সংহত করতে সহায়ক হয়।'

এই সম্মেলনে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা অংশগ্রহণ করছেন এবং এতে বিভিন্ন পার্লামেন্টারি সদস্যরা আঞ্চলিক উন্নয়ন, সহযোগী ফেডারেলিজম এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করছেন।

গুন্তুরে ''ওয়াটারশেড মহোৎসব'' সম্মেলন উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. পেম্মাসানি চন্দ্রশেখর

গুন্তুর, ১০ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী ড. পেম্মাসানি চন্দ্রশেখর আজ গুন্তুরে দুই দিনব্যাপী জাতীয় জলাশয় মহোৎসব সম্মেলন উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি জল সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ জীবিকা শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী বক্তৃতায়, ড. চন্দ্রশেখর বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে অনেক কল্যাণকর এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, 'জল সুরক্ষা হল জাতীয় সুরক্ষা', এবং কেন্দ্রীয় সরকার জল সংরক্ষণের জন্য নানা ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী কাজ করছে। তিনি জানিয়েছেন যে, ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ওয়াটারশেড ২.০ প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার জন্য মোট ১৩,০০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর ২৫,০০০টি পুকুর পুনরুদ্ধার করা হবে।

ড. চন্দ্রশেখর আরও বলেন, 'যথাযথভাবে জল ব্যবহার করলে উৎপাদনশীলতা ছয়গুণ বৃদ্ধি পাবে, মাটির গভীরে পানির স্তর তিন মিটার উন্নীত হবে, এবং কৃষকরা বছরে দুই থেকে তিনটি ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন।'

ওয়াটারশেড মহোৎসবের অংশ হিসেবে, ভেঙ্গালয়পালেমে একটি ২১ একর আয়তনের অমৃত সরোবর ট্যাংক পুনর্গঠিত করে একটি মনোরম স্থান তৈরি করা হয়েছে, যেখানে বাগান, হাঁটার পথ এবং শিশুদের খেলার জন্য স্থান রয়েছে।

এছাড়া, মাটির সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মণোজ জোশি, সরকারি জল সংরক্ষণ প্রচেষ্টাগুলির জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সমর্থন এবং দ্রুত অগ্রগতির জন্য প্রশংসা করেন। তিনি এই অনুষ্ঠানে ''জল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বর্জ্যভূমি লালন, গ্রামীণ জীবিকার ক্ষমতায়ন — রাজস্থান'' শিরোনামে একটি বইও প্রকাশ করেন।

এই সম্মেলন জল সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, যা দেশের জল সুরক্ষা এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে ২য় ডব্লিউএইচও ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন গ্লোবাল সামিট, শুরু হবে ১৭ নভেম্বর

নয়া দিল্লি, ১০ নভেম্বর : আগামী ১৭ থেকে ১৯ নভেম্বর ভরত মণ্ডপ-এ অনুষ্ঠিত হবে ২য় ডব্লিউএইচও ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন গ্লোবাল সামিট। এই সামিটটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে, এবং এর মূল বিষয় হবে - 'ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা: স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বিজ্ঞান এবং অনুশীলন' (সন্তুলন পুনঃস্থাপন: স্বাস্থ্য ও সুস্থতার বিজ্ঞান ও চর্চা)।

আজ নতুন দিল্লিতে সামিটের কারটেন রাইজার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদানকালে আয়ুষ মন্ত্রী প্রতাপরাও জাধব জানিয়েছেন, এই সামিটটি ডব্লিউএইচও-এর গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন স্ট্রাটেজি ২০২৫-২০৩৪ এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, 'এটি ট্র্যাডিশনাল, কমপ্লিমেন্টারি, এবং ইনটিগ্রেটিভ মেডিসিনের ভূমিকা শক্তিশালী করার জন্য একটি সেতু হিসাবে কাজ করবে, যা সার্বিক স্বাস্থ্য কভারেজ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।'

এই সামিটের উদ্দেশ্য হল প্রমাণভিত্তিক ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক এবং নীতিগত সংলাপ এবং উদ্যোগকে গভীরতর করা। এটি নিজে, সমাজ এবং পরিবেশের মধ্যে সন্তুলন প্রতিষ্ঠা করার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, যেখানে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, আদি জ্ঞান, এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটবে।

এই সামিটে প্রায় ৭,০০০ অংশগ্রহণকারী বিশ্বব্যাপী হাইব্রিড মোডে অংশগ্রহণ করবেন। সামিটটি বিশ্বজুড়ে ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনের গুরুত্ব এবং তার প্রভাব বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বিজেপির অভিযোগ, কর্ণাটক কংগ্রেস সরকার বেঙ্গালুরু কেন্দ্রীয় কারাগারে সন্ত্রাসীদের জন্য ভিভিআইপি আচরণ করছে

নয়া দিল্লি, ১০ নভেম্বর : বিজেপি আজ কর্ণাটক কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছে, অভিযোগ করেছে যে তারা বেঙ্গালুরু কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দীদের, সন্ত্রাসীদের ভিভিআইপি আচরণ প্রদান করছে।

আজ দুপুরে নতুন দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, 'হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে একটি বড় ইসলামিক সন্ত্রাসী চক্রান্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে, এবং সরকারের শূন্য সহিষ্ণুতা নীতির প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।'

তিনি আরও বলেন, 'অন্যদিকে, কংগ্রেস সরকার সন্ত্রাসীদের জন্য খুব নরম মনোভাব গ্রহণ করেছে এবং তাদের জেলে ভিভিআইপি আচরণ প্রদান করছে।'

ভোটার তালিকা সংশোধনের

● প্রথম পাতার পর

যদিও ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য সহযোগী দলগুলিও সেই অভিযোগে সমর্থন জানিয়েছিল। দলের দাবি, ''নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা, বিরোধী দলের নেতাদের টার্গেট করা নয়।''

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, দিল্লির আসন্ন এই মহাসমাবেশে ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিক দলগুলিও যোগ দিতে পারে, যাতে সরকারবিরোধী ঐক্য আরও জোরদার হয় এবং নির্বাচনী অনিয়মের বিরুদ্ধে একত্রে আওয়াজ তোলা যায়।

ফরিদাবাদে ২,৯০০ কেজি

● প্রথম পাতার পর

এর আগে ড. আদিল আহমদ রাথার নামের আরেক চিকিৎসককে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি শ্রীনগরে জইশ-ই-মোহাম্মদের সমর্থনে পোস্টার লাগানোর অভিযোগে অভিযুক্ত। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদেই ফরিদাবাদে এই অভিযান চালানো হয়।

এছাড়াও, ফরিদাবাদের এক মসজিদের ইমাম ইশতিয়াক-কে আটক করা হয়েছে, যিনি নিয়মিতভাবে মুজাম্মিলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের অভিযান এখনও ফরিদাবাদ ও সংলগ্ন এলাকায় চলছে, আরও এক চিকিৎসককে খোঁজা হচ্ছে যিনি এই নেটওয়ার্কের অংশ বলে সন্দেহ।

উদ্ধার সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১টি অ্যাসল্ট রাইফেল (৩টি ম্যাগাজিনসহ), ৮৩ রাউন্ড গুলি, ১টি পিস্তল (৮ রাউন্ড গুলি), ২০টি টাইমার ব্যাটারিসহ, ২৪টি রিমোট কন্টোল, ৫ কেজি ভারী ধাতু, ওয়াকি-টকি সেট, বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারি এবং বিভিন্ন বিস্ফোরক উপকরণ।

ফরিদাবাদের পুলিশ কমিশনার সতেন্দ্র কুমার গুপ্ত জানান, ড. শাকিল শ্রীনগরে জইশ-ই-মোহাম্মদের সমর্থনে পোস্টার লাগানোর মামলাতেও পলাতক ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন এর ৭ ও ২৫ ধারা এবং অবৈধ কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন এর ১৩, ২৮, ৩৮ ও ৩৯ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, এটি একটি তথাকথিত ''হোয়াইট কলার টেরর ইকোসিস্টেম'' যেখানে পেশাদার চিকিৎসক, ছাত্র এবং শিক্ষিত শ্রেণির ব্যক্তিরা পাকিস্তান ও বিদেশি হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অনলাইনে সংগঠিত হচ্ছিল। গোপন বার্তা আদান-প্রদানে এনক্রিপ্টেড চ্যানেল ব্যবহার করে তারা অর্থ সংগ্রহ, অস্ত্র সরবরাহ, এবং নতুন সদস্য নিয়োগের কাজ করছিল বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, এটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কাশ্মীর উপত্যকার সঙ্গে যুক্ত বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধারের অন্যতম বৃহত্তম অভিযান। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং আরও গ্রেপ্তার হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে নিরাপত্তা সংস্থা।

বিহারে দ্বিতীয় দফায় আজ ১২২টি

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। সব ভোটকেন্দ্র থেকে ওয়েবকাস্টিং ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করা যায়। নির্বাচন কমিশন পাটনায় প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে একটি আধুনিক কন্টোল ও কমান্ড সেন্টার স্থাপন করেছে, যেখানে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে। একইভাবে, ২০টি জেলার সদরদপ্তরে কন্টোল রুম স্থাপন করা হয়েছে।

নারী ক্ষমতায়নের জন্য, ৫৯৫টি ভোটকেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে নারী ভোটগ্রহণ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে, আর ২১টি পিডব্লিউডি (বিভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য) ভোটকেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ৩১৬টি মডেল ভোটকেন্দ্রও গড়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ের বিধানসভা নির্বাচনে ৩.৭ কোটি ভোটার ১, ৩০২ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে, যার মধ্যে ১৩৬ জন মহিলা প্রার্থী। অধিকাংশ আসনে এনডিএ এবং মহাগঠনবর্ধন (মাহাগঠন) প্রার্থীদের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে।

এনডিএ'র পক্ষে, বিজেপি ৫৩ জন প্রার্থী, জেডি(ইউ) ৪৪ জন এবং এলজেপি(র) ১৫টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা ৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে, এবং রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা ৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। মহাগঠনবর্ধন (মাহাগঠন)-এর পক্ষে, আরজেডি ৭১টি আসনে, কংগ্রেস ৩৭টি আসনে, বিকাশসীল ইনসান পার্টি ৮টি এবং সিপিআই(এমএল) ৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এছাড়া, আরজেডি, কংগ্রেস, ভিআইপি এবং সিপিআইয়ের মধ্যে ছয়টি আসনে সহযুদ্ধ চলছে, যেখানে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছে।

এই পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন সরকারের ১২ জন মন্ত্রীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে। রাজ্যের শক্তি মন্ত্রী বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব সুপৌল থেকে, বিজেপি প্রার্থী এবং সাতবারের বিধায়ক ডঃ প্রেম কুমার গাথিয়া টাউন আসন থেকে, এবং রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নীতীশ মিশ্র ঝানঝরপুর আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন।

পশ্চিম চম্পারণ জেলার নয়টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে, এর মধ্যে রয়েছে বেতিয়া, বাল্মিকিনগর, নৌতন, চনপটিয়া, নারকটিয়া, রামনগর, বাগাহা, লাউরিয়া এবং সিক্তা। এই আসনগুলির মধ্যে ৭টি আসনে বিজেপি, ২টি আসনে জেডি(ইউ) এবং মহাগঠনবর্ধন পক্ষে কংগ্রেস ৬টি, আরজেডি ২টি এবং বিকাশসীল ইনসান পার্টি ও সিপিআই(এমএল) একটি করে আসনে প্রার্থী দিয়েছে।

নওদা জেলার পাঁচটি আসনে ভোটগ্রহণ হবে, যার মধ্যে রয়েছে হিসুয়া, নওদা, গোবিন্দপুর, রাজাউলি এবং ওয়ারিসালীগঞ্জ। এই জেলার পাঁচটি আসনে ৫৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নওদা, হিসুয়া ও ওয়ারিসালীগঞ্জে ভোটগ্রহণ হবে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, আর রাজাউলি ও গোবিন্দপুরে ভোটগ্রহণ হবে নিরাপত্তার কারণে ৫টা পর্যন্ত। নির্বাচন কর্তৃপক্ষ জেলার সব ভোটকেন্দ্রে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবারাহ নিশ্চিতে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ

● প্রথম পাতার পর

মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে কম্বাইন্ড সাইকেল গ্যাস টারবাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

তিনি বলেন, ২০১৭—১৮ অর্থবছরে রুখিয়া পাওয়ার প্ল্যান্টের প্রকৃত সক্ষমতা ছিল ৬৩ মেগাওয়াট, কিন্তু সে সময় গড়ে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো। ২০১৮—১৯ অর্থবছরেও একইভাবে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল।

মন্ত্রী আরো জানান , ২০১৯—২০ অর্থবছরে গ্যাস সংকট থাকা সত্ত্বেও আমরা ৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পেরেছিলাম। তবে ২০২২—২৩ সালে পরিবেশগত ছাড়পত্র না থাকায় প্ল্যান্টটি বন্ধ রাখতে হয়। ২০১৮ সালের আগের সরকার প্রয়োজনীয় অনুমতি বা ছাড়পত্র নেয়নি। আমি নিজে দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলি এবং অবশেষে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার পর সমস্যার সমাধান হয়। বর্তমানে রুখিয়া পাওয়ার প্ল্যান্টে ১৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ।মন্ত্রী জানান, বিদ্যুৎ নিগম নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন করেছে, যা কম্বাইন্ড সাইকেল গ্যাস টারবাই প্রযুক্তি নামে পরিচিত। তিনি বলেন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা একই পরিমাণ গ্যাস দিয়ে ১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারব, যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের দাম বর্তমানে বেশ বেশি। এই প্রকল্পে জিএসটি বাদে প্রায় ১,১১৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে। গ্যাসের সীমিত মজুত প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন গ্যাস কারও হাতে নেই এটি প্রাকৃতিক সম্পদ, যা ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই রাজ্য সরকার এখন সৌরশক্তির বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

বিস্ফোরণে কাঁপল

● প্রথম পাতার পর

করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকার পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছে, বলেন তিনি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, সোমবার সকালেই জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এক আন্তঃ রাজ্য সন্ত্রাসী চক্র ভেঙে দেয়, যা জয়শ-ই-মোহাম্মদ ও আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই অভিযানে হরিয়ানার ফারিদাবাদ এলাকা থেকে ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক, দুটি অ্যাসল্ট রাইফেল, পিস্তল, টাইমার এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার হয়। ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ ঘটে যা বিহার বিধানসভার দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের একদিন আগে ঘটল বলে উল্লেখ করেছে সূত্র।

জনজাতি গোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতি

● প্রথম পাতার পর

প্রাসাদ প্রাঙ্গণে স্বাধীন দেশের প্রথম উপ প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত ইউনিটি মার্চ-এর উদ্বোধন করে একথা বলেন। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এই ইউনিটি মার্চ-এর আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রক এই প্রথমবারের মতো ইউনিটি মার্চ-এর সূচনা করেছে। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয় সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকারও নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো আমাদের মধ্যে দেশপ্রেমের ভাবনা জাগ্রত করা, দেশকে শক্তিশালী করা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে ৩১ অক্টোবর তাঁর জন্মদিনটিকে একতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। আগে কোন প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণা দেননি। সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী দেশের যে সকল বীর সন্তান দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতিও সম্মান জ্ঞাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এক ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য বিরাজমান। তিনি বলেন, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রায় ৫৬২টি রাজন্যশাসিত অঞ্চলকে আমাদের দেশের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সেটা সম্ভব হয়েছিল যখন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। তবুও আজ আমরা দেখতে পাই দেশের ভিতরে ও বাইরে কিছু অশুভ শক্তি দেশকে দুর্বল করতে চাইছে। দেশের অখন্ডতা বিঘ্ন করার জন্য যারা এ ধরণের কাজে লিপ্ত রয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের নজর রাখতে হবে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আদর্শ ও চিন্তাধারা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে ২০১৮ সালে গুজরাটের নর্মদা নদীর তীরে তাঁর এক পূর্ণাবয়ব মূর্তির উদ্বোধন করেন। যা বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চতম স্ট্যাচু। আজ দেশ-বিদেশের বহু দর্শনার্থী এই মূর্তি দর্শন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বল্লভভাই প্যাটেলের আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ইউনিটি মার্চে অংশগ্রহণকারী সকলকে অভিনন্দন জানান।অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বিধায়ক মিনারাণী সরকার, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা বিশাল কুমার প্রমুখ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। বৈদিক সংস্থার শিল্পীগণ বন্দেমাতরম সংগীতটি পরিবেশন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ইউনিটি মার্চের বিষয়ে সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সবুজ পতাকা নেড়ে ও আকাশে বেলুন উড়িয়ে ইউনিটি মার্চের সূচনা করেন। ইউনিটি মার্চ উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়।

ইউনিটি মার্চে মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, সাংসদ, ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি, বিধায়ক, জেলাশাসক ছাড়াও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, দ্রোণাচার্য পুরস্কার প্রাপ্ত কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী, অর্জুন পুরস্কার বিজয়ী মন্টু দেবনাথ সহ বিএসএফ, সিআরপিএফ, আসাম রাইফেলস, টিএসআর-এর জওয়ানগণ, এনসিসি, এনএসএস-এর ক্যাডেটগণ, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ অংশ নেন। এই পদযাত্রা হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় সকলকে নেশামুক্ত ভারত ও ত্রিপুরা গড়ার বিষয়ে শপথ বাক্য পাঠ করান।

২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ

● প্রথম পাতার পর

মার্চ পর্যন্ত। প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হবে ইংরেজি পরীক্ষা, আর শেষ দিন ভোকেশনাল বিষয় পরীক্ষা দিয়ে শেষ হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা।

অন্যদিকে, মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ইংরেজি বিষয়ের মাধ্যমে। ২৪ মার্চ ভোকেশনাল পরীক্ষা দিয়ে শেষ হবে মাধ্যমিকের মূল পরীক্ষা। পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিন পর্ষদ সচিব ড. দুলাল দে জানান, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা শুরু হবে ১৭ নভেম্বর থেকে, যা চলবে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

তিনি আরও জানান, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করেছে ৩৮,১৩৫ জন ছাত্রছাত্রী, এবং অনুমান করা হচ্ছে মোট প্রায় ৪০,০০০ পরীক্ষার্থী এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেবে।

অপরদিকে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত এনরোলমেন্ট হয়েছে ২৯,৯৪৩ জন ছাত্রছাত্রীর, যা আরও ২০০ জনের মতো বাড়তে পারে বলে পর্ষদ সচিবের ধারণা।

ড. দুলাল দে জানান, ''বিগত বছর যেসব ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় বসতে পারেনি, তারা যেন অনলাইনে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন করে নেয়। অনলাইন পোর্টাল নভেম্বর মাসজুড়ে খোলা থাকবে।''

তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, ''অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের পর সকল পরীক্ষার্থী যেন ভালোভাবে যাচাই করে নেয় তাদের তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে কি না। কারণ প্রতিবছর দেখা যায়, অনেক ছাত্রছাত্রী ভালো নম্বর পেলেও উপস্থিতির ঘাটতির কারণে অনুপস্থিত দেখানো হয়।''

পর্ষদ সভাপতি ও সচিব উভয়েই শিক্ষকদের অনুরোধ করেন, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের স্বার্থে রেজিস্ট্রেশন ও ফর্ম ফিলাপের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য।

সার্বিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিগত বছরের তুলনায় প্রায় ১০ হাজার বেশি ছাত্রছাত্রী অংশ নেবে।

কমিউনিস্টদের মার্কসবাদ

● প্রথম পাতার পর

সাংসদ আরও বলেন, কমিউনিস্ট কংগ্রেসদের একটা করে ভোট দেওয়া মানে গুন্ডাদের দুটি ভোট দেওয়া। তাই সকল কার্যকর্তাদের তাদের আত্মীয়-স্বজনসহ প্রত্যেককে বিজেপির ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা আহবান জানান তিনি।

সাংসদের কথায়, কমিউনিস্টদের যেমন মার্কসবাদ রয়েছে, তেমনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে ভাইপোবাদ। কিন্তু ওনার ভাইপো ওনার জন্য সমর্পিত নয়। তিনি স্বার্থের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছেন। মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক ভালো হয়। কেননা মা স্বার্থের জন্য ছেলে মেয়ের সঙ্গে থাকেন না, দায়িত্বের জন্য থাকেন। ভারতীয় জনতা পার্টি ও সেভাবেই দায়িত্বের জন্যই সাধারণ মানুষের সঙ্গে রয়েছে বলে দাবি সাংসদের। তাই বিজেপির নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেককে দলে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

গোলচক্কর

● প্রথম পাতার পর

উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বাকবিতন্ডা ও দোকান ভাঙার ঘটনায় মোট দুটি মামলায় চারজনকে আটক করা হয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাতেই ঘটনাস্থলে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ) নামানো হয় এবং তারা এলাকায় মিছিল করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখে।

আজ সোমবার পশ্চিম থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অ্যাডিশনাল এসপি) ধ্রুব নাথ জানান, ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে সাধারণ বিবাদকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। এর সঙ্গে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক বা সংগঠিত সংঘর্ষের যোগ নেই। তিনি আরও জানান, পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বর্তমানে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। গতকালের ঘটনাটি নিছকই সাধারণ বিবাদ। কিছু মহল সেটিকে অন্য খাতে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে।

তিনি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ সর্বদা সজাগ। আটক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে আরও কাউকে তলব করা হবে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জীও।

এদিকে বিকেল নাগাদ ফের বর্ডার গোলচক্করে পুলিশের সামনে মসজিদ কমিটির সম্পাদকের বাড়িতে আক্রমণের চেষ্টার অভিযোগ উঠে আসে। গোটা ঘটনাটি পুলিশের সামনে ঘটলেও এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। সন্ধ্যায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলেই দাবি করেছেন।

কৌশলে গণতান্ত্রিক অধিকারকে

● প্রথম পাতার পর

লুটরাজ অবাধে চলতে পারে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকার লুটের পাহাড়কে লজ্জার স্মারকে পরিণত করছে। কারণ সমস্ত নীতি আজ পুঁজিপতিদের সুবিধা ও শ্রমজীবী মানুষের ক্ষতির জন্য তৈরি হচ্ছে।

দেশজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের দুঃস্থ অবস্থার চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপির শাসন থাকলেও শ্রমিকদের জীবনযুদ্ধ আরও কঠিন হয়ে উঠছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন শোষণের এই শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরল রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের ঐতিহ্য স্মরণ করে এদিন মানিক সরকার বলেন, এই সরকারগুলি সবসময় গণতান্ত্রিক অধিকার ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় লড়াই করেছে। তাঁর দাবি, বর্তমানে শুধুমাত্র কেরলেই গণতান্ত্রিক সরকার টিকে আছে, আর সেটিকেও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে বিজেপির মদতে।

বামপন্থী আন্দোলনের পুনরুজ্জীবনের আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে জনগণকেন্দ্রিক রাজনৈতিক বিকল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ চলছে। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকেই বর্তমান সঙ্কটের মূল কারণ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আদর্শগত ও রাজনৈতিক লড়াই অপরিহার্য।

এদিন তিনি আটি বলেন, শাসক দল জনগণের জাগরণকে ভয় পাচ্ছে। বাধা যতই আসুক, জনগণ জয়ী হবেই। লাল পতাকা হাতে সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলুন, জনগনের প্রতি তাঁর আহবান।

নৃপেন্দ্র মিশ্র রাম মন্দির নির্মাণের পরিদর্শন, ২৫ নভেম্বর পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান নিয়ে বিশেষ প্রস্তুতি

অযোধ্যা, ১০ নভেম্বর - রাম জন্মভূমি মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র, ২৫ নভেম্বর রাম মন্দিরে অনুষ্ঠিতব্য ”ধ্বজ” (পতাকা) উত্তোলন অনুষ্ঠানের পূর্বে মন্দির প্রাঙ্গণের চলমান নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেছেন।

এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যম -কে মিশ্র বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ২৫ নভেম্বর অযোধ্যায় আসবেন, এবং প্রধান অনুষ্ঠানটি মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা পরিদর্শনের জন্য এসেছেন এবং অন্যান্য বিশেষ প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং এটি বছরের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পতাকা উত্তোলন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, যা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। পতাকাটি পবিত্র সোনালি রঙের হবে এবং এতে সূর্যদেবের প্রতীক থাকবে।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফরের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা ও পরিকল্পনা চলছে। আমরা নিশ্চিত করছি যে, প্রধানমন্ত্রী মন্দিরের প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করতে পারবেন এবং চলমান নির্মাণ কাজের উপর একটি পর্যালোচনা করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী পুরো পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করা হবে।'

পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে মিশ্র সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা চাই যে, পতাকাটি মন্দিরের মূল শিখরে উত্তোলিত হোক। এজন্য কিছু প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করছেন, যাতে ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠানটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।'

তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, রাম মন্দিরের মূল স্থাপনা এবং ছয়টি উপাসনালয়, যা মহাদেব, গনেশ, হনুমান, সূর্যদেব, মা ভাগবতী, মা অন্নপূর্ণা এবং শ্রী শেষ অবতারের জন্য নিবেদিত, ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

মিশ্র আরও বলেন, 'এখন মন্দির প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যবর্ধন এবং বাগান গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। এখন যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ”রাম পরিবার” মন্দিরের প্রথম তলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওই দিন, প্রধানমন্ত্রী যখন ”ধ্বজ” উত্তোলন করবেন, তখন ”রাম পরিবার” এর আরতি সম্পন্ন হবে। এটি একটি অত্যন্ত পবিত্র অনুষ্ঠান হবে এবং এই প্রোগ্রামের জন্য ৬,০০০-৮,০০০ জন অতিথির তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'রাম মন্দিরের শিখরে পতাকা উত্তোলন একটি ধর্মীয় ঘোষণার মতো, যা সমস্ত ভক্তকে জানিয়ে দেয় যে, মন্দিরসহ এর বাইরের নিরাপত্তা প্রাচীর ”পারকোটা” সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সকল ভক্তকে মন্দিরে আসার এবং প্রার্থনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।'

এদিকে, অযোধ্যার অবকাঠামো উন্নয়নও মন্দির নির্মাণের সাথে সমান্তরালভাবে চলমান রয়েছে। সরকার অযোধ্যা, বারাণসী, মথুরা, চিত্রকূট এবং প্রয়াগরাজের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ উন্নত করতে ৪,৫৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়া, বৌদ্ধ সার্কিট উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ৪,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা সারনাথ, কুশীনগর, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী এবং অন্যান্য স্থানগুলিকে উন্নত করবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আইএমডি'র শীতকালীন পূর্বাভাস: উত্তরের রাজ্যগুলোতে তাপমাত্রা ব্যাপকভাবে কমবে, ঠাণ্ডা জিনিসপত্রের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ

নয়া দিল্লি, ১০ নভেম্বর : ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগামী কয়েক দিনেই দেশটির উত্তরের এবং মধ্য ভারতের রাজ্যগুলোতে শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। বিশেষত, হিমালয় অঞ্চলগুলোতে তুষারপাত এবং বৃষ্টিপাতের কারণে রাতের তাপমাত্রা অনেক রাজ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। আবহাওয়া দফতর জনগণকে দ্রুত তাপমাত্রার পতনের জন্য প্রস্তুতি নিতে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে।

আইএমডি জানিয়েছে, একটি নতুন পশ্চিমী দিক থেকে আসা দুর্যোগ আগামী কয়েক দিন জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে তুষারপাত ও বৃষ্টিপাত সৃষ্টি করবে। এর ফলে আশেপাশের রাজ্যগুলোতে রাতের তাপমাত্রা অত্যন্ত কমে যাবে এবং পশ্চিম ও উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর আবহাওয়া শীতল হয়ে যাবে।

আইএমডি জানিয়েছে যে রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪-৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গেছে এবং সন্ধ্যাগুলি সেগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিশেষ করে, দক্ষিণ পঞ্জাব, দক্ষিণ হরিয়ানা এবং দিল্লি অঞ্চলেও সন্ধ্যার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেছে।

রাজস্থানের ১২টি জেলা ইতোমধ্যে শীতের অনুভূতি পেতে শুরু করেছে, যেখানে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমেছে। সিকার জেলার তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে গেছে, যা এই বছর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ঠাণ্ডা রেকর্ড। আলওয়ার, ঝুনঝুনু এবং উদয়পুরেও শীতের তীব্রতা অনুভূত হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশে ভোপাল, রাজগড়, ইন্দোর এবং শাজাপুরে তাপমাত্রা কমেছে, যেখানে রাজগড়ে তাপমাত্রা ৭ঙ্গঙ্খ রেকর্ড করা হয়েছে। আইএমডি পরামর্শ দিয়েছে যে, এই ঠাণ্ডা প্রবাহ আরও তীব্র হতে পারে, কারণ পশ্চিমী দুর্যোগের পর ঠাণ্ডা উত্তর-পশ্চিম বাতাসের প্রভাব থাকবে।

শীতের প্রভাব বিহার, পঞ্জাব এবং ছত্তিশগড়েও ছড়িয়ে পড়ছে, যেখানে তাপমাত্রা মৌসুমিক গড়ের নিচে নেমে গেছে। পাটনার তাপমাত্রা ১৭.৮ঙ্গঙ্খ এবং ছত্তিশগড়ের পেন্দ্র ৯ঙ্গঙ্খ রেকর্ড করেছে, যার ফলে ছত্তিশগড়ের সুরগুজা জেলা জন্য শীত প্রবাহ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

পঞ্জাবেও রাতের তাপমাত্রা ২ঙ্গঙ্খ কমে গেছে। আইএমডি কৃষক এবং যাত্রীদের জন্য পরামর্শ দিয়েছে যে, তারা যেন খুব সকালে বা রাতে বের হওয়ার সময় কুয়াশা এবং জমাট বরফ থেকে সাবধান থাকে।

উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোতে শীতের তীব্রতা বাড়লেও দক্ষিণ ভারত এখনও তুলনামূলকভাবে মৃদু আবহাওয়া বজায় রেখেছে। চেন্নাইতে আংশিক মেঘলা আকাশের সঙ্গে বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং তাপমাত্রা ২৫ঙ্গঙ্খ থেকে ৩২ঙ্গঙ্খ এর মধ্যে থাকবে। আইএমডি দক্ষিণ ভারতের শহরগুলোতে কোনো তীব্র আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়নি, তবে তিরুবনন্তপুরমে বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আইএমডি জনগণকে রাতের তাপমাত্রা দ্রুত কমে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছে। বিশেষভাবে, যেসব এলাকার তাপমাত্রা দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে, সেগুলোর জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শীতের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণে, আবহাওয়া দফতর সকলকে গরম কাপড় পরিধান করার পরামর্শ দিয়েছে, এবং খুব সকালে বা রাতে ঠাণ্ডা বাতাসে অতিরিক্ত সময় কাটানো এড়াতে বলা হয়েছে। কুয়াশাযুক্ত এলাকায় গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকার জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, কৃষকদের জমির ফসল এবং প্রাণীদের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে এবং স্থানীয় আবহাওয়া দফতরের আপডেট পর্যবেক্ষণ করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, আবহাওয়া বিশ্লেষকরা জানান, শীতের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য লা নিনা এর প্রভাবও থাকতে পারে। লা নিনা, যা এল নিনো সাউদার্ন অস্কিলেশন -এর ঠাণ্ডা পর্যায়, হিমালয় অঞ্চলে শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে এবং দক্ষিণ এশিয়ার কিছু অঞ্চলে শীতকালের তীব্রতা বা বর্ষা বাড়াতে পারে।

এভাবে, ভারতের উত্তর এবং মধ্যাঞ্চলে শীতকালীন তীব্রতা একেবারে বাড়ানোর পূর্বাভাসে জনসাধারণকে আগেভাগে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

রক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং : ২০২৪-২৫ সালে ভারত ১ লাখ ৫১ হাজার কোটি টাকার রক্ষা নির্মাণ করেছে

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : রক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আজ জানান যে, ভারত ২০২৪-২৫ সালে প্রায় ১ লাখ ৫১ হাজার কোটি টাকার রক্ষা নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে রক্ষা সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান (ডিপিএসইউ) এর অবদান ৭১.৬ শতাংশ। তিনি এই ঘোষণা দেন দিল্লির বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে অবস্থিত অত্যাধুনিক ডিপিএসইউ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

রাজনাথ সিং বলেন, 'দেশের রক্ষা উৎপাদনে ডিপিএসইউগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। তারা স্বদেশী প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভারতের আত্মনির্ভরতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।' তিনি আরও যোগ করেন যে, ভারতীয় রক্ষা রপ্তানি এখন ৬,৬৯৫ কোটি টাকা পৌঁছেছে, যা দেশের স্বদেশী প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক আস্থা বৃদ্ধির প্রমাণ।

মন্ত্রী ডিপিএসইউগুলোর প্রতি অনুরোধ জানান, "ভারতকে একটি বৈশ্বিক রক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গবেষণা, স্বদেশীকরণ এবং রপ্তানি বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিন।"

এছাড়াও, তিনি ডিপিএসইউগুলোর বিভিন্ন সফল অভিযান যেমন ”অপারেশন সিন্দুর” এর কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এই অভিযানে তারা নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে, যা আমাদের স্বদেশী প্ল্যাটফর্মের বিশ্বস্ততা এবং ক্ষমতার চিত্র তুলে ধরে।'

রাজনাথ সিং বিশেষভাবে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য শতভাগ সবুজ শক্তি রূপান্তরের লক্ষ্যে ভারত অপটেল লিমিটেড এবং ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের প্রশংসা করেন।

ডিপিএসইউ ভবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, এটি সকল ডিপিএসইউগুলোর মধ্যে সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং সমন্বয়ের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

এই অনুষ্ঠানে, মন্ত্রী ১৬টি ডিপিএসইউ-এর বার্ষিক কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের উদ্বোধন করেন। মন্ত্রী মিউনিশনস ইন্ডিয়া লিমিটেড, আর্মর্ড ভেহিক্যালস কর্পোরেশন লিমিটেড, ভারত অপটেল লিমিটেড এবং হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড লিমিটেডকে ”মিনিরত্ন শ্রেণী-১” পদবী প্রদান করেন।

এছাড়াও, রাজনাথ সিং এইচএএল-এর নতুন গবেষণা ও উন্নয়ন ম্যানুয়াল এবং ”স্ব-টেকসই এবং গ্রিন ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং” শীর্ষক একটি রিপোর্টের প্রকাশনার উদ্বোধন করেন, যা রক্ষা খাতের নানান খাতে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারের দিকে আলোকপাত করে। এ অনুষ্ঠানে রক্ষা রাজ্য মন্ত্রী সঞ্জয় সেথ এবং রক্ষা উৎপাদন সচিব সঞ্জীব কুমারও উপস্থিত ছিলেন।

মহিলাদের উদ্যোগে প্রশংসনীয় রক্তদান শিবির পালাটানায়

উদয়পুর, ১০ নভেম্বর:কাকড়াবন ব্লকের অন্তর্গত পালা টানা ও পূর্ব পালা টানা পঞ্চায়েতের ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন (টিআরএলএম)-এর দিদিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আজ এক প্রশংসনীয় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আজ দুপুর বারোটায় প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ মহিলাদের উদ্যোগে পালাটানা পঞ্চায়েত অফিস মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই রক্তদান শিবির।

রক্তদান শিবিরে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত ৫০ জনেরও বেশি রক্তদাতা রক্তদান করেন। 'রক্তদান জীবনদান'এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়, কাকড়াবন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুপ্রিয়া মজুমদার, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শিল্পী দাস, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব দাস, পালাটানা পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা নমঃ দাস, সি.এল.এফ. সভাপতি টুলটুল দেববর্ধনসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

সভায় বক্তারা রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বিশেষ করে মহিলাদের এই ধরনের মানবিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে টিআরএলএম দিদিদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য, যা নারী শক্তির সমাজসেবামূলক ভূমিকার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অক্টোবর মাসের বেতনের দাবিতে খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন খোয়াই সমগ্র শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের

আগরতলা, ১০ নভেম্বর:অক্টোবর মাসের বেতন এখনও পর্যন্ত পাননি খোয়াই জেলার সমগ্র শিক্ষার আওতাধীন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এর প্রতিবাদে সোমবার সমগ্র শিক্ষা খোয়াই জেলার কর্মচারীদের প্রতিনিধিদল খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিক স্বপন সরকারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন।

শিক্ষকরা জানিয়েছেন, রাজ্যের অন্যান্য জেলায় সমগ্র শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন হয়ে গেলেও খোয়াই জেলার কর্মচারীরা এখনো বেতন পাননি। বেতন না পাওয়ায় চরম আর্থিক সমস্যার মুখে পড়েছেন। পরিবার চালানো থেকে শুরু করে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোসব ক্ষেত্রেই পড়ছে বাধা।

প্রতিনিধিদল জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছে দ্রুত বেতন প্রদান এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের বিলম্ব যাতে না ঘটে, তার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানায়।

জেলা শিক্ষা আধিকারিক স্বপন সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে আশাকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি , আগরতলা, ১০ নভেম্বর:ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং প্রথম সারির স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, গত ৬ নভেম্বর, ২০২৫ মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে এলাকার আশাকর্মীদের ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ, শনাক্তকরণ এবং প্রাথমিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জাতীয় পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অধীনে পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে আইইসি কনসালটেন্ট জয়দীপ দত্ত, ম্যালেরিয়া টেকনিক্যাল সুপারভাইজার বিকাশ দত্ত এবং ল্যাব টেকনিশিয়ান হাসিনা দেববর্মা প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তারা ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ, দ্রুত রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি, সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করার গুরুত্ব এবং পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে আশাকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই উদ্যোগে মূল উদ্দেশ্য হলো ম্যালেরিয়ার রোগ সম্পর্কে আশাকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। তাদের মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ এবং দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

অসম মন্ত্রীসভা বৈঠক: বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ বিল পাস, শাস্তি ৭ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গুয়াহাটী, ১০ নভেম্বর : অসম সরকারের মন্ত্রীসভা রবিবার একটি নতুন বিল অনুমোদন করেছে, যা রাজ্যে বহুবিবাহকে অবৈধ ঘোষণা করবে। 'অসম বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ বিল, ২০২৫' নামে পরিচিত এই বিলের আওতায়, যে কোনো ব্যক্তি যদি তার পূর্ববর্তী বিবাহ বৈধ থাকে এবং সে যদি তার আগের স্ত্রীর থেকে আইনি বিচ্ছিন্ন না হয় বা ডিভোর্সের আদেশ না পায়, তবে তাকে বহুবিবাহ করা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অভিযুক্তদের ৭ বছর পর্যন্ত কঠোর কারাদণ্ড হতে পারে।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, ২৫ নভেম্বর রাজ্য বিধানসভায় বিলটি উত্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, "এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার উদ্দেশ্য মহিলাদের অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষা করা। আমরা একটি বিশেষ তহবিল গঠন করব, যাতে বহুবিবাহের শিকার মহিলাদের জীবনযাত্রার জন্য সহায়তা প্রদান করা যায়," বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই বিলের আওতায়, যারা একটি বৈধ বিবাহ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ করবেন, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শর্মা জানান, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া আবেগিক এবং আর্থিক ক্ষতির প্রতিকার করা হবে।

তবে, মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, এই আইনটি প্রথম দিকে ভারতের ষষ্ঠ সূচী এলাকাগুলিতে প্রযোজ্য নাও হতে পারে, যেগুলি সংবিধানের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত উপজাতীয় অঞ্চল, যেমন বডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল, কার্বি আংলং এবং দিমা হাসাও। সরকার, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

এটি অসম সরকারের একটি বৃহত্তর সামাজিক সংস্কার কর্মসূচির অংশ, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মহিলাদের প্রতি সহিংসতা এবং বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নেওয়া হয়েছে।

বায়োটেকনোলজি এখন গবেষণাগারের বাইরে, বাস্তব জীবনে সমস্যার সমাধান দিচ্ছে: ড. জিতেন্দ্র সিং

নয়া দিল্লি, ১০ নভেম্বর : আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, বায়োটেকনোলজি এখন আর কেবল গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ নয়, এটি স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি এবং শিল্পে বাস্তবসম্মত সমাধান প্রদান করছে। তিনি এই মন্তব্যগুলো করেছিলেন দ্বিতীয় বায়োটেকনোলজি রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন কাউন্সিল-বিআরআইসি ফাউন্ডেশন দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময়। মন্ত্রী বলেন, ভারত এখন বায়োটেকনোলজির ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক নেতৃস্থানীয় অবস্থানে পৌঁছেছে, যা সরকারি এবং বেসরকারি খাতের যৌথ প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। ডঃ সিং যোগ করেন, দেশটি বায়োটেক করিডোরের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে, যা বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির একটি নতুন যুগের প্রতীক।

অনুষ্ঠান চলাকালীন, মন্ত্রী বিআরআইসি-বিআরআইএসি উদ্যোগে 'এন্টারপ্রেনার-ইন-রেসিডেন্স' প্রোগ্রাম উদ্বোধন করেন, যা তরুণ উদ্ভাবকদের কাটিং-এজ বায়োটেক আইডিয়াগুলোকে সফল উদ্যোগে পরিণত করার জন্য শক্তি প্রদান করবে।

ধর্মনগর থেকে আগরতলায় পুলিশি পাহারায় জ্বালানী ট্যাংকার পরিবহন নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর,১০ নভেম্বর: ধর্মনগরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চলমান সংঘাতের জেরে জেলাজুড়ে তৈরি হয়েছে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। নিরাপত্তার স্বার্থে গত তিন দিন ধরে ধর্মনগর ডিপো থেকে আগরতলা পর্যন্ত পেট্রোল ও ডিজেলবাহী ওয়েল ট্যাংকারগুলি পুলিশ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পাঠানো হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন পুলিশি এসকর্টে ট্যাংকারগুলো রওনা হচ্ছে যাতে পরিবহনে কোনোরকম বিঘ্ন না ঘটে। তবে এই দৃশ্য অনেকের মনে পুরনো দিনের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। যখন উগ্রপন্থী সময়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘিরে সাধারণ মানুষ ও পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করত।

এদিকে প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং জ্বালানি সরবরাহ যাতে ব্যাহত না হয়, সেই দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

উন্নয়নের আলো থেকে বঞ্চিত কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের হাজরাবাড়ি পাড়া

আগরতলা, ১০ নভেম্বর: উন্নয়নের আলো আজও যেন পৌঁছয়নি পাহাড়ের কোলে থাকা কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের হাজরাবাড়ি পাড়ায়। মুঙ্গিয়াকামী আরডি ব্লকের এই প্রত্যন্ত জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামের মানুষদের জীবনে প্রতিদিনই এক নতুন সংগ্রাম। আদিকাল থেকে তারা জঙ্গল থেকে লাকড়ি কুড়িয়ে এনে চুলায় আগুন জ্বালিয়ে রান্না করেন। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস কানেকশন তাদের ঘরে পৌঁছেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সিলিন্ডারে গ্যাস ভরার টাকা আজও নাগালের বাইরে। এক জনজাতির গলায় বিষণ্নতা "গ্যাস পাইছি, কিন্তু গ্যাস ভরার পয়সা কই? তাই আবার জঙ্গলে যাই, কাঠ কুড়িয়ে আনি, ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যায়, কিন্তু উপায় নাই।"এই কথাতেই লুকিয়ে আছে উন্নয়নের এক নির্মম বাস্তবতা যেখানে সরকারি প্রকল্পের নাম আছে, কিন্তু সুফল নেই। হাজরাবাড়ির জনজাতি মানুষদের জীবনে উজ্জ্বলার আলো এখনো নিভু নিভু।

এলাকার মানুষদের ক্ষোভ, এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণ উদাসীন। ক্ষমতাসীন তিপ্রা মথা সরকারের অধীনে থেকেও তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। গ্রামবাসীদের দাবি, "মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাকে এলাকায় এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে, খোঁজখবর নিতে দেখেছি। কিন্তু তিপ্রা মথার নির্বাচিত প্রতিনিধি ইএম কমল কলই প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলেও, কখনো থেমে আমাদের দুঃখ-কষ্ট শোনেন না।"এলাকার সবচেয়ে বড় সমস্যা পানীয় জলের অভাব।

গ্রামে কোনো নলজল প্রকল্প নেই, ফলে প্রতিদিনই মেয়েরা ও বৃদ্ধারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে পাহাড়ের চূড়া থেকে জল টেনে আনেন। সেই জলই পান ও রান্নার একমাত্র ভরসা। শুষ্ক মৌসুমে পাহাড় চুষা সেই জলও শুকিয়ে গেলে দেখা দেয় তীব্র জলসংকট।এই গ্রামে আজও বিদ্যুৎ অনিয়মিত, চিকিৎসার ব্যবস্থা সীমিত, শিক্ষার পরিকাঠামো দুর্বল। তবুও এই মানুষগুলো হাসি মুখে বেঁচে থাকেন পাহাড়, বন আর কষ্টের সঙ্গে মিশে।

উজ্জ্বলা যোজনার প্রতিশ্রুতি তাদের ঘরে পৌঁছালেও, 'উন্নয়নের আগুন' আজও জ্বলেনি তাদের রান্নাঘরে। হাজরাবাড়ি যেন গোটা তেলিয়ামুড়া মহকুমার প্রতীক যেখানে উন্নয়নের ঘোষণাপত্র আছে, কিন্তু বাস্তব নেই।হাজরাবাড়ির এক বৃদ্ধ জনজাতি নাগরিকের কণ্ঠে গভীর আক্ষেপ "আমরা তো কেবল শুনি, সরকার উন্নয়ন করছে। কিন্তু পাহাড়ে সেই উন্নয়নের হাওয়া এখনো লাগে নাই।"এই এক বাক্যেই যেন উঠে আসে পাহাড়ি জনজীবনের চিরন্তন হাহাকার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি আছে, কিন্তু বাস্তবতার আগুন নেই।

সোনামুড়ায় নেশা কারবারে যুক্ত দুই যুবক গ্রেফতার

সোনামুড়া, ১০ নভেম্বর: নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সোনামুড়া থানার পুলিশ গতরাতে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দুই অভিযুক্তের নাম সমীর মিয়া ও ইহীদ মিয়া। তারা দু'জনই সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কমলনগর কৃষ্ণদোলা এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর সোনামুড়া থানা ও ৮১ নং ব্যাটালিয়নের বিএসএফের যৌথ অভিযানে এক ড্রাগ পেডলার, মো. মুস্তাফাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছিল মোট ১০২ কেজি গাঁজা। বর্তমানে তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন। তদন্তে জানা যায়, ওই মামলার সঙ্গেই যুক্ত থাকার অভিযোগে এবার সমীর মিয়া ও ইহীদ মিয়াকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের ধারণা, এই চক্রের আরও কয়েকজন সদস্য এখনো এলাকায় সক্রিয় রয়েছে। তাই নেশা কারবার দমনে পরবর্তী পর্যায়ে আরও অভিযান চালানো হতে পারে বলে সূত্রে খবর।

গোমতী জেলা হাসপাতালে একদিনে ১২টি সফল অপারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ নভেম্বর: গোমতী জেলা হাসপাতালে আজ একদিনে ১২টি সফল অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। যা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির লক্ষণ। এই ১২টি অপারেশনের মধ্যে অমরপুরের এক মহিলার স্তন ক্যান্সারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনও করা হয়েছে। হাসপাতালের সার্জন ডাঃ বিশ্বজিৎ পাল এই সাফল্যের কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, ক্যান্সার অপারেশন ছাড়াও আরও ৫টি মেজর এবং ৬টি মাইনর অপারেশন আজ করা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচারগুলিতে ডাঃ পালের সঙ্গে ছিলেন ডাঃ অমরেশ ভৌমিক এবং ডাঃ মৌটুসী চৌধুরীও। ডাঃ পাল আরও জানান, প্রতিটি অপারেশনই প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়েছে।

এই নিয়ে গত এক সপ্তাহে গোমতী জেলা হাসপাতালে মোট ৫২টি অপারেশন করা হয়েছে এবং গত এক মাসে তা ২০০ ছাড়িয়ে গেছে। স্ত্রী রোগ, জেনারেল সার্জারি, চক্ষু, নাক-কান-গলা, অস্থি বিভাগ সহ হাসপাতালের সবকটি বিভাগ থেকে এই অপারেশনগুলি করা হয়েছে। এদিকে, হাসপাতালকে জাতীয় কোয়ালিটি এস্যুরেন্সের আওতায় আনার জন্য জোর কদমে কাজ চলছে। হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেনডেন্ট ডাঃ কাজল কুমার দাস জানান, হাসপাতালের পরিষেবাকে আরও স্থায়ীভাবে উন্নত করতে প্রতিটি বিভাগে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডের জায়গা বাড়ানো হয়েছে এবং পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই স্ত্রী ও শিশু বিভাগকে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই বহুমুখী কাজের মাধ্যমে গোমতী জেলা হাসপাতাল সাধারণ মানুষের উন্নত স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। গোমতী জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
11-11-2025, 01:15

াঙ্গন

রঞ্জি ট্রফি : আসামকে ইনিংসে হারানোর লক্ষ্যে এগিয়ে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বোনাস সহ ৭ পয়েন্টের হাতছানি ত্রিপুরা দলের সামনে। রঞ্জি ম্যাচে চালকের আসনে ত্রিপুরা। আসামকে সরাসরি ইনিংসে পরাজয়ের প্রহর গুনে চলেছে মনি শংকরের নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা রঞ্জি দল। আসাম ম্যাচে সাত পয়েন্ট প্রাপ্তি থেকে ত্রিপুরা আর ৭ উইকেট দূরে। খেলার বাকি পুরো একদিন। ইনিংস পরাজয় এড়াতে হলে সফরকারী আসামকে আরও ২৮৭ রান সংগ্রহ করতে হবে। হাতে উইকেট রয়েছে সাতটি। আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে আয়োজিত রঞ্জি ম্যাচে ত্রিপুরার গড়া প্রথম ইনিংসের ৬০২ রানের জবাবে আসাম তাদের প্রথম ইনিংস ২৩৮ রানে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। প্রথম ইনিংসে লিড পায় ত্রিপুরা। ফলোঅনে আসাম ফের ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২৯ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে ৭৮ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। আসামের পক্ষে প্রথম ইনিংসে শিব শংকর রায়ের অপরাজিত ৮৪ রান উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা দলের বোলার স্বপ্নীল সিং ২৯ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছেন। এছাড়া মনিশঙ্কর মুরাসিং ও অভিজিৎ সরকার দুটি করে এবং রানা দত্ত ও অজয় সরকার একটি করে উইকেট পেয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় আসামের দলনেতা দেনিশ দাস ২০ রানে এবং গাদীগাওনকর ৯ রানে উইকেটে রয়েছেন । রানা দত্ত স্বপ্নীল সিং ও অজয় সরকার প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন।

রাহুলের ৫ উইকেট : বাধারঘাটকে হারিয়ে কো-ফাইনালের লক্ষ্যে দশমীঘাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে দশমী ঘাট প্লে সেন্টার। লক্ষ্য রাখছে মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে খেলার। গ্রুপ এ-তে প্রথম দুটি ম্যাচে হারলেও পরবর্তী ম্যাচে যথাক্রমে জয় ছিনিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের পথ প্রশস্ত করে নিচ্ছে। অবশিষ্ট দুটি ম্যাচে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে মূল পর্বে খেলতে চাইছে দশমীঘাট প্লে সেন্টারের খেলোয়াররা।

আজ, সোমবার তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে দশমী ঘাট প্লে সেন্টার ৬ উইকেটের ব্যবধানে বাধারঘাট প্লে সেন্টার কে পরাজিত করে শেষ আটের লক্ষ্যে নিজেদের অবস্থান আরও একধাপ এগিয়ে নিয়েছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে বাধারঘাট প্লে সেন্টার ৩৮.৩ ওভার খেলে ১০৯ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে দশমী ঘাট প্লে সেন্টার ১৬ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের রাহুল মিয়া ৯.৩-৩-২৮-৫ অর্থাৎ দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে প্রশান্ত বিশ্বাস সর্বাধিক ২৮ রান পেয়েছিল।

এছাড়া, জয়ন্ত সাহা পেয়েছে ২২ রান। বাধার ঘাটের প্রসেনজিৎ সরকার ৩৭ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছিল।

সঞ্জুকে নিতে মরিয়া চেন্নাই, ধোনির দল ছেড়ে দিতে পারে আইপিএল জেতানো জাডেজাকে, সঙ্গে আরও এক ক্রিকেটারকে চায় রাজস্থান

মহেন্দ্র সিংহ ধোনির বিকল্প হিসাবে সঞ্জু স্যামসনকে নেওয়ার চেষ্টা অনেক দিন আগেই শুরু করেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। মাঝে কিছু দিন আলোচনা বন্ধ থাকলেও আইপিএলের মিনি নিলামের আগে সেই আলোচনা গতি পেল। সঞ্জুকে নেওয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর তারা। এতটাই যে অতীতে আইপিএল জেতানো রবীন্দ্র জাডেজাকেও ছেড়ে দিতে রাজি চেন্নাই। সঙ্গে আরও এক ক্রিকেটারকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। সেই ক্রিকেটার হতে পারেন স্যাম কারেন।

'ক্রিকইনফো' ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, দুই পক্ষের মধ্যেই কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু কোনও পক্ষই খবরের সত্যতা স্বীকার করতে চায়নি। যদিও রাজস্থান এবং চেন্নাই দুই দলই আইপিএলে কর্তৃপক্ষের কাছে সম্ভাব্য বিনিময় নিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে। আইপিএলের ক্রিকেটারদের বিনিময়ের নিয়ম অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারদের লিখিত অনুমতি পেলে তবেই চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে পারবে দুই দল। সংবাদ সংস্থাকে চেন্নাই দলের এক কর্তা বলেছেন, "সকলেই জানে আমরা সঞ্জুকে নিতে কতটা আগ্রহী। এই ট্রেডিং উইন্ডোতেই আমরা ওকে দলে নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছি। রাজস্থান এখনও চূড়ান্ত কিছু জানায়নি। ওরা বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে ভাবছে। আমরা আশাবাদী যে সঞ্জু চেন্নাইয়ের হয়ে খেলবে।"

সঞ্জু এবং জাডেজা, দু'জনেই নিজেদের দলের হয়ে দীর্ঘ দিন খেলছেন। রাজস্থানের হয়ে ১১ বছর খেলছেন সঞ্জু। জাডেজা চেন্নাইয়ের হয়ে খেলছেন ২০১২ থেকে। মাঝে দু'বছর চেন্নাই নির্বাসিত থাকার সময় তিনি অন্য দলের হয়ে খেলেছেন। ২০২৩ সালের ফাইনালে শেষ ২ বলে ১০ রান করে চেন্নাইকে আইপিএল জিতিয়েছিলেন জাডেজা। মহেন্দ্র সিংহ ধোনির খুব ঘনিষ্ঠ ক্রিকেটার তিনি।

যে হেতু চেন্নাই দল গঠনে ধোনির অনেকটাই ভূমিকা থাকে, তাই জাডেজাকে শেষ পর্যন্ত ছাড়া হবে কি না তা নিয়ে জল্পনা চলছে। ২০২৫-এর মহা নিলামের আগে ১৮ কোটি টাকায় ধরে রাখা হয়েছিল জাডেজাকে। অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের পরেই নাম ছিল তাঁর। চেন্নাইয়ের পাঁচটি ট্রফি জয়ের তিনটিতেই দলের সদস্য ছিলেন জাডেজা। মাত্র এক বছরের মধ্যে তাঁকে কেন ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। আইপিএলের শুরুর দিকে রাজস্থানের হয়েই খেলেছেন জাডেজা। ২০০৮-এ প্রথম আইপিএল জেতা রাজস্থানের ক্রিকেটার হিসাবেই। ক্রিকেটজীবনের শেষ প্রান্তে হয়তো পুরনো দলেই প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে তাঁর।

অন্য দিকে, গত বছর রাজস্থানের দল পরিচালন সমিতির সঙ্গে একাধিক বিষয়ে মতান্তর হয়েছিল সঞ্জুর। আইপিএল শেষ হওয়ার পরেই জানিয়েছিলেন, রাজস্থানের হয়ে আর খেলতে চান না। সঞ্জু নিজেও চেন্নাইয়ে যোগ দিতে উৎসাহী বলে জানা গিয়েছে।

'আর পরীক্ষানিরীক্ষা নয়', টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে সূর্য-গম্ভীরদের সতর্কবার্তা প্রাক্তন ক্রিকেটারের

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নিয়েছে ভারত। এরপর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট, ওয়ানডের সঙ্গে টি-টোয়েন্টিও আছে। সামনের বছর ক্রিকেটের ছোট ফরম্যাটের বিশ্বকাপ। তার আগে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, কোচ গৌতম গম্ভীরকে সতর্ক করছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া। তাঁর সাফ বক্তব্য, বিশ্বকাপের আগে দল নিয়ে যেন আর কোনও পরীক্ষা না হয়।

এই পরীক্ষানিরীক্ষার আদর্শ উদাহরণ দেখা গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে। ওপেনিংয়ে অভিষেক শর্মা ও শুভমান গিলের জায়গা শুধু বদলায়নি। বাকি সব জায়গাতেই বদল এসেছে। কখনও সঞ্জু স্যামসন বা শিবম দুবেকে তিন নম্বরে ব্যাট করতে পাঠানো হয়েছে। সূর্যর জায়গা নিয়েও এক্সপেরিমেন্ট চলছে। এশিয়া কাপ ফাইনালের সেরা তিলক বর্মাকে শেষ ম্যাচে সুযোগ দেওয়া হয়নি। ওয়াশিংটন সুন্দরকে কখনও ফিনিশারের ভূমিকা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দুরন্ত বল করা সত্ত্বেও কখনও কখনও সেই ভূমিকায় তাঁকে কাজেই লাগানো হচ্ছে না।

যা নিয়ে আকাশ চোপড়া বলছেন, "আশা করি এবার পরীক্ষানিরীক্ষা বন্ধ হবে। দল থেকে তো স্পষ্ট বলা হয়, যে কোনও প্লেয়ারকে যে কোনও জায়গায় খেলানো যায়। যে কোনও প্লেয়ারকে বসানো যেতে পারে। কিন্তু সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ আছে। আমার মতে সেখানে এক্সপেরিমেন্ট করা উচিত নয়। সেটার পালা এবার শেষ। ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বকাপ। তার আগে পরীক্ষানিরীক্ষার আর কোনও দরকার নেই।"সেই সঙ্গে আকাশ বলছেন, "ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ মানে আমাদের অ্যাডভান্টেজ থাকবে। কিন্তু সেই সঙ্গে চাপও থাকবে। আমাদের এখন এমন দল খেলানো উচিত, সেটা সম্ভাব্য একাদশ হতে পারে।" আরেকটি বিষয় হল, বোলারদের মধ্যে কি অর্শদীপ সিংকে বসিয়ে হর্ষিত রানাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে? বিশ্বকাপের আগে কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে গম্ভীরদের।

মেসির রেকর্ড! রোনাল্ডোকে পিছনে ফেলে অনেক এগিয়ে গেলেন লিয়ো

৩৮ বছর বয়সেও গোল করে চলেছেন লিয়োনেল মেসি। পাশাপাশি গোল করাচ্ছেনও তিনি। আমেরিকার মেজর লিগ সকারে ইন্টার মায়ামির হয়ে নাশভিলের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেছেন মেসি। করিয়েছেন একটি গোল। মেসির পায়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের সেমিফাইনালে উঠেছে মায়ামি। এই ম্যাচেই নজির গড়েছেন লিয়ো।

কেরিয়ারে মোট ৪০০ অ্যাসিস্ট করেছেন মেসি। অর্থাৎ, তাঁর পাস থেকে হয়েছে ৪০০ গোল। ফুটবলের ইতিহাসে কোনও ফুটবলার এত অ্যাসিস্ট করেননি। এই ৪০০ অ্যাসিস্টের মধ্যে বার্সেলোনার হয়ে ২৬৯, প্যারিস সঁ জরমঁ-এর হয়ে ৩৪, মায়ামির হয়ে ৩৭ ও আর্জেন্টিনার হয়ে ৬০ অ্যাসিস্ট রয়েছে তাঁর।

মেসির প্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ডো এই তালিকায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন। তিনি কেরিয়ারে ২৫৯ অ্যাসিস্ট করেছেন। তার মধ্যে ক্লাবের হয়ে ২২২ ও দেশের হয়ে ৩৭ অ্যাসিস্ট করেছেন সিআর৭। মেসি ১১১৩ ম্যাচে এই ৪০০ অ্যাসিস্ট করেছেন। রোনাল্ডো ২৫৯ অ্যাসিস্ট করেছেন ১২৬৯ ম্যাচে। অর্থাৎ, প্রতি ২.৭ ম্যাচে একটি করে গোল করিয়েছেন মেসি। রোনাল্ডো সেখানে একটি গোল করিয়েছেন প্রতি পাঁচ ম্যাচে।

তবে গোল করার নিরিখে এগিয়ে রয়েছেন রোনাল্ডো। কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত ৯৫৩ গোল করেছেন তিনি। আর ৪৭ গোল করলে বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে ১০০০ গোলের রেকর্ড হবে তাঁর। মেসি সেখানে কেরিয়ারে ৮৯৪ গোল করেছেন। আর ৬ গোল করলে ৯০০ গোলের মাইলফলক হবে তাঁর।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে জিবি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে শেষ আটের আশা জিইয়ে প্রগতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে বি গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় প্রগতি প্লে সেন্টার ৩৪ রানে জিবি সেন্টারকে পরাজিত করেছে এই জয়ের সুবাদে প্রগতি প্লে সেন্টারের পক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রাখতে পেরেছে। গত কুড়ি দিনের মধ্যে পরপর তিনটি ম্যাচে হেরে প্রগতি প্লে সেন্টারকে কিছুটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল। অতঃপর জয়ে ফিরে শেষ আটের আশা জিইয়ে রাখতে পেরে অনেকটা মনোবল ফিরে পেয়েছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে প্রগতি প্লে সেন্টার ৪০.১ ওভার খেলে ১০৮ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নামলে জিবি প্লে সেন্টারের ব্যাটার্সদের ৭৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য করে প্রগতি প্লে সেন্টারের দুই বোলার দেবপ্রিয় দে ও আইজ্যাক দেববর্মা। দুজনেই চারটি করে উইকেট পেলেও দেবপ্রিয় তার দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। জিবি প্লে সেন্টারের অভয় দেবও চারটি উইকেট পেয়েছিল ১৭ রানের বিনিময়ে। ব্যাটিংয়ে জিবি প্লে সেন্টারের রাজদীপ দেব সর্বাধিক ২৩ রান পেয়েছিল। প্রগতির বিবেক দেব-এর ১৬ রান ও শ্রেষ্ঠাংশু দেব-এর ১৩ রান উল্লেখ করার মতো।

হায়দ্রাবাদের জাতীয় আসরে অংশ নিতে রাজ্যের প্যারা সুইমারদের রওনা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হায়দ্রাবাদ এর উদ্দেশ্যে আগামীকাল রওনা হবে রাজ্য দলের প্যারা সুইমাররা। ১৫ থেকে ১৮ নভেম্বর হায়দ্রাবাদে হবে জাতীয় প্যারা সুইমিং এর আসর। এতে অংশগ্রহণ করবে রাজ্য দলের মোট সাতজন। এর মধ্যে এবার প্রথম অংশগ্রহণ করবে দুইজন মহিলা প্যারা সুইমার। রাজ্য দলের প্যারা স্যুইমার হলো, সমীর বর্মন বিনীত রায়, রাকেশ দেববর্মা, সুকেশ সরকার, গৌরব দেববর্মা, কবিতা দাস ,সুস্মিতা দাস। চিফ কোচ হিসেবে রয়েছেন দীপক দাস। মঙ্গলবার সকালের ট্রেনে তারা রওনা দেবেন হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে। মেয়েদের কোচ হিসেবে থাকবেন মমতা ঘাসি। ছেলেদের কোচ হিসেবে রয়েছেন প্রকাশ দাস। রাজ্য দল রওনা হবার পূর্বে স্পোর্টস কাউন্সিলের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা তাদের প্রত্যেকের সাফল্য কামনা করলেন। তিনি আশাবাদী, রাজ্য দলের প্যারা সুইমাররা নিজেদের সেরাটাই তুলে ধরবে জাতীয় আসরে।

রবিবার রাতেই কলকাতা চলে এলেন গম্ভীর, শুভমন! ইডেন টেস্টের পাঁচ দিন আগেই শহরে ভারতীয় দলের কোচ, অধিনায়ক

শনিবার জানা গিয়েছিল, রবিবার কলকাতায় পা রাখবেন গৌতম গম্ভীর ও শুভমন গিল। সেটাই সত্যি হল। রবিবার রাতেই কলকাতা চলে এলেন ভারতীয় দলের প্রধান কোচ ও অধিনায়ক। শুক্রবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম টেস্ট শুরু। তার পাঁচ দিন আগেই শহরে পা রাখলেন গম্ভীর, শুভমন।

শনিবার অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পরের দিন, অর্থাৎ, রবিবার রাতে কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন ভারতীয় দলের কয়েক জন ক্রিকেটার। শুভমন ছাড়াও জসপ্রীত বুমরাহ, ওয়াশিংটন সুন্দর ও নীতীশ রেড্ডি এসেছেন কলকাতায়। গম্ভীর ছাড়াও দলের বোলিং কোচ মর্নি

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে চাম্পামুড়া, জিবি-র কো: ফাইনাল নিশ্চিত, আরসিসিও জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের তিনটি ম্যাচে বিজয়ী এনএসআরসিসি, চাম্পামুড়া, জিবি প্লে সেন্টার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার লক্ষ্যে নিজেদের পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে। চাম্পামুড়া ৯৩ রানের ব্যবধানে মৌচাককে হারিয়ে এবং জিবি প্লে সেন্টার ১৭০ রানের ব্যবধানে পোলস্টার কে হারিয়ে লাগাতর পঞ্চম ম্যাচে জয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। পঞ্চায়েত মাঠে চাম্পামুড়ার গড়া ১৬১ রানের জবাবে মৌচাক ৬৮ রানে থেমে যায়।

বিজয় দলের মানিষ্ক দেবনাথ ১০ রানে ছয়টি উইকেট এবং ব্যক্তিগত একুশ রান সংগ্রহ করে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডের খেলায় জিবি প্লে সেন্টারের গড়া ২৪৩ রানের প্রত্যুত্তরে পোলস্টারের ইনিংস শেষ হয় ৭৩ রানে। বিজয়ী দলের শ্রেয়াঙ্ক দাস ৯ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়। পশ্চিম নোয়াবাদি স্কুল মাঠে এনএসআরসিসি এর সংগৃহীত ১০৮ রানের জবাবে তরুণ সংঘের ইনিংস ৪৭ রানে গুটিয়ে যায়। বিজয়ী দলের কৌশিক ঘোষ ১০ রানে তিনটি উইকেট এবং ব্যক্তিগত ১৭ রান সংগ্রহ করে ম্যাচের সেরার খেতাব পেয়েছে।

'দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেও রেয়াত করা হবে না'! জাহানারা-কাণ্ডে পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির

মঞ্জুরুল ইসলাম সব অভিযোগ অস্বীকার করলেও বিষয়টি হালকা ভাবে নিচ্ছে না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশের মহিলা দলের প্রাক্তন নির্বাচক মঞ্জুরুলের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ করেছেন জাহানারা আলম। মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়কের অভিযোগ ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটে। বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, কাউকে রেয়াত করা হবে না।

জাহানারার অভিযোগের পর একটি সাংবাদিক বৈঠক করেছেন আমিনুল। সেখানেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, জাহানারার অভিযোগ নিয়ে কী ভাবছে বোর্ড? আমিনুল বলেন, "আপনারা একটা প্রশ্ন করেছেন। আমার জবাব, দোষী প্রমাণিত হলে রেয়াত করা হবে না।" আমিনুল আরও বলেন, "দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেও রেয়াত করা হবে না। আমরা তো সাধারণ ক্রিকেট কর্তা। যদি আমি গিয়ে কাউকে হেনস্থা করি, আর যদি তা প্রমাণিত হয়, তা হলে আমিও শাস্তি পাব। কেউ আইনের ঊর্ধে নন।" তবে সেই সঙ্গে আমিনুল জানিয়েছেন যে, তাঁরা তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না। ন্যায্য তদন্তের কথা বলেছেন তিনি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি বলেন, "যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তা হলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। কিন্তু এই ধরনের অভিযোগের উপর একজনের জীবন নির্ভর করে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কারও জীবন নষ্ট হতে পারে। অভিযুক্তদেরও সময় দিতে হবে। সেই কারণ, তদন্তে সময় লাগবে।"

জাহানারার অভিযোগের পর তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি তারিক উল হাকিম। বাকিরা হলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক রুবাবা দোয়ালা ও দেশের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সিরাজ শুক্ল। তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তদন্ত করে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে।

'ক্রিকবাজ' জানিয়েছে, বাংলাদেশের মহিলা ক্রিকেট দলের সঙ্গে যুক্ত চার আধিকারিককে তদন্তে সহযোগিতার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন, ম্যানেজার গোলাম ফৈয়াজ, ফিজিয়ো সুরাইয়া আখতার, কোচ মাহমুদ ইমন ও কো-অর্ডিনেটর সরফরাজ বাবু। সাংবাদিক বৈঠকে আমিনুলের সঙ্গে ছিলেন বোর্ডের আরও এক কর্তা শানিয়ান তানিম। তিনি বলেন, "বোর্ডের কর্মী হোক বা ডিরেক্টর, অভিযোগ উঠলে সকলের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। যদি তদন্ত কমিটি শাস্তি দিতে বলে, সঙ্গে সঙ্গে তা মানা হবে। কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না।"

প্লীহার ক্ষত সারাতে অস্ত্রোপচার শ্রেয়সের, কেমন আছেন ভারতীয় ব্যাটার? জানাল ক্রিকেট বোর্ড

শ্রেয়স আয়ারের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার পর প্লীহার ক্ষত ঠিক করতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলেও ভারতের এক দিনের দলের সহ-অধিনায়ককে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিৎসকেরা। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিৎ শইকীয়া বলেছেন, শ্রেয়সের কোনও অস্ত্রোপচার হয়নি।শ্রেয়সের ঘনিষ্ঠ সূত্র উল্লেখ করে একটি ক্রিকেট সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে অস্ত্রোপচারের কথা বলা হয়েছিল। যদিও অস্ত্রোপচারের কথা মানতে চাননি বোর্ড সচিব। তাঁর বক্তব্য, বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্ষত ঠিক করেছেন চিকিৎসকেরা। যাকে অস্ত্রোপচার বলা যায় না। তিনি জানিয়েছেন, শ্রেয়স মঙ্গলবার ফোনে কথা বলেছেন। শ্রেয়সের সিডনিবাসী এক বন্ধু বাড়ি থেকে খাবার তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই খাবারই খেয়েছেন ভারতীয় ব্যাটার।শ্রেয়সের শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে শইকীয়া বলেছেন, "চিকিৎসকদের ধারণার থেকে দ্রুত সেরে উঠছে শ্রেয়স। এখন ও অনেক অনেক ভাল রয়েছে। আমি ভারতীয় দলের চিকিৎসক রিজওয়ান খানের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখছি। শ্রেয়সের জন্য তিনি সিডনিতেই রয়েছেন। সাধারণত এই ধরনের চোট সারতে ছয় থেকে আট সপ্তাহ সময় লাগে। তবে শ্রেয়স যে দ্রুততার সঙ্গে উন্নতি করছে, তাতে আরও আগে সুস্থ হয়ে উঠলে অবাক হব না।"বোর্ড সচিব আরও বলেছেন, "চিকিৎসকেরা শ্রেয়সের উন্নতিতে সন্তুষ্ট। স্বাভাবিক কাজ কর্ম করতে শুরু করেছে। আঘাতটা বেশ গুরুতর ছিল। তবে এখন অনেকটাই ভাল রয়েছে। বিপদ কাটিয়ে উঠেছে। সে কারণেই সোমবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওকে আইসিইউ থেকে বের করে এনেছেন।"সচিবের বক্তব্যের আগে শ্রেয়সের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দেয় বিসিসিআই। তাতে লেখা হয়, "২৫ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচ খেলার সময় শ্রেয়স আয়ারের পেটে আঘাত লাগে। তার ফলে তাঁর প্লীহায় ক্ষত তৈরি হয় এবং অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়। আঘাত দ্রুত চিহ্নিত করা হয় এবং রক্তপাত বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ২৮ অক্টোবর আবার স্ক্যান করা হয়েছে। ক্ষতস্থানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়েছে। শ্রেয়স সুস্থ হওয়ার পথে। সিডনি এবং ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ মতো বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম তাঁর সুস্থতার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে।"বোর্ড সচিব জানিয়েছেন, এই ধরনের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে সাত থেকে ১০ দিন থাকতে হয়। শ্রেয়সকেও আরও কয়েক দিন হাসপাতালে থাকতে হবে। সিডনির সেরা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। চিকিৎসকেরা সর্বক্ষণ নজর রাখছেন পরিস্থিতির উপর।যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল সেটাই হল। শনিবারের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে একটি ক্যাচ নিতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আয়ার। সেই চোট অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য ক্রিকেট থেকে ছিটকে দিল তাঁকে। তার বেশি সময়ও মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে তিনি খেলতে পারবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।অস্ট্রেলিয়া সিরিজেই তাঁকে এক দিনের দলের সহ-অধিনায়ক পদে উন্নীত করা হয়েছে। সেই সিরিজের শেষ ম্যাচে চোট পেলেন তিনি। বোর্ডের এক কর্তা 'পিটিআই'-কে বলেছেন, "ম্যাচের সময়েই শ্রেয়সকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ওর পাঁজরে একটা বড় ঝাঁকুনি লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্তত তিন সপ্তাহ ওকে মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে।"ওই কর্তা আরও বলেন, "চোট সারানোর পর আগে বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে যেতে হবে। সেরে উঠতে আরও সময় লাগবে কি না তা বোঝা যাবে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেখার পরেই। যদি হাড়ে চিড় ধরে থাকে তা হলে সারতে আরও সময় লাগতে পারে।"দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে কি তিনি খেলতে পারবেন? ওই কর্তা বলেন, "এখনই তা বলা যাচ্ছে না। যদি সারতে তিন সপ্তাহ লাগে তা হলে ৩০ নভেম্বর প্রথম ম্যাচের ঠিক আগে ও সেরে উঠতে পারে।" শ্রেয়স এই মুহূর্তে টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি দলে নেই। খেলেন শুধু এক দিনের ক্রিকেটেই। সম্প্রতি লাল বলের ক্রিকেট থেকে ছ'মাসের বিরতি নিয়েছেন। এই চোট তাঁকে আরও সমস্যায় ফেলে দিল।তখন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ৩৪তম ওভার চলছিল। শর্ট থার্ড ম্যানে ফিল্ডিং করছিলেন শ্রেয়স। হর্ষিত রানার একটি বল আলেক্স ক্যারের ব্যাটের কানায় লেগে উঠে যায়। শ্রেয়স দৌড়তে থাকেন ক্যাচ ধরবেন বলে। পিছনে ছুটতে ছুটতে তিনি ক্যাচটি ধরেও ফেলেন। তবে টাল সামলাতে না পেরে খারাপ ভাবে মাটিতে পড়েন। তাঁর কোমর মাটিতে আছড়ে পড়ে।ব্যথা যে লেগেছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল শ্রেয়সের মুখ দেখেই। উৎসব করা তো দূর, উঠতেই পারছিলেন না তিনি। সতীর্থেরা ঘিরে ধরেন তাঁকে। ছুটে আসেন চিকিৎসক কমলেশ জৈনও। কোনও মতে চিকিৎসক এবং সাপোর্ট স্টাফদের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান শ্রেয়স। ধীরে ধীরে মাঠ ছাড়েন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে স্ক্যান করা হয়েছে বলেই খবর পাওয়া গিয়েছিল।বোর্ড জানিয়েছিল, শ্রেয়সের পাঁজরের বাঁ দিকে চোট লেগেছে। হাসপাতালে বাকি পরীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছিল। বাকি সময়ে আর ফিল্ডিং করতে নামেননি তিনি। পরিবর্ত হিসাবে যশস্বী জয়সওয়াল ফিল্ডিং করেন। শ্রেয়স ব্যাট করতে নামার আগেই ম্যাচ শেষ হয়ে যায়। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ভারতকে জিতিয়ে দেন।

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

শাসক জোট মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও কালো টাকার উপর নির্ভর করে সরকার চালাচ্ছে : জিতেন্দ্র

আগরতলা, ১০ নভেম্বর: শাসক জোট মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও কালো টাকার উপর নির্ভর করে সরকার চালাচ্ছে। বর্তমানে দুর্নীতি রাজ্য সরকার ও ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-তেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ আগরতলায় শ্রমিক সমাবেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী নেতা ও সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, আজকের সমাবেশে শ্রমজীবী মানুষ, যুব সমাজ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিই অভূতপূর্ব প্রতিরোধের প্রতীক বলে বিবেচিত হবে। তিনি বলেন, কর্মজীবী মানুষকে পরাজিত করা যায় না। আজ আপনারাই তার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা আয়োজনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক আস্তাবল ময়দানে রাজনৈতিক সভা আয়োজনে বাধা সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে, বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপরা মথা জোট এখন দিকহীন ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ সাধারণ মানুষের অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছে।

এদিন শ্রী চৌধুরী সমালোচনা করে বলেন, সরকার হাঁপানিয়া অবকাঠামো উন্নয়নে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও, সেই স্থান এখন গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের পরিবর্তে বাণিজ্যিক মেলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট করেন, আজকের সমাবেশ দান বা অবাস্তব দাবির জন্য নয়। এটি শ্রম, দক্ষতা ও মেধার ন্যায্য মর্যাদার দাবি তোলার আন্দোলন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, শাসক জোট মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও কালো টাকা উপর নির্ভর করে সরকার চালাচ্ছে, এবং দুর্নীতি রাজ্য সরকার ও ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-তেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজ্যে দুর্নীতি, ভয়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক কণ্ঠকে দমন করার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে।

এদিন তিনি তিপরা মথাকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, তিপরা মথা রাজ্যকে তিপ্রাল্যান্ড বানাতে চাইছে, কিন্তু তা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তিপরা মথা 'নো কম্প্রোমাইজ, ওয়ান লাস্ট ফাইট'-এর পর এখন নতুন স্লোগান দিচ্ছে 'ওয়ান নর্থ ইস্ট। তাঁর মতে, জনজাতি সম্প্রদায়ের আবেগকে কাজে লাগিয়ে আসন্ন নির্বাচনে ফায়দা তুলতেই এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মথা।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে চৌধুরী বলেন, যদি সেখানে বিজেপি পরাজিত হয়, তবে তা তাদের জাতীয় স্তরে পতনের সূচনা হতে পারে। তাই জনগণের নিকট তাঁর আহ্বান, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই জোরদার করতে, কারণ রাজ্যে ক্রমবর্ধমান অপরাধ, মাদক সমস্যা ও নৈতিক অবক্ষয় প্রশাসনের ব্যর্থতার চিহ্ন বহন করছে।

এদিনের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন চা-বাগান শ্রমিক, রাবার শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, বেকার যুবক ও দিনমজুররা। চৌধুরী ঘোষণা করেন, কৃষক, জুমচাষি ও শ্রমজীবী মানুষের দাবি নিয়ে তিনি রাজ্যজুড়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

কাঁঠালিয়া ব্লকের মনারচক পঞ্চায়েত থেকে উধাও চারটি কম্পিউটার, গুরুত্বপূর্ণ নথি গায়েব, জনমনে সন্দেহ

আগরতলা, ১০ নভেম্বর:রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে কাঁঠালিয়া ব্লকের মনারচক পঞ্চায়েত অফিসের চারটি কম্পিউটার ও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। অবাক করার বিষয়, যে চারটি কম্পিউটার চুরি গেছে, সেগুলিতেই সংরক্ষিত ছিল পঞ্চায়েতের যাবতীয় সরকারি কাজকর্মের তথ্য ও রেকর্ড।

পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে, অফিসের অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী, এমনকি বিকল অবস্থায় থাকা পুরনো কম্পিউটারও অক্ষত রয়েছে। শুধু কার্যকরী চারটি কম্পিউটারই নিখোঁজ। এই কারণেই ঘটনার পেছনে নথি গায়েবের ষড়যন্ত্র নিয়ে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, চুরির ঘটনা যে শুধু সাধারণ চুরি নয়, তা স্পষ্ট। অফিসের সব দরজা-জানালা অক্ষত, অথচ মূল রেকর্ড রাখা কম্পিউটারগুলোই উধাও। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

ধনিয়ার কান্দি পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচন স্থগিত, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন সদস্যরা

আগরতলা, ১০ নভেম্বর : পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ ধনিয়ার কান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচনের কথা ছিল। জেলা পঞ্চায়েত দফতরের নির্দেশ অনুসারে দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে আস্থা ভোটের মাধ্যমে প্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু দুপুর প্রায় ১২টার সময় হঠাৎই ইমেইলের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের কাছে নতুন চিঠি আসে, যেখানে জানানো হয় প্রধান নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ২৫শে নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পঞ্চায়েতের ৬ জন সদস্য।তাদের অভিযোগ, এ ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা আগে জানানো বাধ্যতামূলক। কিন্তু জেলা পঞ্চায়েত অফিসার বেআইনিভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্ষুব্ধ সদস্যরা জানান, তারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেবেন এবং প্রয়োজনে বৃহত্তর গণআন্দোলনে নামবেন।

এ বিষয়ে জেলা পঞ্চায়েত দফতরের পক্ষ থেকে এখনো কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় মহলে এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রয়াত হলেন বিলোনিয়ার প্রথম ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রহর ২৪ এর কর্ণধার উৎপল বৈদ্যের মাতা বকুল রানী বৈদ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১০ নভেম্বর: প্রয়াত হলেন বিলোনিয়ার প্রথম ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রহর ২৪ এর কর্ণধার উৎপল বৈদ্যের মাতা বকুল রানী বৈদ্য। তিনি আবার স্বাধীনতা সংগামী স্বর্গীয় আশুতোষ বৈদ্যের সহধর্মিনী ছিলেন। বার্ধক্য জনিত রোগের কারনে বিলোনিয়া হলচৌমুনীস্থিত নিজ বাড়িতে সোমবার সকাল ছয়টা নাগাদ প্রয়াত হন তিনি,মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও তিন কন্যা সহ পুত্রবধূ, নাতি, নাতনী সহ আত্মীয় স্বজন রেখে যান। স্বর্গীয়া বকুল রানির মৃত্যুতে এলাকাতে শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রহর২৪ এর কর্ণধার উৎপল বৈদ্যের বাসভবনে ছুটে যান সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা সহ বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। এরপর বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সদস্যরা প্রয়াত বকুল রানী বৈদ্যের মরদেহের উপর ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করার পাশাপাশি শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

পরবর্তী সময়ে খবর পেয়ে ছুটে আসে বিলোনিয়ার মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস,পুর পরিষদের চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর সহ পুর পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক সনত দেওয়ান,এরপর প্রয়াত বকুল রানী বৈদ্যের মরদেহের উপর ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পাশাপাশি বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত ও শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলী শেষে, পরিবার পরিজনরা চোখের জলে শেষ বিদায় জানানোর পর শেষ কৃত্য সম্পন্ন করা হয়,জেলা সদর বিলোনিয়ার প্রথম ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রহর২৪ এর কর্ণধার উৎপল বৈদ্যের মাতা বকুল রানী বৈদ্যের।

বাংলাদেশে পাচারকালে দুটি মোটরবাইক সহ তিন কুখ্যাত চোর আটক মধুপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১০ নভেম্বর: বাংলাদেশে মোটরবাইক পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ। সীমান্ত এলাকায় যৌথ অভিযানে দুটি চুরি যাওয়া বাইকসহ তিন কুখ্যাত বাইক চোরকে আটক করল বিএসএফ ও মধুপুর থানার পুলিশ। সোমবার বিকেলে কামথানা বিএসএফ ক্যাম্প থেকে অভিযুক্তদের মধুপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত তিন অভিযুক্ত হলেন বিমল দাস (পিতা: অবনী দাস, বাড়ি আগরতলা জয়নগর), টিংকু সরকার (পিতা: হরিপদ সরকার, বাড়ি আগরতলা জয়নগর) এবং খোকন নম (পিতা: ফটিক নম, বাড়ি রামনগর ১ নম্বর এলাকা, আগরতলা)।

রবিবার গভীর রাতে ওই তিন চোর দুটি মোটরবাইক নম্বর টি আর ০৭ও সি - ৫৭৭৫ এবং টি আর ০১- এন - ৯৭৩৪ নিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে কামথানা সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল বলে জানা যায়। সীমান্ত টহলরত বিএসএফ জওয়ানদের নজরে আসে তাদের গতিবিধি। বিএসএফ-এর উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে, প্রহরারত জওয়ানরা ধাওয়া করে তিনজনকেই আটক করে।এরপর বিএসএফ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সোমবার সন্ধ্যায় আহত অবস্থায় তিন অভিযুক্তকে মধুপুর থানায় হস্তান্তর করে। মধুপুর থানার ওসি দেবজিৎ চ্যাটার্জি বলেন, মধুপুর থানা এবং কামথানা বিএসএফ ক্যাম্পের যৌথ তৎপরতায় এই সাফল্য এসেছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয়েছে এবং মঙ্গলবার বিশালগড় মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

জিরানিয়া ফেন্সি কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার মান্তনু লোধ সাহা

একযোগে তিন বাড়িতে হানা ক্রাইম ব্রাঞ্চের

আগরতলা, ১০ নভেম্বরঃজিরানিয়া রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ কাণ্ডে এবার নতুন মোড়। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় দিল্লি, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে রাজ্যের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে আরও এক ব্যক্তির নাম মান্তনু লোধ সাহা।

সোমবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা একযোগে রাজধানীর ভোলাগিরি, হেরিটেজ পার্ক সংলগ্ন এলাকা এবং তেলিয়ামুড়া-য় মান্তনু লোধ সাহার তিনটি বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালান। সূত্রের খবর, তল্লাশির সময় পুলিশ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করেছে।

ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গেছে, হেরিটেজ পার্ক সংলগ্ন বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মান্তনু সাহার বক্তব্যে বেশ কিছু অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। এরপরই তদন্তের স্বার্থে তাকে আটক করে ক্রাইম ব্রাঞ্চের দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই বিষয়ে এন্টি নারকোটিক্স শাখার এএসপি সৌভিক দে জানান, "আগরতলা জিআরপিএফ থানায় একটি মামলা রুজু হয়েছিল। সেই মামলার তদন্তে নেমেই আমরা এই তল্লাশি চালাই। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজন গ্রেফতার হয়েছে, এবং আজ মান্তনু সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। যে নথিগুলি উদ্ধার হয়েছে, সেগুলি বিস্তারিতভাবে স্ক্রুটিনি করা হবে।" উল্লেখ্য, পরবর্তীতে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি সূত্র জানিয়েছে, জিরানিয়া কফ সিরাপ কাণ্ডে আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারেন। তবে তদন্তের স্বার্থে আপাতত তাঁদের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের সন্ধানে ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চলছে, এবং খুব শীঘ্রই পুরো চক্রটি উন্মোচিত হতে পারে বলে আশাবাদী তারা।

ত্রিপুরায় সিপিএমের কোনো ভবিষ্যৎ নেই বিকল্প হিসেবে মানুষ চাইছে কংগ্রেস: সুদীপ

আগরতলা, ১০ নভেম্বর: ত্রিপুরায় সিপিএমের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সিপিএমে থাকা মানে পরোক্ষভাবে বিজেপিকে শক্তিশালী করা। রাজ্যের জনগণ বিকল্প হিসেবে কংগ্রেসকেই চাইছে। আজ কুর্তি কদমতলায় আয়োজিত কংগ্রেসের যোগদান সভায় এমনই তীব্র মন্তব্য করলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

তিনি বলেন, সিপিএমের ২৫ বছরের শাসন মানুষ এখনো ভুলে যায়নি। সেই দুঃশাসনের স্মৃতি এখনো মানুষের মনে তরতাজা। তাই আজ রাজ্যের জনগণ বিকল্প হিসেবে কংগ্রেসকেই চাইছে। তাঁর কথায়, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস একা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। নির্বাচনে লড়াই করতে সিপিএমের সাথে কোন আঁতাত হবে না।

এদিনের সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বহু কর্মী-সমর্থক কংগ্রেসে যোগ দেন। নতুন সদস্যদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সুদীপ রায় বর্মন নিজে।

সভামঞ্চ থেকে তিনি আরও বলেন, মানুষ আজ পরিবর্তন চায়। বিজেপির বিভাজন রাজনীতি ও সিপিএমের অতীত ব্যর্থতা থেকে মুক্তি পেতে একমাত্র পথ হলো কংগ্রেস। সভাস্থলে কংগ্রেস কর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। জেলা নেতৃত্ব জানিয়েছেন, এই যোগদান কর্মসূচি কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি আরও বাড়াবে।

রামচন্দ্রঘাট পিএমশ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে 'মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান ৮.০ এবং স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি , আগরতলা, ১০ নভেম্বর: খোয়াই জেলার চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন উত্তর রামচন্দ্রঘাট আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির এলাকার রামচন্দ্রঘাট পিএমশ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে গত ৬ নভেম্বর, ২০২৫ 'মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযান' ৮.০ এবং স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে বিদ্যালয়ের মোট ৫১০ জন ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে সকলকে আয়রন ফ লি ক অ্যাসিড(আইএফএ)ট্যাবলেট প্রদান করা হয়। এছাড়াও, ১৪ জন ছাত্রছাত্রীকে টিটেনাস ডিপথেরিয়া(টিডি)ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত করা। স্বাস্থ্য কর্মীরা শিশুদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, দাঁতের যত্ন, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন, যাতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে সুস্থতার জন্য উপকারী অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উত্তর রামচন্দ্রঘাট আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের কমিউনিটি হেলথ অফিসার জুয়াম দেববর্মা, মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার প্রশান্ত দেব, নার্সিং অফিসার প্রমীলা দেবী এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

শিক্ষকের দাবিতে সাব্রুমে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ, বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ

আগরতলা, ১০ নভেম্বর: বিজ্ঞান শিক্ষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আজ সাব্রুমের শ্যামসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তীব্র ছাত্র আন্দোলন দেখা গেছে। সকালে স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা গেইটে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বিদ্যালয়ে প্রবেশে বাধা দেয়।

আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করে জানায়, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষক না থাকায় তারা পড়াশোনায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বহুবার প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

ছাত্রছাত্রীদের স্পষ্ট বক্তব্য, অবিলম্বে বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের লিখিত প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত তারা তালা খুলবে না এবং আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

ঘটনাস্থলে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। তাঁরা ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন এবং শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্বস্ত করেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করে দেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

রাজ্যপালের সভাপতিত্বে গ্যাস বিতরণ এবং সরবরাহ নিয়ে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর:আজ রাজভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সভাপতিত্বে রাজ্যে গ্যাস বিতরণ এবং সরবরাহ বিষয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ওএনজিসি ত্রিপুরা অ্যাসেট, ওটিপিসি নেপকো, ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন, টিএনজিসিএল, গেইল সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে রাজ্যে গ্যাস বিতরণ এবং সরবরাহের বিষয়ে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে রাজ্যপালকে অবগত করানো হয়। সভায় টিএনজিসিএল''র প্রতিনিধি জানান, পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদয়পুর,

রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর ভাষা, পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করা বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ নভেম্বর: জনজাতির গৌরব দিবস উপলক্ষে আজ মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা, বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য সংবর্ধনা জানানো হয়।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর ভাষা, পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি আমাদের রাজ্যের অন্যতম গৌরব। এগুলিকে সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করা বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।" তিনি আরও জানান, আজ জনজাতির উন্নয়নে কেন্দ্র তথা রাজ্য সরকার একের পর একের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। জনজাতি এলাকাগুলিকে নেশার করালগ্রাস থেকে মুক্ত করতে জনজাতি এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এইডস সহ বিভিন্ন রোগের বিষয়ে সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে। জনজাতিদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতে প্রতিটি এলাকায় নির্দিষ্ট আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়েছে, যারা জনজাতিদের নির্দিষ্ট সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।

গৌরব দিবস উপলক্ষে মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে মুখ্যমন্ত্রী খুশি ব্যক্ত করেন। উপস্থিত বিশিষ্টজনদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আগামী দিনে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিকে আরও কার্যকর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

বাইক দুর্ঘটনায় পায়ের একটি আঙ্গুল কেটে রাস্তার মধ্যে পড়ে যায় এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ নভেম্বর: সোমবার সকাল বেলা কৈলাসহর দুর্গাপুর এলাকায় ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হয় এক যুবক। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় কুমারঘাট থানার অধীনে শান্তিপুর এক নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা চিত্তরঞ্জন দাসের ছেলে আকাশ দাস কৈলাসহর দুর্গাপুর এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতে, এবং সে কৈলাসহরের বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত। আজ সে সকাল বেলা স্কুলে আসে এবং তার বন্ধুর কাজ থেকে বন্ধুর বাইকটি নিয়ে আসে চালানোর জন্য, স্কুল থেকে দ্রুত গতিতে হেলমেট বিহীন অবস্থায় পাশাপাশি কানের মধ্যে হেডফোন লাগিয়ে পাইতুরবাজারের দিকে ছুটে আসে বাইকের গতি এতটাই ছিল যে একসময় সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে প্রথমে একটি টুকটুককে সজুড়ে ধাক্কা মারে এরপর সামনের দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট গাড়িকে সজুড়ে ধাক্কা মেরে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পাশাপাশি গাড়িটির ও বেশ ক্ষতি হয়। এবং তার একটি পায়ের আঙ্গুল সম্পূর্ণভাবে কেটে রাস্তার মধ্যে পড়ে যায়। স্থানীয়রা এসে ঘটনাস্থলে জড়ো হয় খবর পাঠানো হয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরকে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার পুলিশ এশা ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জেলা হাসপাতালে আহত যুবককে নিয়ে যাওয়ার পর তার অবস্থা ব্যাগতিক দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে তাকে রেফার করে দেয় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা, পরবর্তী সময়ে তার পরিবারের লোকেরা বহির রাজ্যের শিলচরে তাকে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য খবর লেখা পর্যন্ত তার অবস্থা সংকটজনক। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য চড়িয়ে পড়ে।

মোহনপুর থেকে নাবালিকা অপহরণ, অভিযুক্ত বাংলাদেশি যুবক — সিধাই থানায় মামলা দায়ের

আগরতলা, ১০ নভেম্বর:মোহনপুরের দীঘালিয়া গ্রামে এক নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগ উঠেছে সুব্রত দেবনাথ নামে এক বাংলাদেশি যুবকের বিরুদ্ধে, যে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে ওই নাবালিকাকে বলপূর্বক অপহরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

পরিবার সূত্রে খবর, রবিবার রাতে দীঘালিয়া গ্রামের অনুষ্কা দেবনাথ নামে এক নাবালিকাকে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় অভিযুক্ত সুব্রত দেবনাথ। জানা গেছে, সুব্রত বাংলাদেশের বেল্লা শ্যামপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ভারতে অবস্থান করছিল। ঘটনার পর অনুষ্কার পরিবার সিধাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।এদিকে, নিখোঁজ নাবালিকার পরিবার স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে। পাশাপাশি তারা সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেযদি কারও নজরে নাবালিকাটি আসে, তবে নিকটস্থ থানায় অবিলম্বে যোগাযোগ করার জন্য।

সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল ছাত্রদের নিয়ে তামাক বিরোধী অভিযান মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর: স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তামাক সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মোহনপুর মহকুমাধীন ফটিকছড়া বাজারে তামাক বিরোধী অভিযান করা হয়। এই সময় ফটিকছড়া স্কুলের ছাত্রছাত্রী, মোহনপুর মহকুমাশাসক সজল দেবনাথ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এই অভিযানে উদ্ধারকৃত তামাক জাতীয় দ্রব্যগুলি পরবর্তী সময়েও ফটিকছড়া বাজারে ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।এই সময় উপস্থিত ছিলেন ফটিকছড়া স্কুলের ছাত্র ছাত্রী,শিক্ষক শিক্ষিকা,মোহনপুর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক দৃতি শেখর রায়,তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মোহনপুর মহকুমা আধিকারিক অশোক দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

এই অভিযান নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক দৃতি শেখর রায় জানান তামাকজাত দ্রব্য আইন ২০০৩ অনুযায়ী কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনো দোকান তামাক জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করতে পারবেন না,এবং ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে তামাকের বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিক নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে নিয়ে এই অভিযান করা হয়।সোমবার যাদের দোকানে তামাক জাতীয় দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে তাদের সতর্ক করে ছাড়া হলেও আগামী দিনে যদি পাওয়া যায় তাইলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের এই অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে।

বন্দে মাতরমগানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ধর্মনগরে জাঁকজমক উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ নভেম্বর: বন্দে মাতরমগানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ধর্মনগরে জাঁকজমক উদযাপন সম্পন্ন হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টায় ধর্মনগর আম্রকুঞ্জ প্রাঙ্গণে শোভাযাত্রা, আলোচনা ও দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো বন্দে মাতরমসঙ্গীতের ১৫০ বছর পূর্তির ঐতিহাসিক মুহূর্ত। অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এদিনের শোভাযাত্রায় অংশ নেন ধর্মনগর মিউজিক কলেজ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পী-অভিভাবকবৃন্দ। দেশপ্রেমের আবহে ভরে ওঠে গোটা এলাকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ, উত্তর জেলার জেলাপরিষদের সভাধিপতি অপর্না নাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী দাস সেন, যুবরাজনগর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা দেবনাথ, বাগবাসার বিধায়ক যাদবলাল নাথ, উত্তর জেলার বিজেপি সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল দাস, ধর্মনগর মন্ডলের সহ-সভাপতি জগতজোতি দেব সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, "বন্দে মাতরমশুধু একটি গান নয়, এটি ভারতের আত্মার জাগরণের প্রতীক।"অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা সকলের মন কেড়ে নেয়।

খোয়াই পৌর পরিষদের ভাড়া আদায়কারীর বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১০ নভেম্বর: খোয়াই এর মহারাজগঞ্জ বাজার অর্থাৎ পুরান বাজার পৌর পরিষদের নিযুক্ত ভাড়া আদায়কারী শংকর শুক্ল দাস এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার বিবরনে স্বপন দেবনাথ নামে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী জানান খোয়াই পৌর পরিষদ নিযুক্ত খোয়াই এর পুরান বাজারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায়কারী শংকর শুক্ল দাস পৌর পরিষদের নির্ধারিত ভাড়া পাঁচ টাকার জায়গায় ভাড়া আদায়কারী শংকর শুক্ল দাস নিজের মর্জি মাফিক ১৫ টাকা ২০ টাকা আদায় করছে। এমনকি ভাড়া আদায়কারী শংকরের দোকান বন্ধ থাকলেও জোর করে ভাড়া আদায় করে নিয়ে যায়। ভাড়া দিতে অসম্মতি জানালে হুমকি প্রদান করা হয় দোকান বন্ধ করে দেবে। এছাড়াও খোয়াই পুরান বাজারে কান পাতলেই খোয়াই পৌর পরিষদের নিযুক্ত ভাড়া আদায়কারী সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিযোগ।

গোটা বিষয়টি নিয়ে ঐ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী খোয়াই পৌর পরিষদের মুখ্য কার্যকারী আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। পুরান বাজার মার্চেন্ট এসোসিয়েশনকে গোটা বিষয়টি জানান। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় খোয়াই মহকুমা এলাকার মধ্যে সবথেকে পুরাতন বাজার এই মহারাজগঞ্জ বাজার তথা আজকের তারিখে পুরান বাজার জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 11-11-2025, 01:01